Mr. O. W. Malet made over charge of the current duties of the Special Deputy Collector's Office at Cuttack to Uncovenanted Deputy Collector Rampersaud Rae on the 1st idem.

Mr. J. H. Crawford received charge of the Collectorate of East Burdwan from Mr. W. J. H. Money on the 1st idem.

The leave of absence granted to Mr. Assistant Surgeon J. Pagan, of Midnapore, on the 6th instant, has been cancelled at his own request.

F. J. HALLIDAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

শ্রীযুত ও ডবলিউ মালেট সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১ তারিখে কটকের স্পেসিয়ল ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের দফ্তরখানার চলিত কর্ম্মের ভার অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত রামপ্রসাদ রায়ের প্রতি অর্পণ করেন্।

শ্রীযুত জে এচ ক্রাফর্ড সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১ তারিখে শ্রীযুত ডবলিউ জে এচ মনি সাহেবের স্থানে পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের কালেক্টরী কর্ম্ম পুনর্গ্রহণ করেন্।

মেদিনীপুরের আসিষ্টান্ট চিকিৎসক শ্রীযুত জে পেগন সাহেবকে বর্ত্তমান মাসের ৬ তারিখে যে ছুটী দেওয়া যায় তাহা তাঁহার প্রার্থনায় রহিত হইয়াছে।

এফ জে হালিডে।
বাঙ্গলা দেশরে গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

No. 395.

ORDERS BY THE HONOURABLE THE DEPUTY GOVERNOR OF BENGAL.

JUDICIAL AND REVENUE DEPARTMENT.

APPOINTMENT.

The 24th February, 1843.

The Honourable the Deputy Governor of Bengal has been pleased, with the sanction of the Supreme Government, to appoint Mr. J. B. Elliot, a Judge of the Court of Sudder Dewanny and Nizamut Adawlut, to take effect from the 13th instant, the date of Mr. E. Lee Warner's departure for Europe.

F. J. HALLIDAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

৩৯৫ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর্ সাহেবের হুকুম।

জুডিসিয়ল ও রেবিনিউ ডিপার্টমেন্ট।

নিয়োগ।

১৮৪৩ সাল ২৪ ফেব্রুআরি।

সুপ্রিম গবর্ণমেন্টের অনুমতিক্রমে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর্ সাহেব যে তারিখে শ্রীযুত ই লী ওয়ার্ণর সাহেব ইউরোপে গমন করেন্ তাহা অর্থাৎ বর্ত্তমান মাসের ১৩ তারিখঅবধি শ্রীযুত জে বি এলিয়ট সাহেবকে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের জজী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

এফ জে হালিডে।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS. গবর্ণমেন্টের ইশ্‌তিহার।

SALT. নিমক।

এস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত পাঙ্গা নেমক পশ্চাদুক্ত নিরিখ দরে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে খরিদারানের উচিত যে ঐ নেমকের রকম জেলা ২৪ পরগনা মোং নারায়ণপুরের সরকারী গোলায় নমুনা দৃষ্টে খাতিরজমামত বুঝিয়া খরিদ করেন্ আর যে ব্যক্তি মোকাম মজকুরে প্রথমে রওয়ানা দাখিল করিবেক সেই ব্যক্তি পহিলা ওজন পাইবার যোগ্য হইবেক।

নেমকের বেওরা।

এজেন্সী অর্থাৎ জেলার নাম	ঘাটের নাম	কোন্ সনের পোক্তান	মওয়াজি নেমক	নিরিখ দর ফি ১০০/ মোন্
২৪ পরগনা তাফাল নেমক	নারায়ণপুর	১২৪৮ সাল	মোন ১৯০০০/	কোং ৪৩০৲ টাকা

বোর্ড পরমিট নিমক ও আফিম। তাং ২১ মার্চ সন ১৮৪৩ সাল। এচ টরেন্স। সেক্রেটারী।

এস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত পাঙ্গা নেমক পশ্চাদুক্ত নিরিখ দরে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে খরিদারানের উচিত যে ঐ নেমকের রকম মোং ডোমখালির সরকারী গোলায় নমুনা দৃষ্টে খাতিরজমামত বুঝিয়া খরিদ করেন্ আর যে ব্যক্তি মোকাম মজকুরে প্রথমে রওয়ানা দাখিল করিবেক সেই ব্যক্তি পহিলা ওজন পাইবার যোগ্য হইবেক।

নেমকের বেওরা।

এজেন্সী অর্থাৎ জেলার নাম	ঘাটের নাম	কোন্ সনের পোক্তান	মওয়াজিং নেমক	নিরিখদর ফি ১০০/ মোন
চটগ্রাম ও নেজামপুর ডোমখালি	ডোমখালি	১২৪৮ সাল	মোন ৩৮০০/	কোং ৪১৭৲ টাকা

বোর্ড পরমিট নিমক ও আফিম। তাং ২১ মার্চ সন ১৮৪৩ সাল। এচ টরেন্স। সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৪৩। ২৮ মার্চ।]

SALES OF LAND. জমীদারী নীলাম।

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা বৰ্দ্ধমান মোকাম বাকুণ্ডা।

সন ১৮৪১ সালের ১২ আইনের মৰ্ম্মানুসারে নীচের লিখিত মহালাতের বাঙ্গলা সন ১২৪৯ সালের লাগাদ ফাল্গুণ মাসের কীস্তির বাকী মালগুজারী টাকা আদায় কারণ প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীযুত সাহেবান সদর বোর্ডের সন ১৮৪১ সালের ৬ অক্টোবরের সরকুলর চিঠীর আজ্ঞা প্রমাণ সন ১৮৪৩ সাল ২৯ মার্চের মোতাবেক সন ১২৪৯ সালের ১৭ চৈত্র বুধবারে দিবা দুই প্রহরের পর জেলা বৰ্দ্ধমান মোকাম বাকুণ্ডার কালেক্টরী কাছারীতে প্রকাশরূপে নম্বরওয়ারী শ্রেণীমত নীলামে বিক্রয় হইবেক নীলামের পূৰ্ব্ব দিবস সূৰ্য্যাস্তের পূৰ্ব্বে সরকারী বাকী দাখিল হইবেক তৎপর নীলামের নিরূপিত দিবসে কোন ক্রমে বাকী টাকা দাখিল হইবেক না যে কেহ ইস্তাহারী মহালাত খরিদ করিবার বাসনা রাখহ নিৰ্দ্ধারিত দিবসে জেলা বৰ্দ্ধমান মোং বাকুণ্ডার কালেক্টরী কাছারীতে হাজির হইয়া খরিদ করিবা নীলাম শেষ হইলে পর মূল্যের টাকার চতুর্থাংশ অর্থাৎ সিকি টাকা নগদ কি বাঙ্গাল বেঙ্ক নোট অথবা ঐ ব্যাঙ্কে পোষ্ট বিল কিম্বা দাঁড়ামত দস্তখৎকরা কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়নাস্বরূপ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক খরিদারকে নীলামের দিবসাবধি ত্রিংশৎ অর্থাৎ ত্রিশ দিবসের মধ্যে সূৰ্য্যাস্তের পূৰ্ব্বে অবশিষ্ট মূল্যের টাকা দিতে হইবেক ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ১ মার্চ মোতাবেক সন ১২৪৯ সাল তারিখ।

নম্বর ল্যাট	নাম পরগনা ও মৌজা	নাম জমিদার অর্থাৎ মালিকের	সালিয়ানা জমা কোম্পানি	তায়দাদ যাহা বিক্রী হইবেক	বাকী লাগাদ মার্চ সন ১৮৪৩। মং সন ১২৪৯ লাং ফাল্গুণ
২ নং	বারহাজারী	মহারাজাধিরাজ রাজা মহতাবচন্দ্র বাহাদুর	১৯৬০১২॥/০	মুস্থলম জমিদারী	১৮৮৯৬৸/২
৩ নং	করিস্তগ্রা	ঐ	২৩৪৬৬।৶২	ঐ	২৮৮৬৶০
৫ নং	কুচ্যাকোল	৺ নিমাই সিংহ	৮২৮৪।/৯	ঐ	২৬৪৭৶৫
৬ নং	পচাল	রঘুনাথ মিশ্রী	৪০৮॥/৯	ঐ	১৩১৲৯
৭ নং	জামতড়া	৺ হরিপ্রসাদ পাঠক	৬৩৪১৸/২	ঐ	১১৫৬॥/৫
৯ নং	পং সাহারজোড়া	রাজা শঙ্করনারায়ণ দীগর	৩১১০৲৫	ঐ	১০০১।/১
১০ নং	কিসমত সাহারজোড়া	রাজা শঙ্করনারায়ণ ও নিসেনন্দ ও বাসুদেব ও মদনমোহন সিংহ	১৫৫৬॥৶৩	ঐ	৩৯৮৶৩
১১ নং	বারাসত ॥ মৌজা	৺ জয়গোপাল মিশ্রী দি			
১২ নং	চাতরা কৃষ্ণনগর	কৈসোদাস মহান্ত	৯৬৮৷৮	ঐ	১৯৯৸/৫
		গরের মাতা শ্রীমত্যা তারামণি দাস্যা	২৯৮।৶৪	ঐ	৮৩৸৶৯
১৩ নং	লহনা	অযোধ্যানাথ হাজরা ও রামধর্ম্ম হাজরা ও লোকনাথ হাজরা দীং	৫৫॥৶৪	ঐ	১৮॥৶৪
		বাজেয়াপ্তী মহাল মোকামী বন্দোবস্ত চিরকালের জন্য।			
১৫ নং	জেমুয়া	জোনাব আলী	১৩৫৸/	মুস্থলম মৌজা	২৮।/
১৬ নং	মুড়রা	রাধাকান্ত মহাপাত্র ও গদাধর মহাপাত্র	১৬৭৴৪	ঐ	৩১॥৶৪
১৭ নং	পাত্রহাটী তরফ গাঙ্গড়ী	গঙ্গানারায়ণ গোস্বামিদিগর	২৩৭।/৯	ঐ	৪৬৶৯
১৮ নং	বাকী	রাজা গোপালসিংহ	৫৯৲৩	ঐ	১৪৴৩
২০ নং	স্বরমানগর	রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী	৬৫।/১১	ঐ	১২॥১১
২১ নং	তেঁতুলঠিঠা	কুড়ারাম শান্তিকারী	৩৬/১	ঐ	১৮৲
২২ নং	রাধাবল্লভপুর	ভবানন্দ ঠাকুর	১৫৯॥/৬	ঐ	৬৫৲
		বাজেয়াপ্তী ইজারা মহালাত অর্থাৎ সন করারী মেয়াদি বন্দোবস্ত।			
২৩ নং	চাতরা কৃষ্ণনগরের জঙ্গলের আবাদী	কৈসোদাস মহান্ত	৬০৲	ইজারা হকিয়ত	২০৲
২৫ নং	গাঙ্গতোড়	রাজা জয়সিংহ	২৩৸৶৯	ঐ	১১৸৶৯
২৬ নং	রেত্তুড়	মির আওলাদ আলী	২০৴০	ঐ	১০৴০
২৭ নং	জমুনাবাঁধ আগাল	নীলামের খরিদার গুরুদাস হাজরা	১৬৬৴৭	ঐ	৩১৴৭
২৮ নং	খোর্দ্দ মাণ্ডুডিহা	রাজা জয়সিংহ	১৯৩৫৶৬	ঐ	৫৪৪/২
২৯ নং	জামসলা	মিরমেহের আলী	১৮২৶	ঐ	৪০৲
৩০ নং	জুনসরা	বাবু বীরসিংহ দে ওং	রসদী জমা ১৮২৮৸/১১	ঐ	৩৪২৶৯
৩২ নং	রাধারমণপুর	চন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী রসদী	৩০৫॥/৩	ঐ	৫৬।৶৩
৩৫ নং	কুঠী পাত্রসাএর	অযোধ্যানাথ হাজরা ও লোকনাথ হাজরা দীগর	৮০৲	ঐ	২২।/১

1st *March*, 1843. F. A. E. DALRYMPLE, *Offg. Deputy Collector.*

[*Government Gazette, 28th March,* 1843.]

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

লালমোহন সেন এককেতা দরখাস্ত এই মর্ম্মে গুজরায় যে কীং মৌজে বাহাদুরপুর যাহার সদর জমা ৮৪০।৵৬ পাই সরকারে বাকী আদায় কারণ নীলামে উপস্থিত হওয়ায় উহার মোখ্তারকার রাজকৃষ্ণ চাটুয্যা আপন নামে খরিদ করিয়া তাহার পর উক্ত চাটুয্যা দরখাস্তের দ্বারা পণের বেবাক টাকা দাখিল করিয়া পরে রীতিমত কওয়ালা লিখিয়া দিয়াছে মতে প্রার্থনা রাখে যে চাটুয্যা মজকুরের নাম তবদীলে উহার নাম জারি হয় অতএব ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে সেওয়ায় মজহর অন্য কেহ উক্ত বিষয়ের দাবিদার থাকে ১৫ রোজ মধ্যে হাজির হইয়া আপন২ দরখাস্ত মায় সাবুদ গুজরাই নচেৎ মেয়াদ গতে উচিত হুকুম হইবেক ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ১৫ মার্চ মোতাবক সন ১২৪৯ তারিখ ৩ চৈত্র।

Moorshedabad Collectorate, 15th March, 1843. A. S. ANNAND, *Offg. Collector*,

---

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

ভাগবতচন্দ্র দাস এককেতা দরখাস্ত এই মর্ম্মে গুজরায় যে কিং মৌজে কশবা যাহার সদর জমা ২৪২॥৵৮ টাকার বৈষ্ণবচরণ ধরের নামে তাহুদ লেখা যায় উক্ত ধর ফৌত হওয়ায় তাহার বনিতা হরমণি দাস্যার স্থানে উক্ত মহাল খরিদ করিয়া প্রার্থনা রাখে যে সাবেক নাম খারিজে মজহরের নাম জারি হয় মতে ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সেওয়ায় মজহর অন্য কেহ উক্ত মহালের দাবিদার থাকে তবে ১৫ রোজ মধ্যে হজুরে হাজির হইয়া আপন২ দরখাস্ত মায় সাবুদ গুজরায় নচেৎ মেয়াদ গতে উচিত হুকুম হইবেক ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ১৫ মার্চ মোতাবেক সন ১২৪৯ তাং ৩ চৈত্র।

Moorshedabad Collectorate, 15th March, 1843. A. S. ANNAND, *Offg. Collector*,

---

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

সইদ ফরহত আলি ওরফে সাতকড়ি মিয়া এক কেতা দরখাস্ত এই মর্ম্মে গুজরায় যে ফকীর মহম্মদের আয়মা কীং শাহাপুর আর পীর মহম্মদের দ্বিতীয় ঐ তাহুদের পণ ফাজীল টাকা পাইবার প্রার্থনায় গুজরাইয়াছে মতে ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সেওয়ায় মজহর অন্য কেহ উক্ত মহালের ফাজীল টাকার দাবিদার থাকে ১৫ রোজ মধ্যে হজুরে হাজির হইয়া আপন২ দরখাস্ত মায় সাবুদ গুজরায় নচেৎ মেয়াদ গতে উচিত হুকুম হইবেক সন ১৮৪৩। ১৫ মার্চ মং সন ১২৪৯ সাল তাং ২ চৈত্র।

Moorshedabad Collectorate, 15th March, 1843. A. S. ANNAND, *Offg. Collector*.

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

শাজাদা বিবি এক কেতা দরখাস্ত এই মর্ম্মে গুজরায় যে কিং সাহাগরিব্বপুর ওরফে মরারফপুরের পণ ফাজিল টাকা সরকারের পাওনা বাদে ১৮১ টাকা তহবিলে মজুদ আছে তাহা উহাকে দেওয়ান যায়মতে ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সেওয়ায় মজহরা অন্য কেহ উক্ত টাকার দাবিদার থাকে ১৫ রোজ মধ্যে হজুরে হাজীর হইয়া আপন২ দরখাস্ত মায় সাবুদ গুজরায় নচেৎ মেয়াদগতে উচিত হুকুম হইবেক ইতি। সন ১৮৪৩। ১৪ মার্চ মং সন ১২৪৯। ২ চৈত্র।

Moorshedabad Collectorate, 14th March, 1843. A. S. ANNAND, *Offg. Collector*.

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

পরগনে কোঙর প্রতাপ ওগয়রহের জমিদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর ও রাণী অন্নপূর্ণা উক্ত মহালের বাঁটওয়ারার জজ আমীনদিগের দরমাহার টাকা আদায় না করাতে সন ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৪ দফার ৩ প্রকরণের মর্ম্মানুযায়ি ঐ টাকা আদায়করা আবশ্যক হইয়া সন ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ৮ ধারার হুকুমানুসারে ঐ জমিদারদিগের ঐ মহালের হিস্যা নীচের তফসীলমত সন ১৮৪৩ সালের ১১ আপ্রেল মোতাবেক সন ১২৪৯ সালের ৩০ চৈত্র নীলাম হওনের ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যদি ঐ জমীদারেরা এই ইস্তাহারের লিখিত সমুদয় টাকা নীলামের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত দাখিল না করে তবে ঐ নীলামের নিরূপিত দিবসে টাকা দিলে তাহা গ্রহণ না হইয়া এই কালেক্টরীর কাছারীতে নীলাম হইবেক যে কেহ খরিদের বাসনা রাখহ আপন২ ডাক সংখ্যার ফিশত ২৫৲ টাকার হিসাবে ফিস সমেত হাজির হইয়া আইনমত খরিদ করহ এ বিষয় সকলের জ্ঞাত কারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ২০ মার্চ মোতাবেক সন ১২৪৯ সাল তারিখ ৮ চৈত্র।

নম্বর লাট	নম্বর রেজিষ্টর	নাম মহাল	নাম জমিদার	সদর জমা শালিয়ানা মায় থানাদারি	তায়দাদ রকম যাহা বিক্রী হইবেক	তাইন জজআমিনদিগের দরমাহার টাকা এই কালেক্টরীর ৪ মার্চ তারিখের পরওয়ানা বিমঃজীম	কৈৎ
১	১১৮৭	পরগনা কোঙর প্রতাপ ওগয়রহ	রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র বাহাদুর ও রাণী অন্নপূর্ণা ও ৺ রামচন্দ্র ঠাকুর সেং রাণী ফুলকুমারী	১৮২৬৪৭॥৴৬	এই মহালের রকম ॥৮৶১১ ভিল মধ্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুরের হিস্যা ও রকম ।৶১১৬৯ ভিম রাণী অন্নপূর্ণার হিস্যা পৃথক২. নীলাম হইবেক।	দেনা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর ৫০০৸৶৩ দেনা রাণী অন্নপূর্ণা ৩২৪৸৶৪ ——— ৮২৫॥৵৭	

Moorshedabad Collectorate, 20th March, 1843. A. S. ANNAND, *Offg. Collector*.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৪৩। ২৮ মার্চ।]

[*Government Gazette*, 28*th March*, 1843.]

হুকুম ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা বর্দ্ধমান ।

১৮৪১ সালের ১২ আইনের মর্ম্মানুসারে এই কালেক্টরী সংক্রান্ত নীচের লিখিত তৌজীভুক্ত পাঁচ হাজার টাকার উর্দ্ধ সদর জমা মহালাতের ১২৪৯ সালের লাং ফালগুণ তলবের সরকারী রাজস্বের বাকী আদায় কারণ শ্রীযুত সাহেবান সদর বোর্ডের ১৮৪২ সালের ২২ জানুআরির সরকুলর অর্ডরের নিরূপিত দিবস ১৮৪৩ সালের ২৮ মার্চ মোং ১২৪৯ সালের ১৬ চৈত্র মঙ্গলবার দিবা দুই প্রহরের সময় জেলা বর্দ্ধমানের কালেক্টরী কাছারীতে শ্রেণীমত নীলামে বিক্রয় হইবেক এমতে এই ইস্তাহারনামা জারী করা যাইতেছে যে যদি উক্ত মহালাতের জমিদারান ও তালুকদারান ও আয়মাদারান নীলামের নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত আপন২ জিম্মার বাকী আদায় না করে তবে ঐ নীলামের দিবস কোনক্রমে বাকী টাকা লওয়া যাইবেক না যে কেহ খরিদ করিবার বাসনা রাখহ উক্ত দিবসে এই কাছারীতে হাজির হইয়া খরিদ করিবা আরো প্রকাশ করা যাইতেছে যে নীলামের ডাক শেষ হইলে তৎক্ষণাৎ মূল্যের সিকী অর্থাৎ শতকরা ২৫৲ টাকার হিসাবে বায়না দাখিল করিয়া নীলামের দিবসাবধি ত্রিশ দিবসের মধ্যে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অবশিষ্ট মূল্যের সমুদয় টাকা সরকারের খাজানাখানায় দাখিল করিতে হইবেক ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ৭ মার্চ মোতাবেক ১২৪৯ সাল তাং ২৫ ফালগুণ।

নম্বর লাট	নম্বর রেজিষ্টরী	নাম মহাল ও পরগনা	মালিকের নাম যাহা সেরেস্তায় লেখা যায়	মুছল্লম মহালের সদর জমা	চাকরাণ বাজেয়াপ্তি	একুন বাকী	নাম থানা ও জেলা	যাহা বিক্রয় হইবেক তাহার রকম	বাকী সরকার ইস্তক ১২৪৯ সালের পৌষ লাং ফালগুণ
১০ নং	১৭ নং	চক দুর্গা ওং পং রাণীহাটী ওং	মধুসূদন সেট ওং	৯৯৩৯৶১১	০	৯৯৩৯৶১১	গাঙ্গড়িয়া	মুছল্লম	৩৪২৩৸৴৮
১২ নং	১৯ নং	গিদর্গা ওং আর্ম্মা ওং	৺অর্ণপূর্ণা ঠাকুরাণী সেং কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওং	৭৩৫৫৷৴১১	১৫৩৸৶২	৭৫০৯৷৶১	মন্তেশ্বর	ঐ	২৫৩২৷৶৫ চাকরাণ ২৪৸৮ ২৫৫৭৷৴১
১৩ নং	২০ নং	বিষ্ণুপুর ওং পং বাঘা ওং	গদাধরপ্রসাদ তেওয়ারি দিং]	৬৩৭৯৯৸৶১১	১৪০৸৶১১	৬৩৯৪০৸৶১০	পোতনা পং বর্দ্ধমান	ঐ	১৩৩৩৯৷৴১১ চাকরাণ ১২১৷৴৫ ১৩৩৬২৴৪
১৪ নং	২১ নং	মাহাতা ওং পং ঐ	রামকুমারী দেব্যাদিং	১১৬৯২১৶২	০	১১৬৯২৷৷/২	ভরতপুর জেলা মুরশিদাবাদ	ঐ	৩৯৮৫৷৴১
১৫ নং	২২ নং	ভেদিয়া ৸০ আনী ওং পং মনোহরশাহী	নবকৃষ্ণ মিত্র ওং	৮১২৪৸৶৩	০	৮১২৪৸৶৩	আউষগাঁ পং বর্দ্ধমান	ঐ	১৯৩২৸৴৩
১৭ নং	২৪ নং	কাশীনাথপুর ওং পং ধাওয়া	ভুবনমোহন রায় ওং	২১০৮৭৷৶	৩৮৷৶২	২১১২৫৸৴২	কাটঙা	ঐ	৬৩১০৸৶১০
১৯ নং	২৬ নং	কুলহাণ্ডা ওং পং মণ্ডলঘাট	মহারাজাধিরাজ মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর ওং	১৬২০৫৻৬	০	১৬২০৫৻৬	বাগনান জেলা হুগলি	ঐ	২৬৯৮৸৯
২০ নং	২৭ নং	সাহাপুর ওং পং জাহিরাবাদ	বেসারতওল্লা চৌধুরী ওগয়রহ	৮৫৬৯/১০	০	৮৫৬৯/১০	পূর্ব্বস্থলি	ঐ	১৫৪৮৷/৪
২২ নং	২৯ নং	জয়পুর ওং পং ছুটীপুর	গোকুলচন্দ্র মিত্র	৫৬৮০৸৴৭	০	৫৬৮০৸৴৭	গাঙ্গড়িয়া	ঐ	২২১৫৸৴৭
৩৭ নং	৪৬ নং	বড় বহরকুলি ওং পং অম্বিকা	নৃসিংহ রায়দিং	১৮৯৭৭৷৷/৯	০	১৮৯৭৭৷৷/৯	অম্বিকা	ঐ	৬৫৩৭৷৷/৮

শ্রীরামপুর ১৮৪৩ সাল ১ আপ্রিল।

বর্ত্তমান আপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে এই পুস্তক প্রকাশ হইবেক

অর্থাৎ

দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ।

শ্রীযুত জান মার্শমন সাহেবকর্ত্তৃক রচিত।

এই পুস্তকের মধ্যে ১৭৯৩ সালঅবধি ১৮৪৩ সালের আরম্ভপর্য্যন্ত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের নিমিত্ত যে সকল আইন ও আইনের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডর হইয়া অদ্য-পর্য্যন্ত বহাল আছে তাহা দেওয়া গিয়াছে। আইনের যে তরজমা পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহা এই পুস্তকে ছাপা হইয়াছে কিন্তু আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর প্রথমবার বঙ্গভাষাতে তরজমা হইয়া এই পুস্তকে অর্পণ হইয়াছে।

যে কোন বিষয়ের আইন জানিবার আবশ্যক হয় তাহা অনায়াসে পাওয়া যায় এ নিমিত্ত এই পুস্তক ৭ অধ্যায়ে ও ২৮৩ ধারাতে বিভক্ত হইয়াছে। আইন বড় অক্ষরে ও আইনের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডর ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসে আইনের মর্ম্ম জানিতে পারেন্ এই নিমিত্ত প্রত্যেক আইন ও আইনের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা প্রস্তুত হইয়া মূল গ্রন্থের প্রথমে দেওয়া গিয়াছে। ঐ খোলাসা অতি সংক্ষেপে এবং সহজ ভাষাতে তরজমা হইয়াছে এবং যে আইনপ্রভৃতির খোলাসা হইয়াছে ঐ খোলাসাতে মূল আইনইত্যাদির অঙ্কের জিকির আছে।

প্রত্যেক বালমে যে আইন ও আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর আছে তাহার নির্ঘণ্ট প্রত্যেক বালমের শেষ ভাগে দেওয়া গিয়াছে তাহাতে পাঠকগণ অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে এই গ্রন্থের মধ্যে কোন্২ আইন প্রভৃতি দেওয়া গিয়াছে এবং তাহা গ্রন্থের কোন্২ স্থানে পাওয়া যায়।

পাট্টার হার ও পত্তনি তালুকের বিষয়ে এবং বাকী খাজানার নিমিত্ত ভূমি নীলামের এবং ক্রোক করণের এবং দলীলদস্তাবেজের ইষ্টাম্প এবং জবরদস্তী করিয়া বেদখল করণের বিষয়ে নানা বিধান যদ্যপি দেওয়ানী আইনের মধ্যে গণ্য নহে তথাপি তাহা না জানিলে মোকদ্দমার নির্ব্বাহ সুন্দররূপে হইতে পারে না এই নিমিত্ত এই২ বিষয়ের সকল আইন আপেণ্ডিক্সের মধ্যে দেওয়া গিয়াছে।

এই দেওয়ানী আইনের সংগ্রহের মধ্যে যে সকল সংজ্ঞা আছে তাহার ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষার অভিধান দেওয়া গিয়াছে।

এই গ্রন্থ বর্ত্তমান মাসে প্রকাশ হইবেক। তাহার দুই বালমের মূল্য ২০ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। যাঁহারা আগামি মে মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থের মূল্য এবং আপনারদের ঠিকানা শ্রীযুত জান মার্শমন্ সাহেবের নিকটে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠান্ তাঁহারদের নিকটে ঐ গ্রন্থ বাঙ্গলা এবং উড়িষ্যা দেশে বিনাখরচে প্রেরণ করা যাইবেক। ১ মে তারিখের পর পাঠাওনের খরচ গ্রাহকেরদের লাগিবেক।

এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট নীচে দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম অধ্যায়।

দেওয়ানী আদালতের সংস্থাপন ও এলাকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আদালতের আমলা ও পণ্ডিত ও মৌলবী এবং উকীল ও পাপর এবং ইষ্টাম্প।

চতুর্থ অধ্যায়।

সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মূল নিয়ম। সালিস। রেজিষ্টরী করণ।

ধারা।

ধারা।

পঞ্চম অধ্যায়।

আপীল।

ধারা।

৫।—রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিতে অথবা তাহা ছানী তজবীজের নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠাইতে জিলার জজ সাহেবের ক্ষমতা।

৬।—আপেলাণ্টকে তলব না করিয়া যে আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহার ইষ্টাম্প ও উকীলের রসুম ও খরচার বিষয়ি বিধি।

৭।—মুনসেফ ও সদর আমীনের ডিক্রীর উপর আপীল প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করণ।

৮।—জিলার আদালতের নিষ্পত্তির উপর এবং ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে জাবেতামত আপীল।

৯।—আপীলী মোকদ্দমার খরচার মালজামিন।

১০।—আপীলী মোকদ্দমার শুনন ও নিষ্পত্তিকরণ।

১১।—আপীল করণের সময়ে অচিহ্নিত বিচারকেরদের হুকুম জারী করণ কি স্থগিত রাখণ।

১২।—ভূমি বিষয়ক মোকদ্দমায় জিলার আদালতের নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে আপীল হইলে ঐ জিলার আদালতের হুকুম জারী কি স্থগিত রাখণ।

১৩।—আপীল করণের সময়ে বিবাদি ভূমিবিষয়ক নিয়ম।

১৪।—নগদ টাকা কিম্বা অন্য কোন অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ি মোকদ্দমার উপর সদর আদালতে আপীল উপস্থিত থাকনসময়ে জিলার আদালতের ডিক্রী জারী কি স্থগিত রাখণ।

১৫।—আপীল হওন সময়ে যে সম্পত্তি জামিনস্বরূপ দেওয়া গিয়াছে তাহার বিষয়ি এবং তাহার রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ি বিধান।

১৬।—জিলার আদালতের জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল।

১৭।—দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল। আপীল চালাওনের বিধান।

১৮।— ঐ। ইষ্টাম্প এবং উকীলের রসুম।

১৯।—যে মোকদ্দমা ছানী তজবীজ অথবা গোড়াপ্তড়ি বিচার হওনের নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠান যায় তাহার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতসকলের যাহা কর্ত্তব্য তাহার নিয়ম।

২০।—জিলার জজ সাহেবের দ্বারা ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার।

২১।—জিলার আদালতের দ্বারা পুনর্ব্বিচার। ইষ্টাম্প।

২২।—প্রধান সদর আমীনের দ্বারা ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার।

২৩।—সালিসের ফয়সলার উপর আপীল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ডিক্রী জারী।

ধারা।

১।—জিলার আদালতের দ্বারা ডিক্রী জারী।

২।—আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ রাজস্বের কর্ম্মকারকের দ্বারা ভূমির নীলাম।

৩।—ডিক্রী জারীক্রমে দেওয়ানীর কার্য্যকারকেরদের দ্বারা বাটী কি ফলের বাগান কি বাগান অথবা ক্ষুদ্র২ ভূমিখণ্ড নীলাম।

৪।—ভিন্ন এলাকায় সম্পত্তির নীলাম।

৫।—ডিক্রী জারীক্রমে যে ভূমি নীলাম হইবার ইশ্‌তিহার হয় তাহার উপর দাওয়া এবং তাহার নীলামের বিষয়ি ওজর।

৬।—ডিক্রী জারীক্রমে ভূমির যে নীলাম হয় তাহা অসিদ্ধ করণ।

৭।—ডিক্রী জারীক্রমে নীলামহওয়া ভূমির উৎপন্ন টাকা বণ্টন করণ।

ধারা।

৮।—ডিক্রী জারী করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করণের মিয়াদ।

৯।—ডিক্রী জারী করণেতে কালেক্টর সাহেবের ও অন্য২ আদালতের সাহায্য।

১০।—ডিক্রীদারের কসুর।

১১।—নীলামের উৎপন্ন টাকা পাইতে ডিক্রীদারেরদের বিশেষ২ অধিকার।

১২।—ডিক্রী জারীক্রমে আমীনেরা যে সম্পত্তি নীলাম করেন্ তাহার মূল্য যে মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক তাহা।

১৩।—মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের দ্বারা ডিক্রী জারী করণ।

১৪।—ডিক্রী জারীক্রমে মুনসেফেরা যে টাকা পান্ তাহা রাখণ ও দেওন।

১৫।—জিলার আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কয়েদ করণ।

১৬।—মুনসেফ কি সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী জারীক্রমে আসামীকে কয়েদ করণ।

১৭।—দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদীরদের খোরাকী টাকা।

১৮।—কিস্তিবন্দীর দ্বারা ডিক্রীর টাকা শোধ করণ।

১৯।—যোত্রহীন খাতকদিগকে খালাস করণ।

২০।—৬৪৲ টাকার ন্যূন সংখ্যার ডিক্রীর নিমিত্ত কয়েদ করণের মিয়াদ।

২১।—নিমক পোক্তানের সম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের নামে ডিক্রী জারী করণ।

২২।—সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণ।

২৩।—জিলার আদালতের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী জারী হওন।

২৪।—মফঃসলে ছোট আদালতের ডিক্রী জারী করণ।

২৫।—কলিকাতার ছোট আদালতের দ্বারা চব্বিশপরগনার ডিক্রী জারী করণ।

সপ্তম অধ্যায়।

সদর দেওয়ানী আদালত।

ধারা।

১।—কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালত।

২।—সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের সাধারণ ক্ষমতা।

৩।—জজ সাহেবেরদের মতের অনৈক্য।

৪।—অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের দ্বারা তাহার বিচার।

৫।—সদর আদালতের দ্বারা অধস্থ আদালতের ডিক্রী বা হুকুম রদ করণ।

৬।—প্রথমতঃ উপস্থিত মোকদ্দমা কি দরখাস্ত সদর আদালতের দ্বারা জিলার আদালতে সোপর্দ্দ করণ।

৭।—সদর আদালতে সরাসরী আপীল এবং মুৎফরক্কা দরখাস্ত।

৮।—সদর আদালতে জাবেতামত আপীল। যে২ মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য। সাধারণ বিধি।

৯।—সদর আদালতে সাক্ষী ও সাক্ষ্য।

১০।—সদর আদালতের হুকুমনামা ও পরওয়ানা।

১১।—অধস্থ আদালতের ত্রুটি ও সদর আদালতে হুকুমের বাধকতা করণ কিম্বা হুকুম না মানন।

১২।—সদর আদালতের ডিক্রী।

১৩।—সদর আদালতের ডিক্রী জারী করণ।

১৪।—সদর আদালতের ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার।

১৫।—সদর আদালতে খাস আপীল।

১৬।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল। মোকদ্দমার সংখ্যা। আপীলের মিয়াদ।

শ্রীরামপুর ১৮৪৩ সাল ১ আপ্রিল।

বর্ত্তমান আপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে এই পুস্তক প্রকাশ হইবেক

অর্থাৎ

দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ।

শ্রীযুত জান মার্শমন সাহেবকর্ত্তৃক রচিত।

এই পুস্তকের মধ্যে ১৭৯৩ সালঅবধি ১৮৪৩ সালের আরম্ভপর্য্যন্ত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের নিমিত্ত যে সকল আইন ও আইনের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডর হইয়া অদ্যপর্য্যন্ত বহাল আছে তাহা দেওয়া গিয়াছে। আইনের যে তরজমা পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহা এই পুস্তকে ছাপা হইয়াছে কিন্তু আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর প্রথমবার বঙ্গভাষাতে তরজমা হইয়া এই পুস্তকে অর্পণ হইয়াছে।

যে কোন বিষয়ের আইন জানিবার আবশ্যক হয় তাহা অনায়াসে পাওয়া যায় এ নিমিত্ত এই পুস্তক ৭ অধ্যায়ে ও ২৮৩ ধারাতে বিভক্ত হইয়াছে। আইন বড় অক্ষরে ও আইনের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডর ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসে আইনের মর্ম্ম জানিতে পারেন্ এই নিমিত্ত প্রত্যেক আইন ও আইনের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা প্রস্তুত হইয়া মূল গ্রন্থের প্রথমে দেওয়া গিয়াছে। ঐ খোলাসা অতি সংক্ষেপে এবং সহজ ভাষাতে তরজমা হইয়াছে এবং যে আইনপ্রভৃতির খোলাসা হইয়াছে ঐ খোলাসাতে মূল আইনইত্যাদির অঙ্কের জিকির আছে।

প্রত্যেক বালমে যে আইন ও আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর আছে তাহার নির্ঘণ্ট প্রত্যেক বালমের শেষ ভাগে দেওয়া গিয়াছে তাহাতে পাঠকগণ অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে এই গ্রন্থের মধ্যে কোন্২ আইনপ্রভৃতি দেওয়া গিয়াছে এবং তাহা গ্রন্থের কোন্২ স্থানে পাওয়া যায়।

পাট্টার হার ও পত্তনি তালুকের বিষয়ি এবং বাকী খাজানার নিমিত্ত ভূমি নীলামের এবং ক্রোক করণের এবং দলীলদস্তাবেজের ইষ্টাম্প এবং জবরদস্তী করিয়া বেদখল করণের বিষয়ি নানা বিধান যদ্যপি দেওয়ানী আইনের মধ্যে গণ্য নহে তথাপি তাহা না জানিলে মোকদ্দমা র নির্ব্বাহ সুন্দররূপে হইতে পারে না এই নিমিত্ত এই২ বিষয়ের সকল আইন আপেণ্ডিক্সের মধ্যে দেওয়া গিয়াছে।

এই দেওয়ানী আইনের সংগ্রহের মধ্যে যে সকল সংজ্ঞা আছে তাহার ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষার অভিধান দেওয়া গিয়াছে।

এই গ্রন্থ বর্ত্তমান মাসে প্রকাশ হইবেক। তাহার দুই বালমের মূল্য ২০৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। যাঁহারা আগামি মে মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থের মূল্য এবং আপনারদের ঠিকানা শ্রীযুত জান মার্শমন সাহেবের নিকটে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠান্ তাঁহারদের নিকটে ঐ গ্রন্থ বাঙ্গলা এবং উড়িষ্যা দেশে বিনাখরচে প্রেরণ করা যাইবেক। ১.মে তারিখের পর পাঠাওনের খরচ গ্রাহকেরদের লাগিবেক।

এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট নীচে দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম অধ্যায়।

দেওয়ানী আদালতের সংস্থাপন ও এলাকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আদালতের আমলা ও পণ্ডিত ও মৌলবী এবং উকীল ও পাপর এবং ইষ্টাম্প।

তৃতীয় অধ্যায়।

মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি।

চতুর্থ অধ্যায়।

সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মূল নিয়ম। সালিস। রেজিষ্টরী করণ।

ধারা।

১।—মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। কালেক্টর সাহেবের দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার।

২।— ঐ। জাবেতামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের আখ্যান দেওন।

৩।— ঐ। গ্রেপ্তারীর হুকুম।

৪।— ঐ। সরাসরী মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করিতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা।

৫।— ঐ। সরাসরী বিচার ও ফয়সলা।

৬।— ঐ। কালেক্টর সাহেবের ফয়সলা জারী করণ।

৭।— ঐ। সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্ত জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করণ।

৮।— ঐ। বাকীদার পাট্টাদার প্রজা ও তাহার মালজামিনের উপর অন্য জিলায় হুকুম জারী করণ।

৯।— ঐ। এক বিষয়ের মোকদ্দমা একি আদালতে সোপর্দ্দ করণ।

১০।— ঐ। বাকী রাজস্বের নিমিত্ত ভূমি ক্রোক করিতে জমীদারেরদের ক্ষমতা।

১১।— ঐ। পেটাও প্রজারদের পাট্টা রদ করিতে এবং তাহারদিগকে বেদখল করিতে জমীদারেরদের স্বত্ব।

১২।— ঐ। বাকী খাজানার নিমিত্তে খোদকস্তা রাইয়তেরদের পাট্টা বাতিল করিতে ভূম্যধিকারিরদের ক্ষমতা।

১৩।—ভূম্যধিকারিরদের ক্ষমতার বিষয়ি সাধারণ বিধি।

১৪।—ক্রোক করণের বিরুদ্ধে সরাসরী মোকদ্দমা।

১৫।—টাকা কি কাগজপত্র পাইবার বিষয়ে গোমাশ্তারদের নামে সরাসরী নালিশ।

১৬।—নীলের বাবৎ সরাসরী মোকদ্দমা। কোন প্রজা উৎপন্ন নীল আপন কবুলিয়তের অন্যমতে বিক্রয় না করিবার উপায়।

১৭।— ঐ। সরাসরী তজবীজ যেরূপে এবং যাঁহার দ্বারা করা যাইবেক তাহা।

১৮।— ঐ। মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে উৎপন্ন নীল কাটিয়া লইয়া যাওন।

১৯।— ঐ। ফসল লইয়া যাইবার নিবারণ করণের ক্ষমতা।

২০।— ঐ। সরাসরী কিংজাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা কবুলিয়তের লিখিত নিয়ম পূর্ণ না করণের প্রতিকার।

২১।— ঐ। ইষ্টাম্প।

২২।— ঐ। রাইয়ত যেরূপে আপনার কবুলিয়তের বন্ধনহইতে মুক্ত হইতে পারে তাহা।

২৩।—সরকারী কার্য্যকারকেরদের টাকা তসরুফ করণের সরাসরী তজবীজ।

২৪।—মুৎফরককা মোকদ্দমা। সম্পত্তি রক্ষা করিবার অনুপযুক্ততার বিষয়ে রিপোর্ট হইলে যেরূপে কার্য্য করা যাইবেক তাহা।

২৫।— ঐ। নাবালকেরদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করণ।

২৬।— ঐ। বিবাদি মহালের সরবরাহকার নিযুক্ত করণ।

২৭।—আইনের মূল নিয়ম। নানা সুবাতে সুদের হার।

২৮।— ঐ। সুদ ও ওয়াসিলাতের বিষয়ি সাধারণ বিধি।

২৯।— ঐ। যেং স্থলে আসল টাকাহইতে সুদ অধিক হয় তাহা।

ধারা।

৩০।—আইনের মূল নিয়ম। ডিক্রীর মধ্যে সুদ কি ওয়াসিলাৎ দেওনের হুকুম লিখন।

৩১।— ঐ। বন্ধক দেওন।

৩২।— ঐ। বয়বলওফা কি কটকোবালাক্রমে বিক্রয় হওয়া ভূমি।

৩৩।— ঐ। বয়বলওফার কটক্রমে ভূমি বিক্রয় হইলে বন্ধকদেওনিয়া খাতক আপনার বন্ধকদেওয়া ভূমি যেরূপে উদ্ধার করিতে পারে তাহা।

৩৪।— ঐ। বয়বলওফাক্রমে ভূমি বিক্রয় হইলে যে প্রকারে বন্ধকলওনিয়া মহাজন বিক্রয় সিদ্ধ করিয়া বন্ধকী ভূমির দখল পাইতে পারে তাহা।

৩৫।— ঐ। সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব।

৩৬।— ঐ। যে সম্পত্তির দাওয়া না হয় তাহার এবং মৃত ব্যক্তিরদের বিশেষতঃ মৃত ব্রিটনীয় প্রজারদের সম্পত্তি আদালতের জিম্মা করণের বিষয়।

৩৭।— ঐ। উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ি বিধান।

৩৮।— ঐ। উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ি স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির অন্যায়রূপে দখল নিবারণের আইন।

৩৯।— ঐ। উত্তরাধিকারিত্বের গতিকে পাওনা টাকার আদায় সুগম করণের নিমিত্ত এবং মৃত ব্যক্তিরদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরদিগকে যাহারা আপনং কর্জ্জা টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় তাহারদের বেঝুঁকী হওনের নিমিত্তে বিধি।

৪০।—উন্মাদ ব্যক্তিরা।

৪১।—পোঁতা ধন।

৪২।—আদালতের দ্বারা মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করণ।

৪৩।—ভূমির বিষয়ে সালিসী করণ। উভয় পক্ষের নির্দ্দিষ্ট করা সালিসকে মোকদ্দমা সমর্পণ করণ।

৪৪।—রেজিষ্টরী করণ। যে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিতে হইবেক তাহা।

৪৫।— ঐ। রেজিষ্টরী করণের নিয়ম।

৪৬।— ঐ। রেজিষ্টরী বহী দেখন ও তাহাহইতে কোন কথার নকল করণ।

৪৭।— ঐ। রিকার্ড করণের নিয়ম।

৪৮।— ঐ। দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণেতে যেরূপ বলবৎ হইবেক তাহা।

৪৯।— ঐ। ফীস অর্থাৎ রসুম।

৫০।— ঐ। নায়েব নিযুক্ত করণ।

৫১।— ঐ। রেজিষ্টরী বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করণ।

৫২।— ঐ। দেওয়ানী মোকামে রেজিষ্টরী দফতর স্থাপন করণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

আপীল।

১।—মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের ডিক্রীর উপর সরাসরী আপীল।

২।—৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমার প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর এবং সামান্যতঃ জিলার জজ সাহেবের ডিক্রীর উপর সরাসরী আপীল।

৩।—৫০০০৲ টাকার অনূর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমাতে মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের নিষ্পত্তির উপর জিলার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে জাবেতামত আপীল।

৪।—অচিহ্নিত বিচারকেরদের ডিক্রীর উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল করণের মিয়াদ।

ধারা।

৫।—রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিতে অথবা তাহা ছানী তজবীজের নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠাইতে জিলার জজ সাহেবের ক্ষমতা।

৬।—আপেলাণ্টকে তলব না করিয়া যে আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহার ইষ্টাম্প ও উকীলের রসুম ও খরচার বিষয়ি বিধি।

৭।—মুনসেফ ও সদর আমীনের ডিক্রীর উপর আপীল প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করণ।

৮।—জিলার আদালতের নিষ্পত্তির উপর এবং ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মুল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে জাবেতামত আপীল।

৯।—আপীলী মোকদ্দমার খরচার মালজামিন।

১০।—আপীলী মোকদ্দমার শুনন ও নিষ্পত্তিকরণ।

১১।—আপীল করণের সময়ে অচিহ্নিত বিচারকেরদের হুকুম জারী করণ কি স্থগিত রাখণ।

১২।—ভূমি বিষয়ক মোকদ্দমায় জিলার আদালতের নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে আপীল হইলে ঐ জিলার আদালতের হুকুম জারী কি স্থগিত রাখণ।

১৩।—আপীল করণের সময়ে বিবাদি ভূমিবিষয়ক নিয়ম।

১৪।—নগদ টাকা কিম্বা অন্য কোন অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ি মোকদ্দমার উপর সদর আদালতে আপীল উপস্থিত থাকনসময়ে জিলার আদালতের ডিক্রী জারী কি স্থগিত রাখণ।

১৫।—আপীল হওন সময়ে যে সম্পত্তি জামিনস্বরূপ দেওয়া গিয়াছে তাহার বিষয়ি এবং তাহার রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ি বিধান।

১৬।—জিলার আদালতের জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল।

১৭।—দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল। আপীল চালাওনের বিধান।

১৮।— ঐ। ইষ্টাম্প এবং উকীলের রসুম।

১৯।—যে মোকদ্দমা ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচার হওনের নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠান যায় তাহার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতসকলের যাহা কর্ত্তব্য তাহার নিয়ম।

২০।—জিলার জজ সাহেবের দ্বারা ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার।

২১।—জিলার আদালতের দ্বারা পুনর্ব্বিচার। ইষ্টাম্প।

২২।—প্রধান সদর আমীনের দ্বারা ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার।

২৩।—সালিসের ফয়সলার উপর আপীল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ডিক্রী জারী।

ধারা।

১।—জিলার আদালতের দ্বারা ডিক্রী জারী।

২।—আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ রাজস্বের কর্ম্মকারকের দ্বারা ভূমির নীলাম।

৩।—ডিক্রী জারীক্রমে দেওয়ানীর কার্য্যকারকেরদের দ্বারা বাটী কি ফলের বাগান কি বাগান অথবা ক্ষুদ্রং ভূমিখণ্ড নীল্যাম।

৪।—ভিন্ন এলাকায় সম্পত্তির নীলাম।

৫।—ডিক্রী জারীক্রমে যে ভূমি নীলাম হইবার ইশ্‌তিহার হয় তাহার উপর দাওয়া এবং তাহার নীলামের বিষয়ি ওজর।

৬।—ডিক্রী জারীক্রমে ভূমির যে নীলাম হয় তাহা অসিদ্ধ করণ।

৭।—ডিক্রী জারীক্রমে নীলামহওয়া ভূমির উৎপন্ন টাকা বণ্টন করণ।

ধারা।

৮।—ডিক্রী জারী করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করণের মিয়াদ।

৯।—ডিক্রী জারী করণেতে কালেক্টর সাহেবের ও অন্যং আদালতের সাহায্য।

১০।—ডিক্রীদারের কসুর।

১১।—নীলামের উৎপন্ন টাকা পাইতে ডিক্রীদারেরদের বিশেষং অধিকার।

১২।—ডিক্রী জারীক্রমে আমীনেরা যে সম্পত্তি নীলাম করেন্ তাহার মুল্য যে মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক তাহা।

১৩।—মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের দ্বারা ডিক্রী জারী করণ।

১৪।—ডিক্রী জারীক্রমে মুনসেফেরা যে টাকা পান্ তাহা রাখণ ও দেওন।

১৫।—জিলার আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কয়েদ করণ।

১৬।—মুনসেফ কি সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী জারীক্রমে আসামীকে কয়েদ করণ।

১৭।—দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদীরদের খোরাকী টাকা।

১৮।—কিস্তিবন্দীর দ্বারা ডিক্রীর টাকা শোধ করণ।

১৯।—যোত্রহীন খাতকদিগকে খালাস করণ।

২০।—৬৪৲ টাকার ন্যূন সংখ্যার ডিক্রীর নিমিত্ত কয়েদ করণের মিয়াদ।

২১।—নিমক পোক্তানের সম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের নামে ডিক্রী জারী করণ।

২২।—সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণ।

২৩।—জিলার আদালতের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী জারী হওন।

২৪।—মফঃসলে ছোট আদালতের ডিক্রী জারী করণ।

২৫।—কলিকাতার ছোট আদালতের দ্বারা চব্বিশপরগনার ডিক্রী জারী করণ।

সপ্তম অধ্যায়।

সদর দেওয়ানী আদালত।

ধারা।

১।—কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালত।

২।—সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের সাধারণ ক্ষমতা।

৩।—জজ সাহেবেরদের মতের অনৈক্য।

৪।—অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের দ্বারা তাহার বিচার।

৫।—সদর আদালতের দ্বারা অধস্থ আদালতের ডিক্রী বা হুকুম রদ করণ।

৬।—প্রথমতঃ উপস্থিত মোকদ্দমা কি দরখাস্ত সদর আদালতের দ্বারা জিলার আদালতে সোপর্দ্দ করণ।

৭।—সদর আদালতে সরাসরী আপীল এবং মুৎফরক্কা দরখাস্ত।

৮।—সদর আদালতে জাবেতামত আপীল। যেং মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য। সাধারণ বিধি।

৯।—সদর আদালতে সাক্ষী ও সাক্ষ্য।

১০।—সদর আদালতের হুকুমনামা ও পরওয়ানা।

১১।—অধস্থ আদালতের ত্রুটি ও সদর আদালতে হুকুমের বাধকতা করণ কিম্বা হুকুম না মানন।

১২।—সদর আদালতের ডিক্রী।

১৩।—সদর আদালতের ডিক্রী জারী করণ।

১৪।—সদর আদালতের ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার।

১৫।—সদর আদালতে খাস আপীল।

১৬।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল। মোকদ্দমার সংখ্যা। আপীলের মিয়াদ।

আপেণ্ডিক্স।

পাট্টার বিষয়ি বিধান।

পত্তনি তালুক।

বাকী রাজস্বের নিমিত্ত ভূমির নীলাম।

ক্রোক করণের বিষয়ি বিধান।

দলীলদস্তাবেজের ইষ্টাম্প।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, APRIL 4, 1843.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৪৩ সাল ৪ আপ্রিল।

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER NIZAMUT ADAWLUT.

No. 5.

To the Several Criminal Authorities of the Regulation and Extra-Regulation Districts in the Lower Provinces.

I am directed by the Court to forward to you, under instructions from Government, the accompanying copy of a letter (No. 45, of the 10th ultimo) from the Chemical Examiner, with a view to your adopting the suggestions of that officer in all practicable cases of the nature alluded to.

W. Kirkpatrick, *Deputy Register.*

Fort William, 10th February, 1843.

No. 45.

H. V. Bayley, Esq. Deputy Secretary to Government, General Department.

1. I have the honour to inform you, that in the execution of my duty of Chemical Examiner to Government, I have several times been put to much inconvenience by no report or detail of cases being forwarded with substances sent for examination and supposed to contain poisonous mttters when the quantity of material requiring to be analysed is small and no intimation or clue to its nature afforded by the symptoms it may have produced, some portion is necessarily expended in determining the class of poisonous agents to which it may belong, before any particular experiments can be undertaken with a view to establish its individual nature and composition, and in one or two cases the residue has been so minute as to prevent my being able to give a positive opinion on the subject. In all cases, it is a matter of interest and importance in a professional point of view to have a detail of every case of poisoning to illustrate the chemical examination, and afford such other evidence as may form a useful guide in future and doubtful cases of the same nature.

[*Government Gazette*, *4th April*, 1843.]

সদর নিজামৎ আদালতের সরকুলর অর্ডর।

৫ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের যে জিলাতে আইন চলন আছে এবং যে জিলাতে আইন চলন নাহি তথাকার শ্রীযুত ফৌজদারীর কার্য্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে কিমিয়বিষয়ক পরীক্ষক সাহেবের গত মাসের ১০ তারিখের ৪৫ নম্বরী পত্রের নকল তোমার নিকটে পাঠাইতেছি। শ্রীযুতের অভিপ্রায় এই যে ঐ সাহেব যে পরামর্শ দিয়াছেন সাধ্যপর্য্যন্ত সেই পরামর্শানুসারে কার্য্য কর।

ডবলিউ কর্কপাত্রিক। ডেপুটী রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম ১৮৪৩। ১০ ফেব্রুআরি।

৪৫ নম্বর।

গবর্ণমেণ্টের ডেপুটী সেক্রেটারী শ্রীযুত এচ বি বেলি সাহেব বরাবরেষু।

আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি যে যে বস্তু বিষযুক্ত কথিত হইয়া পরীক্ষার নিমিত্ত পাঠান যায় তাহা খাওয়ানের কোন বৃত্তান্ত তাহার সঙ্গে না পাঠাইবাতে সরকারের কিমিয় পরীক্ষকের কার্য্য নির্ব্বাহ করণেতে আমার বারবার অনেক ক্লেশ হইয়াছে যেহেতুক পরীক্ষা হওনের নিমিত্ত যে বিষ পাঠান যায় তাহা কখন২ অত্যল্প হয় এবং ঐ দ্রব্যেতে যে ফল জন্মিয়াছিল তাহা জ্ঞাত না করাতে ঐ দ্রব্যের ভাব অনুভব হয় না। ঐ বিষের বিশেষ ভাব ও তাহা শোধনের প্রকার নির্ণয় করণার্থ বিশেষ পরীক্ষা করণের পূর্ব্বে তাহার জাতি নিশ্চয় করণেতে কিছু২ বিষ লোপ হয় এবং কখন২ এই পরীক্ষা করণের পর অবশিষ্ট যে বিষ থাকে তাহা এমত অল্প যে তদ্বিষয়ে আমি কিছু নিশ্চয় বিবেচনা করিতে পারি না। এবং সকল গতিকে ঐ বিষ খাওয়ানের সমস্ত বৃত্তান্ত জানা অত্যাবশ্যক যেহেতুক তাহাতে ঐ কিমিয় পরীক্ষার সুগম হয় এবং যাহাতে উত্তর কালে কোন সন্দিগ্ধ বিষয় উপস্থিত হইলে পরীক্ষার পথ দেখা যায় এমত অন্যান্য প্রমাণও পাওয়া যায়।

2. I have the honour therefore to request that all Judges and Magistrates who may have cases requiring chemical examination be directed to furnish every detail, that can be obtained both from the Civil Surgeon and those persons who may depose to the facts of a case for the information and guidance of the Chemical Examiner. By this means much valuable information may be obtained, which may ultimately lead to a knowledge of the poisonous vegetable substances employed by natives for criminal purposes, very few of which can at present be detected by chemical analysis.

F. J. Mouat, M. D.
Chemical Examiner to Govt.

Medical College, 10th January, 1843.

২। অতএব যে সকল জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের নিকটে এমত মোকদ্দমা থাকে যে তাহাতে কিমিয় পরীক্ষা করণের আবশ্যক হয় সেই জজ এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে হুকুম দেওয়া উচিত যে দেওয়ানী মোকামের চিকিৎসক সাহেব এবং অন্যান্য যে কোন ব্যক্তি সেই মোকদ্দমার জোবানবন্দী দেয় তাহারদের স্থানে কিমিয় পরীক্ষক সাহেবের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত সেই বিষয়ের সকল বৃত্তান্ত লন্। ইহা হইলে অনেক অতিপ্রয়োজনীয় সম্বাদ পাওয়া যাইতে পারে এবং এদেশীয় লোকেরা কিমিয় কার্য্যে যে বৃক্ষ জাতীয় বিষের ব্যবহার করে তাহা তদ্দ্বারা অবগত হওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে কিমিয় পরীক্ষার দ্বারা ঐ প্রকার বিষ নির্ণয় করা অতিদুঃসাধ্য।

এফ জে মৌয়াট।
গবর্ণমেন্টের কিমিয় পরীক্ষক।

মেডিকাল কালেজ। ১৮৪৩। ১০ জানুআরি।

John C. Marshman, *Bengalee Translator.*

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

No. 4.

To the Civil Judges in the Lower Provinces.

With a few exceptions, the preparation of the Explanations, regarding Regular Suits and Miscellaneous Cases pending beyond a year which were prescribed by the Circular Order, No. 151, of the 15th January 1841, and alluded to in the Circular Order of the 25th November 1842, has been left by the Judges to their Clerks, thereby involving on the Court not only the necessity of calling for further explanations but much trouble in revising them without any corresponding advantage. The Court have therefore resolved to dispense in future, with the above-mentioned Returns, and to require, in lieu thereof, that explanations of the causes of delay be furnished only in the annual Statements, Nos. 1 and 2. The passages quoted in the Margin* from

Statement No. 1.

* An explanation is also to be given in the same column of the causes of delay in disposing of any cases which may have been pending at the close of the month or year to which the Statement may relate, for a longer period than a twelvemonth. Circular Order, Vol. III. page 38.

Statement No. 2.

In the column of remarks an explanation will be furnished of the cause of delay in disposing of any cases which may have been depending for a longer period than a year; this need not however be repeated in the annual statement as the statement for the month of December will contain the necessary information on the point; and it will be sufficient in the annual statement to specify under the head of remarks the years in which the total number of pending cases were filed or instituted as in the Margin.† Circular Order, Vol. III. page 43.

† Execution of Decrees,

4	of 1836.
3	of 1837.
8	of 1838.
15	

সদর দেওয়ানী আদালতের সরকুলর অর্ডর।

৪ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের শ্রীযুত দেওয়ানীর জজ সাহেব বরাবরেষু।

এক বৎসরের অধিক কালের মুলতবী থাকা জাবেতামত কি মুৎফরক্কা মোকদ্দমার যে সুস্পষ্ট বৃত্তান্ত তৈয়ার করিতে ১৮৪১ সালের ১৫ জানুআরি তারিখে হুকুম হইয়াছিল এবং ১৮৪২ সালের ২৫ নবেম্বর তারিখের সরকুলর অর্ডরে পুনর্ব্বার উল্লেখ হইল প্রায় প্রত্যেক গতিকে তাহা প্রস্তুত করণের ভার জজ সাহেবেরা আপনারদের মুহুরীরের উপর ফেলিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে আরো স্পষ্ট বৃত্তান্ত তলব করণের সদর আদালতের আবশ্যক হইয়াছে এবং তাহার তজবীজ করণেতে অনেক ক্লেশ হইয়াছে কিন্তু তাহাতে তাদৃশ উপকার হয় নাই। অতএব সদর আদালত উত্তর কালে সেই সকল কৈফিয়ৎ পাঠান মৌকুফ করিয়া হুকুম করিতেছেন যে তাহার পরিবর্ত্তে বিলম্বের কালের স্পষ্ট বৃত্তান্ত কেবল ১ ও ২ নম্বরী বার্ষিক কৈফিয়তের মধ্যে লেখা যায়। এই*

১ নম্বরী কৈফিয়ৎ।

*যে মাসের বা বৎসরের কৈফিয়ৎ সেই মাস অথবা বৎসরের শেষের বারো মাসের অধিক কালের যে মোকদ্দমা মুলতবী থাকে তাহা নিষ্পত্তি করণের বিলম্বের কারণের স্পষ্ট বৃত্তান্ত সেই ঘরে লিখিতে হইবেক। সদর আদালতের সরকুলর অর্ডরের তৃতীয় বালমের ৩৮ পৃষ্ঠা।

২ নম্বরী কৈফিয়ৎ।

এক বৎসরের অধিক কাল যে মোকদ্দমা মুলতবী আছে তাহার নিষ্পত্তি করণের বিলম্বের কারণ মন্তব্য কথার ঘরের মধ্যে লিখিতে হইবেক। কিন্তু বার্ষিক কৈফিয়তের মধ্যে তাহা পুনর্ব্বার লিখিবার আবশ্যক নাই যেহেতুক ডিসেম্বর মাসের কৈফিয়তের মধ্যে সেই বিষয়ের সকল বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবেক। এবং বার্ষিক কৈফিয়তের মধ্যে মন্তব্য কথার ঘরে মুলতবীথাকা জুমলা মোকদ্দমা যে২ বৎসরেতে উপস্থিত হইয়াছিল তাহা নীচের লিখিতমতে লিখিলে হইবেক।† সরকুলর অর্ডরের তৃতীয় বালমের ৪৩ পৃষ্ঠা।

† ডিক্রী জারী।

১৮৩৬ সালের	৪
১৮৩৭ "	৩
১৮৩৮ "	৮
	১৫

the Circular Order, No. 28, 7th December 1838, are therefore to be considered as superseded.

2. As the rule now established will afford some relief to the Judges the Court will expect them to bestow the most careful attention on the preparation of the annual explanations of regular and miscellaneous cases, and to give due attention to the early disposal of all suits pending in their own Courts and those of the subordinate Judges.

W. KIRKPATRICK, *Deputy Register.*

Fort William, 24th February, 1843.

প্রযুক্ত নিম্নের লিখিত ১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখের ২৮ নম্বরী সরকুলর অর্ডরের কথা রদ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক।

২। যে নূতন নিয়ম এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট হইল তাহাতে জজ সাহেবেরদের পরিশ্রমের লাঘব হইবেক অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে জাবেতামত এবং মুৎফরক্কা মোকদ্দমার বার্ষিক স্পষ্ট বৃত্তান্ত প্রস্তুত করণের বিষয়ে তাঁহারা অত্যন্ত মনোযোগী হন এবং আপনারদের ও আপনং অধীন আদালতের মুলতবী থাকা মোকদ্দমার অতিশীঘ্র নিষ্পত্তি করণের চেষ্টা তাঁহারা করেন।

ডবলিউ কর্কপাত্রিক। ডেপুটী রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৩। ২৪ ফেব্রুআরি।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

CIVIL APPOINTMENTS.

No. 570.
FORT WILLIAM,
GENERAL DEPARTMENT,
The 27th March, 1843.

Mr. Frederick Stainforth, of the Civil Service, reported his return from England on board the Steamer "Hindoostan," which Vessel reached Kedgeree on the 23d instant.

H. V. BAYLEY,
Depy. Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 571.
FORT WILLIAM,
GENERAL DEPARTMENT,
The 28th March, 1843.

The Honourable the Deputy Governor of Bengal has been pleased to appoint Mr. J. F. Hyde to be Superintendent of Stationery, from the 1st April 1843, vice Mr. H. A. Aubert (resigned.)

H. V. BAYLEY,
Depy. Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 14.
FORT WILLIAM,
GENERAL DEPARTMENT,
The 22d March, 1843.
EDUCATION.

Mr. F. Skipwith is appointed a Member of the Local Committee of Education at Comillah.

H. V. BAYLEY,
Depy. Secy. to the Govt. of India.

No. 259.
FORT WILLIAM,
GENERAL DEPARTMENT,
The 27th March, 1843.

The Honourable the President in Council has been pleased to re-attach Mr. Frederick Stainforth, of the Civil Service, to the Bengal Division of the Presidency of Fort William.

H. V. BAYLEY,
Depy. Secy. to the Govt. of India.

No. 572.
FORT WILLIAM,
SEPARATE DEPARTMENT,
The 29th March, 1843.

Mr. T. Bruce received charge of the Office of

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৫৭০ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
জেনরল ডিপার্টমেণ্ট।
১৮৪৩ সাল ২৭ মার্চ।

সিবিলসম্পর্কীয় শ্রীযুত ফ্রেদ্রিক ষ্টেনফোর্থ সাহেব "হিন্দুস্থান" নামক বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা ইঙ্গলণ্ডহইতে আপনার প্রত্যাগমনের রিপোর্ট করিয়াছেন। ঐ জাহাজ বর্ত্তমান মাসের ২৩ তারিখে খাজুরীতে পঁহুছে।

এচ বি বেলি।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের ডেপুটী সেক্রেটারী।

৫৭১ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
জেনরল ডিপার্টমেণ্ট।
১৮৪৩ সাল ২৮ মার্চ।

শ্রীযুত এচ এ অবর্ট সাহেব আপনার কর্ম্মে ইশ্তাফা দেওয়াতে তাঁহার পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেব ১৮৪৩ সালের ১ আপ্রিল তারিখঅবধি শ্রীযুত জে এফ হাইড সাহেবকে কাগজইত্যাদির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন।

এচ বি বেলি।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের ডেপুটী সেক্রেটারী।

১৪ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
জেনেরল ডিপার্টমেণ্ট।
১৮৪৩ সাল ২২ মার্চ।
বিদ্যাধ্যাপন।

শ্রীযুত এফ স্কিপউইথ সাহেব কমিল্লাতে বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বরী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

এচ বি বেলি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ডেপুটী সেক্রেটারী।

২৫৯ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
জেনরল ডিপার্টমেণ্ট।
১৮৪৩ সাল ২৭ মার্চ।

শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত ফ্রেদ্রিক ষ্টেনফোর্থ সাহেবকে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গলা দেশে নিযুক্ত করিয়াছেন।

এচ বি বেলি।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের ডেপুটী সেক্রেটারী।

৫৭২ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
স্বতন্ত্র ডিপার্টমেণ্ট।
১৮৪৩ সাল ২৯ মার্চ।

শ্রীযুত টি ব্রুস সাহেব বর্ত্তমান মাসের ২১ তারিখে

Salt Agent at Pooree, from Mr. R. N. Shore, on the 21st instant.

T. R. Davidson,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 426.
FORT WILLIAM,
FINANCIAL DEPARTMENT,
The 29th March, 1843.

The Honourable the President in Council directs the publication of the following Notification by the Right Honourable the Governor General : .

No. 65 of 1843.

NOTIFICATION.

The Right Honourable the Governor General of India has been pleased to nominate

J. A. Dorin, Esquire, Secretary to the Government of India, Financial Department, as a Member of the Corresponding Finance Committee at the Presidency, and R. N. C. Hamilton, Esquire, Secretary to Government North Western Provinces, as a Member of the Finance Committee at Head Quarters.

(Signed) C. G. Mansel,
Offg. Secy. to Govt. of India,
with the Governor General.

By order of the Honourable the President in Council,

J. A. Dorin,
Secy. to the Govt. of India.

No. 168.
FINANCIAL DEPARTMENT,
The 30th March, 1843.

Mr. G. Adams, Assistant to the Sub-Treasurer is permitted to be absent from his duties for a period of 10 days, for the recovery of his health.

J. A. Dorin,
Secy. to the Govt. of India.

No. 457.

ORDERS BY THE HONOURABLE THE DEPUTY GOVERNOR OF BENGAL.

JUDICIAL AND REVENUE DEPARTMENT.

APPOINTMENTS.

The 6th March, 1843.

Mr. G. Plowden to officiate as Secretary to the Sudder Board of Revenue, until further orders making over charge of the Magistracy and Collectorship of Sylhet to Mr. C. T. Sealy.

The 13th March, 1843.

Mr. A. S. Annand to officiate as Magistrate and Collector of Sylhet, until further orders.

The 30th March, 1843.

Baboo Lokenath Bose, Sudder Ameen of the 24-Pergunnahs, for two months, under Medical Certificate.

APPOINTMENTS.

Mr. J. N. Thoomas, Monsiff of Singhea, in Jessore, to officiate as Sudder Ameen of the 24 Pergunnahs, during the absence of Baboo Lokenath Bose, or until further orders.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৪৩। ৪ আপ্রিল।]

শ্রীযুত আর এন শোর সাহেবের স্থানহইতে পুরীর সাল্ট এজেন্ট কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

টি আর ডেবিডসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

---

৪২৬ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেন্ট।
১৮৪৩ সাল ২৯ মার্চ।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের পশ্চাৎ লিখিত বিজ্ঞাপন শ্রীযুতপ্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে প্রকাশ করিতেছেন।

১৮৪৩ সাল। ৬৫ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কীয় ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী শ্রীযুত জে এ ডোরিন সাহেব কলিকাতা রাজধানীর ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেন্টের মেম্বর হইয়াছেন। উত্তর পশ্চিম দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী শ্রীযুত আর এন সি হামেল্টন সাহেব শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সমভিব্যাহারি ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী হইয়াছেন।

সি জি মানসেল।
শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সমভিব্যাহারি
ভারতবরর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত প্রসীডেন্ট সাহেব বাহাদুরের হুকুমক্রমে।

জে এ ডোরিন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী

---

১৬৮ নম্বর।
ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেন্ট।
১৮৪৩ সাল ৩০ মার্চ।

সবট্রেজরর সাহেবের আসিষ্টান্ট শ্রীযুত জি আডমস সাহেব স্বাস্থ্য হওনার্থ স্থানান্তর গমনের নিমিত্ত দশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

জে এ ডোরিন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

---

৪৫৭ নম্বর।
বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুম।
জুডিসিয়ল ও রেবিনিউ ডিপার্টমেন্ট।
নিয়োগ।
১৮৪৩ সাল ৬ মার্চ।

অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত শ্রীযুত জি পেল্লাডন সাহেব সদর বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটারী হইবেন এবং তিনি ছিলটের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত সি টি সীলি সাহেবের প্রতি অর্পণ করিবেন।

১৮৪৩ সাল ১৩ মার্চ।

শ্রীযুত এ এস আনাণ্ড সাহেব অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত ছিলটের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১৮৪৩ সাল ৩০ মার্চ।

চব্বিশপরগনার সদর আমীন শ্রীযুত বাবু লোকনাথ বসু চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

নিয়োগ।

যশোহরের সিঙ্গিয়ার মুনসেফ শ্রীযুত জে এন তামস সাহেব বাবু লোকনাথ বসুর অবর্ত্তমানে কি অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত চব্বিশপরগনার সদর আমীন হইবেন।

Mr. J. E. S. Lillie, Assistant to the Magistrate and the Collector of Tirhoot, to exercise the special powers described in Section XXI. Regulation VIII. of 1831.

The 27th March, 1843.

Mr. T. Bruce to be Magistrate and Collector of Pooree, (Southern Division Cuttack,) to take effect from the 13th instant, the date of Mr. H. C. Hamilton's departure for Europe.

Assistant Surgeon H. H. Bowling to be Register of Deeds under Act XXX. of 1838, in Shahabad.

LEAVES OF ABSENCE.

Mr. W. H. Martin, Sessions Judge for the trial of Thugs, for two months, under Section XI. of the Rules of 29th January 1840, on Medical Certificate, making over charge of his Office to the Civil and Sessions Judge of Moorshedabad.

Mr. O. W. Malet, Special Deputy Collector in Cuttack for one month, from the 1st proximo, in extension of the leave granted to him on the 21st ultimo.

Baboo Byjenath Sein, Principal Sudder Ameen of Jessore, for one month, under Medical Certificate, in extension of the leave granted to him on the 21st ultimo.

NOTIFICATIONS.

Captain S. R. Tickell assumed charge of the Office of Junior Assistant Agent to the Governor General, Colehan Singbhoom, South Western Frontier, from Captain Armstrong, on the 11th instant.

Mr. W. J. Allen, Officiating Collector of Dacca, resumed charge of the Treasury of that Collectorate, from Mr. B. H. Cooper, on the 15th instant.

F. J. HALLIDAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

ত্রিহুতের মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিস্টান্ট শ্রীযুত জে ই এস লিলি সাহেব ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ২১ ধারার লিখিত বিশেষ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন। ১৮৪৩ সাল ২৭ মার্চ।

কটকের দক্ষিণ অংশ অর্থাৎ পুরীর মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত টি ব্রুস সাহেবের নিয়োগ বর্ত্তমান মাসের ১৩ তারিখঅবধি অর্থাৎ যে তারিখে শ্রীযুত এচ সি হামিল্টন সাহেব ইঙ্গলণ্ডে গমন করিলেন সেই তারিখঅবধি চলিবেক।

১৮৩৮ সালের ৩০ আইনানুসারে আসিস্টান্ট চিকিৎসক শ্রীযুত এচ এচ বৌলিং সাহেব শাহাবাদের দলীল দস্তাবেজের রেজিষ্টর হইবেন।

ছুটী।

ঠগেরদের বিচারের নিমিত্ত সেশন জজ শ্রীযুত ডবলিউ এচ মার্টিন সাহেব ১৮৪০ সালের ২৯ জানুআরি তারিখের বিধির ১১ ধারানুসারে চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন। তিনি আপনার কর্ম্মের ভার মুরশিদাবাদের সিবিল ও সেশন জজ সাহেবের প্রতি অর্পণ করিবেন।

কটকের স্পেসিয়ল ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ও ডবলিউ মালেট সাহেব গত মাসের ২১ তারিখে যে ছুটী পাইয়াছেন তদতিরিক্ত বর্ত্তমান মাসের ১ তারিখঅবধি এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

যশোহরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ সেন গত মাসের ২১ তারিখে যে ছুটী পাইয়াছেন তদতিরিক্ত চিকিৎসকের সর্টিফিকটপ্রযুক্ত এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

উত্তর দক্ষিণ অঞ্চলের কোলহান সিংহভূমেতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের দ্বিতীয় আসিস্টান্ট এজেন্টী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত কাপ্তান এস আর টিকল সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১১ তারিখে শ্রীযুত কাপ্তান আর্মষ্ট্রং সাহেবের স্থানে পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন্।

ঢাকার একটিং কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ জে আলন সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৫ তারিখে শ্রীযুত বি এচ কুপর সাহেবের স্থানহইতে ঐ কালেক্টরীর খাজানাখানার ভার পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন।

এফ জে হালিডে।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS. গবর্ণমেণ্টের ইশতিহার।

SALT. নিমক।

এস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত পাঙ্গা নেমক পশ্চাদুক্ত নিরিখ দরে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে খরিদারানের উচিত যে ঐ নেমকের রকম মোং সালিখার সরকারী গোলায় নমুনা দৃষ্টে খাতিরজমামত বুঝিয়া খরিদ করেন্ আর যে ব্যক্তি মোকাম মজকুরে প্রথমে রওয়ানা দাখিল করিবেক সেই ব্যক্তি পহিলা ওজন পাইবার যোগ্য হইবেক।

নেমকের বেওরা।

এজেন্সী অর্থাৎ জেলার নাম	ঘাটের নাম	কোন্ সনের পোক্তান	মওয়াজি নেমক	নিরিখদর ফি ১০০/ মোন
টিলকা পাঙ্গা	সালিখা	১২৪৭ সাল	মোন ১২০০০/	কোং ৪৫৪৲ টাকা

বোর্ড পরমিট নিমক ও আফিম। তাং ২৯ মার্চ সন ১৮৪৩ সাল। এচ টরেন্স। সেক্রেটারী।

এস্তেহার দেওয়া যাইতেছে যে জেলা হিজলী মোতালকে ঘাট রামনগরে সন ১২৪৮ সালের যে নেমক মৌজুদ আছে তাহা অদ্যকার তারিখঅবধি ঐ মোকামহইতে যে সকল রওয়ানা ব্যাপারিয়ান কেবল মেদিনীপুরের দিগে সেই অঞ্চলের অন্তঃপাতি মোকাম হায়ে খুস্কীপথে বলদান ও সকটের দ্বারা লইয়া যাইবেক তাহারদিগকে ফিশত মোন ৪০৯ টাকা দরে বিক্রী করা যাইবেক ইতি।

বিমৌজিব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড পরমিট নেমক ও আফিম সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ২৪ মার্চ মতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৪৯ সাল তারিখ ১২ চৈত্র।

[*Government Gazette, 4th April,* 1843.]

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা বর্দ্ধমান মোকাম বাকুণ্ডা।

সন ১৮৪১ সালের ১২ আইনের মর্ম্মানুসারে নীচের লিখিত মহালাতের বাঙ্গলা সন ১২৪৯ সালের লাগাদ ফাল্গুণ মাসের কীস্তির বাকী মালগুজারী টাকা আদায় কারণ প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীযুত সাহেবান সদর বোর্ডের সন ১৮৪১ সালের ৬ অক্টোবরের সরকুলর চিঠীর আজ্ঞা প্রমাণ সন ১৮৪৩ সাল ২৯ মার্চ মোতাবেক সন ১২৪৯ সালের ১৭ চৈত্র বুধবারে দিবা দুই প্রহরের পর জেলা বর্দ্ধমান মোকাম বাকুণ্ডার কালেক্টরী কাছারীতে প্রকাশরূপে নম্বরওয়ারী শ্রেণীমত নীলামে বিক্রয় হইবেক নীলামের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সরকারী বাকী দাখিল হইবেক তৎপর নীলামের নিরূপিত দিবসে কোন ক্রমে বাকী টাকা দাখিল হইবেক না যে কেহ ইস্তাহারী মহালাত খরিদ করিবার বাসনা রাখহ নির্দ্ধারিত দিবসে জেলা বর্দ্ধমান মোং বাকুণ্ডার কালেক্টরী কাছারীতে হাজির হইয়া খরিদ করিবা নীলাম শেষ হইলে পর মূল্যের টাকার চতুর্থাংশ অর্থাৎ সিকি টাকা নগদ কি বাঙ্গাল বেঙ্ক নোট অথবা ঐ ব্যাঙ্কের পোষ্ট বিল কিম্বা দাঁড়ামত দস্তখৎকরা কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়নাস্বরূপ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক খরিদারকে নীলামের দিবসাবধি ত্রিংশৎ অর্থাৎ ত্রিশ দিবসের মধ্যে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অবশিষ্ট মূল্যের টাকা দিতে হইবেক ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ১ মার্চ মোতাবেক সন ১২৪৯ সাল তারিখ।

নম্বর লাট	নাম পরগনা ও মৌজা	নাম জমিদার অর্থাৎ মালিকের	সালিয়ানা জমা কোম্পানি	তায়দাদ যাহা বিক্রী হইবেক	বাকী লাগাদ মার্চ সন ১৮৪৩। মং সন ১২৪৯ লাং ফাল্গুণ
২ নং	বারহাজারী	মহারাজাধিরাজ রাজা মহতাবচন্দ্র বাহাদুর	১১৬০১২॥/০	মুছলম জমিদারী	১৮৮৯৬৸/২
৩ নং	করিশুণ্ডা	ঐ	২০৪৬৬।৵২	ঐ	২৮৮৬৵০
৫ নং	কুচ্যাকোল	৺ নিমাই সিংহ	৮২৮৪।৶৯	ঐ	২৬৪৭৵৫
৬ নং	পচাল	রঘুনাথ মিশ্রী	৪০৮॥/৯	ঐ	১৩১৻৯
৭ নং	জামতড়া	৺ হরিপ্রসাদ পাঠক	৬৩৪১৸৶২	ঐ	১১৫৬॥৶৫
৯ নং	পং সাহারজোড়া	রাজা শঙ্করনারায়ণ দীগর	৩১১০৻৫	ঐ	১০০১।৶১
১০ নং	কিসমত সাহারজোড়া	রাজা শঙ্করনারায়ণ ও নিসেনন্দ ও বাসুদেব ও মদনমোহন সিংহ	১৫৫৬॥৵৩	ঐ	৩১৮৵৩
১১ নং	বারাসত ॥ মৌজা	৺ জয়গোপাল মিশ্রী দিগরের মাতা শ্রীমত্যা তারামণি দাস্যা	২৯৮।৵৪	ঐ	৮৩৸৵৯
১২ নং	চাতরা কৃষ্ণনগর	কৈসোদাস মহান্ত	৯৬৮।৮	ঐ	১৯৯৸৶৫
১৩ নং	লহনা	অযোধ্যানাথ হাজরা ও রামধর্ম্ম হাজরা ও লোকনাথ হাজরা দীং	৫৫॥৵৪	ঐ	১৮॥৵৪

বাজেয়াপ্তী মহাল মোকামী বন্দোবস্ত চিরকালের জন্য।

নম্বর লাট	নাম পরগনা ও মৌজা	নাম জমিদার অর্থাৎ মালিকের	সালিয়ানা জমা কোম্পানি	তায়দাদ যাহা বিক্রী হইবেক	বাকী লাগাদ
১৫ নং	জেমুয়া	জোনাব আলী	১৩৫৸/	মুছলম মৌজা	২৮।৶
১৬ নং	মুড়রা	রাধাকান্ত মহাপাত্র ও গদাধর মহাপাত্র	১৬৭৶৪	ঐ	৩১॥৵৪
১৭ নং	পাত্রহাটী তরফ গাঙ্গড়ী	গঙ্গানারায়ণ গোস্বামিদিগর	২৩৭।৶৯	ঐ	৪৬৵৯
১৮ নং	বাকী	রাজা গোপালসিংহ	৫৯৻৩	ঐ	১৪৶৩
২০ নং	শুরমানগর	রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী	৬৫।৶১১	ঐ	১২॥১১
২১ নং	তেঁতুলঠিঠা	কুড়ারাম শান্তিকারী	৩৬/১	ঐ	১৮৲
২২ নং	রাধাবল্লভপুর	ভবানন্দ ঠাকুর	১৫৯॥৶৬	ঐ	৬৫৲

বাজেয়াপ্তী ইজারা মহালাত অর্থাৎ সন করারী মেয়াদি বন্দোবস্ত।

নম্বর লাট	নাম পরগনা ও মৌজা	নাম জমিদার অর্থাৎ মালিকের	সালিয়ানা জমা কোম্পানি	তায়দাদ যাহা বিক্রী হইবেক	বাকী লাগাদ
২৩ নং	চাতরা কৃষ্ণনগরের জঙ্গলের আবাদী	কৈসোদাস মহান্ত	৬০৲	ইজারা হকিয়ত	২০৲
২৫ নং	গাঙ্গতোড়	রাজা জয়সিংহ	২৩৸৵৯	ঐ	১১৸৵৯
২৬ নং	বেড়ুড়	মির আওলাদ আলী	২০৶০	ঐ	১০৶০
২৭ নং	জমুনাবাঁধ আগাল	নীলামের খরিদার গুরুদাস হাজরা	১৬৬৶৭	ঐ	৩১৶৭
২৮ নং	খোর্দ্দ মাড়ুডিহা	রাজা জয়সিংহ	১৯৩৫৵৬	ঐ	৫৪৪/২
২৯ নং	জামসলা	মিরমেহের আলী	১৮২৵	ঐ	৪০৲
৩০ নং	জুনসরা	বাবু বীরসিংহ দেও	রসদী জমা ১৮২৮৸/১১	ঐ	৩৪২৵৯
৩২ নং	রাধারমণপুর	চন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	রসদী ৩০৫॥৶৩	ঐ	৫৬।৵৩
৩৫ নং	কুঠী পাত্রসাএর	অযোধ্যানাথ হাজরা ও লোকনাথ হাজরা দীগর	৮০৲	ঐ	২২।/১

1st *March*, 1843. F. A. E. DALRYMPLE, *Offg. Deputy Collector.*

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৪৩। ৪ আপ্রিল।]

NOTICE from the Deputy Collectorate of Zillah 24-Pergunnahs, Roy Oomakant Sen Bahadoor, Deputy Collector, March 8th, 1843, corresponding with 26th Falgoon 1249. B. E. concerning the settlement of Resumed lands, Nos. 13, 15, 16, in Turuff Tittyghur, Purgunnah Calcutta.

Whereas upon the Mehals aforesaid containing 409 biggahs, 12 cottahs, and 4 chittacks of land, a rent of Sa. Rs. 487-8 as. 13½ gundas, or Co's. Rs. 520, 9 pie has been fixed upon a Ryutwaree settlement in the year 1836; and whereas a proclamation has repeatedly been issued ordering the former owner of those Mehals or his heirs to appear in Court, to fix the rent; but those Lakherajdars are always upon some pretence absent when the Deputy Collector is on his tour for making the settlement of the lands; and whereas on account of their absence, and the want of investigation, a report of a settlement with another individual was forwarded to the Superior Authority, they sent in a number of objections to the Office of the Revenue Commissioner, and did not permit a settlement to be made;—It is therefore notified, in order to prevent such contrivances in future, that if the real Lakherajdar, or his heirs, do not appear either in person or through their agents within the period of one month at this Court, and do not, according to custom, consent to a final settlement of the resumed land, and bring with them the writings in virtue of which they hold the lands, attested by themselves; after the above period, the settlement made with another individual shall be deemed final; and no objections will after that period be heard.

ইস্তাহারনামা কাছারি ডেপুটী কালেক্টরী জেলা চব্বিশপরগনা বৈঠকে শ্রীযুত রায় উমাকান্ত সেন বাহাদুর ডেপুটী কালেক্টর সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ৮ মার্চ মোতাবেক সন ১২৪৯ সাল তাং ২৬ ফাল্গুণ।

১৩। ১৫। ১৬ নং কলিকাতা পরগনার অন্তঃপাতি তরফ টিটা গড়িয়ার বাজেয়াপ্তি ভূমির দাএম বন্দোবস্ত বিষয়।

যেহেতুক উপরের লিখিত মহালাত বাবদী ৪০৯॥২। জমির খাজানা মং ৪৮৭॥১৩॥ সিক্কা কাত মং ৫২০৻৯ পাই কোম্পানি টাকা জমা সন ১৮৩৬ সালে প্রজাওয়ারি জমাবন্দী সুত্রে অবধারিত হইয়াছে পরে উক্ত মহালের সাবেক মালিক ও তাহারদিগের উত্তরাধিকারিগণ হাজির হইয়া বন্দোবস্ত করণার্থে বারম্বার ঘোষণাপত্র জারি করা গিয়াছে তাহাতে লাখেরাজদারাণ চতুরতাপূর্ব্বক যৎকালে দাএমি বন্দোবস্তের তদারক দাএর হয় তৎকালে তাহারা হাজির থাকে না পরিশেষ যে সময় লাখেরাজদারাণের বেতদারকি ও গরহাজিরি সববে অপর গ্রাহক সহিত বন্দোবস্ত সমাপনের রিপোর্ট উর্দ্ধ মহকুমায় প্রেরণ করা যায় সেই কালে তাহারা রেবিনিউ কমিস্যনরি মহকুমায় বিবিধ সেকাএত দরপেষ করত বন্দোবস্তের বাধকতা ঘটনা করে সুতরাং এমত স্থলে আগমস্য লাখেরাজদারাণের শঠতা ভঞ্জনের আবশ্যকতায় ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে উল্লিখিত মহালের আসল লাখেরাজদারাণ ও তস্য উত্তরাধিকারিগণ স্বয়ং কিম্বা মোক্তার দ্বারায় মেয়াদ এক মাস মধ্যে অত্র মহকুমায় হাজির আসিয়া রীতিপূর্ব্বক বাজেয়াপ্তী ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্বীকার করত ডৌল ইত্যাদি দস্তখৎ ও দাখিল করে নচেৎ মেয়াদ গতে বাজেয়াপ্তী জমির বন্দোবস্ত অপর লোক সহিত আমলে আসিবেক পশ্চাৎ কাহারো কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

ইস্তেহারনামা কাছারী ডেপুটী কালেক্টরী জেলা ২৪ পরগনা বৈঠকে শ্রীযুত রায় উমাকান্ত সেন বাহাদুর ডেপুটী কালেক্টর।

NOTICE from the Deputy Collectorate of Zillah 24-Pergunnahs, Roy Oomakant Sen Bahadoor, Deputy Collector, regarding the measurement and settlement of the Resumed Mehal, a Chur near Howrah in Pergunnah Boro, according to the Rules of 11th August, 1840.

Whereas, the Settlement of the said Mehal under Reg. VII. of 1822 and Reg. IX. of 1825, will commence on the 1st April 1843; notice is therefore given to the public that all persons holding Lakheraj lands, or lands upon a Mocurrery lease or on a hereditary or temporary tenure, or as Theeka, or Corpha, or Ryutee lands, &c. are required within the period of one month, to appear in person or through their agents at the Cutcherry at Howrah, and to bring with them all documents and evidence in their possession to establish their title or right to hold such land. After the expiration of that period, the land will be resumed under the orders of Government, and a settlement made as usual. No objections after that period will be received. A. D. 1843, 1st March, B. E. 1249, 19th Falgoon.

সদর বোর্ডের সন ১৮৪০ সালের ১১ আগষ্ট তারিখের হুকুমমতে বোরো পরগনার অন্তঃপাতি ৺ গঙ্গানদীর চর ভরাটী বাজেয়াপ্তী মহাল চর হাওড়ার জরিফ ও বন্দোবস্ত বিষয়।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী সন ১৮২২ সালের সপ্তম আইন ও সন ১৮২৫ সালের নবমাইনের বিধানমতে উপরোক্ত মহালের বন্দোবস্তের কর্ম্ম সন ১৮৪৩ সালের ১ আপ্রেল তারিখঅবধি আরম্ভ হইবেক অতএব সর্ব্বজনার জ্ঞাপনার্থে ঘোষণা পত্র প্রকাশ করা যাইতেছে যে উক্ত মহালের মধ্যবর্ত্তী যে যে লোকের ভূমি লাখেরাজ কি মকররী জমায় ও মৌরুসী ও গর মৌরুসী ও ঠিকা ও কোরফা ও রাইয়তিপ্রভৃতি অন্যান্যাধিকারিস্বরূপে আছে তাহারদিগের উচিত যে মেয়াদ ১ মাস মধ্যে স্বয়ং কিম্বা মোক্তারের দ্বারায় মোকাম হাওড়া হজুরে হাজির হইয়া আপন২ স্বত্বাধিকারিত্বের ও ভোগদখলের প্রমাণ জনক নিদর্শন পত্রাদি ও সাক্ষি যাহা থাকে উপস্থিত করে নচেৎ মেয়াদ গতে উক্ত ভূমি সরকারের করশাসনার অধীনতায় বাজেয়াপ্ত হইয়া রীতি পূর্ব্বক বন্দোবস্ত আমলে আসিয়া কর ধার্য্য হইবেক পশ্চাৎ কাহারো কোন ওজর গ্রাহ্য হইবেক না ইতি সন ১৮৪৩ ইং তারিখ ১ মার্চ মোং সন ১২৪৯ বাং তারিখ ১৯ ফালগুণ।

[*Government Gazette, 4th April,* 1843.]

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জেলে মুরশিদাবাদ এই যে

রুহা সাকীনের ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ এক কেতা দরখাস্ত হুজুরে গুজরাইলেক যে কীং মৌজে জীবনপুর যাহার সদর জমা ২৩২৷৵১১ পাই আন্দিরাম ও গুরুপ্রসাদ ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও কোঙর রামচন্দ্রের হকীয়েত দেন ডিগরিতে নীলাম হওয়াতে মোজহরাণের পিতা গুরুচরণ ঘোষ খরিদ করিয়া মোজহরদিগের ওয়ারিস রাখিয়া ফৌত করাতে মজহরান ঐ খরিদা বস্তুতে দখীলকার থাকিয়া উক্ত কোঙর রামচন্দ্রের নিকট ৫০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রার্থনা রাখে যে মহাল মজকুরের উক্ত খরিদা বস্তুতে মোজহরানদিগের পিতার নাম তবদিলে উক্ত কোঙর রামচন্দ্রের নাম জারি করা যায় এমতে ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত মহালের গুরুচরণ ঘোষের খরিদা রকমে সেওয়ায় মজহরান অন্য কেহ ওয়ারিস কি দাবিদার থাকে তবে ১৫ রোজ মধ্যে হুজুরে হাজীর হইয়া দরখাস্ত করে নচেৎ মেয়াদ গতে উচিত হুকুম হইবেক ইতি সন ১৮৪৩। তারিখ ২০ মার্চ।

Moorshedabad Collectorate, 21st *March*, 1843. A. S. ANNAND, *Offg. Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

ইছলামপুর সাকীনের সেখ আহম্মদ হোসেন এক কেতা দরখাস্ত এই প্রার্থনায় গুজরাইলেক যে সেখ জাফরের আএমা তাওদ কীং ইছলামপুর যাহার সদর জমা ১৪ টাকা সরকারের বাকীর জন্য নীলামহওয়া নিলামী পণবাহা দাখিল হইলে পর উক্ত সাকীনের নাল মহম্মদ আমানতি টাকার মধ্যে মবলগে ৮২৷৯ পাই তহবিলহইতে লইয়াছে এইক্ষণ ৩৪৷৶৩ পাই আমানৎ আছে তাহার নিক্সী মজহরের পাওনা বাকী নিক্সী চৌধুরি আজমতউল্লা ওগয়রহর হিস্যা অতএব উক্ত ৩৪৷৶৩পাই অর্দ্ধেক মবলগে ১৭৷১॥ দেড় পাই মজহরকে দেওয়ান যায় মতে ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে মজহরের প্রাপ্য উক্ত তঙ্কার অন্য যে কেহ দাবিদার থাকে ১৫ রোজ মধ্যে মায় সাবুদ দরখাস্ত গুজরায় নচেৎ মেয়াদ গতে উচিত হুকুম হইবেক এবিষয় সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাত কারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪৩ সাল তাং ২১ মার্চ মোং সন ১২৪৯ সাল তাং ৯ চৈত্র।

Moorshedabad Collectorate, 21st *March*, 1843. A. S. ANNAND, *Offg. Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

হারাধন মিত্র এক কেতা দরখাস্ত এই মর্ম্মে গুজরায় যে পরগনে গোপীনাথপুর যাহার সদর জমা ৭৩৫৪৸১০ পাই সরকারের বাকী আদায় কারণ ৮৯৫০০ টাকা মূল্যে নীলাম হইয়া সরকারের বাকী কর্ত্তন বাদে ৮৭৭৮২৷/২ টাকা সরকারের তহবিলে আমানত আছে মতে মজহর প্রার্থনা রাখে যে উক্ত পরগনার অন্তঃপাতি তরফ হরেকৃষ্ণপুর ওগয়রহ যাহার সদর জমা ৭৫৮৮/২/১৯ ক্রান্তি তাহার হার হারে কশট সুরত ৯০৫১॥/ টাকা মজহরকে দেওয়ান যায় এমতে এস্তেহার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত ৯০৫১॥/ টাকা পন ফাজিলের টাকার সেওয়ায় মজহর অন্য কেহ দাবিদার থাকে তবে ১৫ রোজ মধ্যে হুজুরে হাজির হইয়া তাহার দরখাস্ত করে নচেত মেয়াদ গতে উচিত হুকুম হইবেক ইতি সন ১৮৪৩ সাল তাং ২৩ মার্চ মং সন ১২৪০ সাল তাং ১১ চৈত্র।

Moorshedabad Collectorate, 21st *March*, 1843. A. S. ANNAND, *Offg. Collector.*

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে

যে জানরেল ট্রেজরিতে যে টাকা দাখিল হইবেক তাহার যেপর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত সবট্রেজর সাহেব কিম্বা তাহার শ্রীযুত করিনেন্ট এসিষ্টেন্ট সাহেবের স্বাক্ষরিত রৌচর কিম্বা না প্রাপ্ত হয় সেপর্য্যন্ত শ্রীলশ্রীযুত সরকার বাহাদুর তাহাতে কোন মতে দেনবদ্ধ নহেন এবং যদি এই প্রকার রসিদ কিম্বা রৌচর কেহ না পাইয়া টাকা দাখিল করেন তবে তিনি যে ব্যক্তিকে টাকা দিয়াছেন তাহার স্বয়ং নিকট ব্যতীত অন্য তাহার নিকট টাকার দাওয়া করিতে পারিবেন না।

পুনশ্চ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে যদ্যপি ঐ রসিদ কিম্বা রৌচর ট্রেজরির সেরেস্তার লোকহায়ের কসুরে পাইবার বিলম্ব কি গাফিলি হয় তবে টাকা দাখিলের দিবসে ট্রেজরি হইতে বহিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সবট্রেজরর সাহেব কিম্বা তাহার শ্রীযুত করিনেন্ট এসিষ্টেন্ট সাহেবের জোমাবে দরখাস্ত করা কর্ত্তব্য নতুবা যে টাকা দাখিল হইয়াছে তাহা সরকারের কারণ কোন মতে গ্রাহ্য করা যাইবেক না সেরেস্তার লোকের ঐ গাফিলির ও বিলম্বের ফরিয়াদের কারণ সাহেবেরদিগের নিকট ছাপার দরখাস্ত প্রস্তুত আছে ইতি।

জেনরেল ট্রেজরি ১০ মার্চ ১৮৪৩ সাল।

G. UDNY,
Offg. Sub-Treasurer.

SHERIFF'S SALES. সরিফের নীলাম।

সরিফের নীলাম।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেখ দাউদের নামে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক যেএক পরওয়ানা কলিকাতার সরিফ সাহেবের হাতে আছে তাহার ক্ষমতাতে তিনি ৬ আপ্রেল তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফ সাহেবের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকটে নীচের লিখিত বিষয় নীলাম করিবেন।

কলিকাতা নগরের মাচুয়া বাজারের বড়াই পাড়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ। পাঁচ কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত সেখ দাউদের যে স্বত্ব ও অধিকারও সম্পর্ক আছে তাহার নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে জুরজাইন্ চীনসের বাটী ও ভূমি উত্তর ও পশ্চিম দিগে সরকারী রাস্তা দক্ষিণ দিগে উক্ত সেখ দাউদের এক নরদমা।

সরিফ সাহেবের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই নীলামের নিয়ম জানা যাইতে পারিবেক।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে অভয়চরণ মল্লিকের ও জয়নারায়ণ দের নামে বেন্দিসিয়োনি এক্স পোনাস নামক যে এক পরওয়ানা কলিকাতার সরিফ সাহেবের হাতে আছে তাহার ক্ষমতাতে তিনি ৬ আপ্রিল

তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফ সাহেবের দপ্তরখানার প্রবেশ দ্বারের নিকটে নীচের লিখিত বিষয় নীলাম করিবেন।

বিশেষতঃ উক্ত অভয়চরণ মল্লিক ও জয়নারায়ণ দের অনেক দ্রব্য সম্পত্তি অর্থাৎ কএকটা গোল ফানুস ও লাল্টন এবং দেওয়ালগিরি ও বাতীর গ্লাস এবং ওয়াইন গ্লাস প্রভৃতি নীলাম করিবেন।

সরিফ সাহেবের দপ্তরখানায় অন্বেষণ করিলে এই নীলামের নিয়ম জানা যাইবেক।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে শিবচন্দ্র মল্লিকের বিরুদ্ধে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনাস নামক যে এক পরওয়ানা কলিকাতার সরিফ সাহেবের হাতে আছে তাহার ক্ষমতাতে তিনি বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ৬ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডার সরিফ সাহেবের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকটে নীচের লিখিত বিষয় নীলাম করিবেন।

বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের বহুবাজারের মদন দত্তের গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৮৮ নম্বরী যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ /৩ তিন কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত শিবচন্দ্র মল্লিকের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে শিবচন্দ্র পালের বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে গোলোকচন্দ্র সেনের বাটী ও ভূমি উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা এবং দক্ষিণ দিগে হৃদয়রাম বাঁড়ুয্যের গলি।

২ দফা। এবং উক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ।৩ আটকাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত শিবচন্দ্র মল্লিকের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইকে। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে হৃদয়রাম বাঁড়ুয্যের বাটী ও ভূমি দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা উত্তর দিগে উদয়চাঁদ মল্লিকের বাটী ও ভূমি এবং পূর্ব্ব দিগে সনাতন আঢ্যের বাটী ও ভূমি।

৩ দফা। এবং বহু বাজারের পঞ্চাননতলার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ॥০ দশ কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত শিবচন্দ্র মল্লিকের যে স্বত্ত্ব ও অধিকারও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রামকিশোর ধোবার বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে মধু মল্লিকের বাটী ওভূমি দক্ষিণ দিগে নীলমণি সেনের বাটী ও ভূমি উত্তর দিগে নিমাই দের বাটী ও ভূমি।

৪ দফা। এবং উক্ত কলিকাতা নগরের মীর্জাপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ১৪৯ নম্বরী যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ৸২ সত্তর কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে তাহার উপর উক্ত শিবচন্দ্র মল্লিকের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে স্মিথ সাহেবের বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে বাবুরাম শীলের বাটী ও ভূমি উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা দক্ষিণ দিগে পিটর্স সাহেবের বাটী ও ভূমি।

৫ দফা। এবং উক্ত কলিকাতা নগরের ব্যাপারী টোলার ইমামবাড়ীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ /৩ তিন কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত শিবচন্দ্র মল্লিকের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে তনুমগের বাটী ও ভূমি পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা এবং উত্তর দিগে ক্লাকিয়র সাহেবের বাটী ও ভূমি।

৬ দফা। এবং জিলা চব্বিশ পরগনার শুঁড়ায় নারিকেলডাঙ্গার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি কমবেশ ২০ কুড়ি বিঘা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত শিবচন্দ্র মল্লিকের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে সোনাউল্লার বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে কাশীনাথ বসুর বাটী ও ভূমি দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা এবং উত্তর দিগে উক্ত সোনাউল্লার বাটী ও ভূমি।

৭ দফা। এবং উক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত অপর যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি কম বেশ ২ দুই বিঘা তাহাতে নানা জাতীয় বৃক্ষ আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত শিবচন্দ্র মল্লিকের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধবিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে গোলাম সওদাগরের বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে মধুসূদন শিকারীর বাটী ও ভূমি দক্ষিণ দিগে কালু কামারের ভূমি এবং উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা।

সরিফ সাহেবের দপ্তরখানায় অন্বেষণ করিলে নীলামের নিয়ম জানা যাইতে পারিবেক।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে তারাচাঁদ মিত্রের নামে ফাইরাই ফেসিয়াসনামক যেএক পরওয়ানা কলিকাতার সরিফ সাহেবের হাতে আছে তাহার ক্ষমতাতে তিনি আপ্রিল মাসের ১৩ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফ সাহেবের দপ্তরখানায় প্রবেশদ্বারের নিকট নীচের লিখিত বিষয় নীলাম করিবেন।

১ দফা। কলিকাতা নগরের বহুবাজারের শামিল তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গুদাম এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কম বেশ /১ এক কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত তারাচাঁদ মিত্রের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম ও উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা দক্ষিণ দিগে রূপনারায়ণ মল্লিকের গুদাম পূর্ব্ব দিগে বিশ্বনাথ মতিলালের বাজার।

২ দফা। এবং উক্ত কলিকাতা নগরের সুতানুটির বাগবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ২৭৪ নম্বরী যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বৈঠকখানা বাড়ী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি কমবেশ ১॥০ এক বিঘা দশ কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত তারাচাঁদ মিত্রের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম ও উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা পূর্ব্ব দিগে ভগবতীচরণ মিত্রওগয়রহের বাটী ও ভূমি এবং দক্ষিণ দিগে রূপনারায়ণ মল্লিকের এক খণ্ড ভূমি।

৩ দফা। এবং জিলা চব্বিশপরগনার ঘাড়ভাঙ্গার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক চক কি আবাদ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি কম বেশ ৪০০ চারিশত বিঘা তাহার ছয় অংশের পাঁচ অংশে ও সেই অংশের মধ্যে ও সেই অংশের উপর উক্ত তারাচাঁদ মিত্রের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে ভৈরব নাগ ও বংশীধর মিত্রের ভেড়ী পূর্ব্ব দিগে নন্দীর ভেড়ি পশ্চিম দিগে রমজান ওস্তাগরের ভেড়ি।

সরিফ সাহেবের দফ্তরখানায় অন্বেষণ করিলে নীলামের নিয়ম জানা যাইতে পারিবেক।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে জোসেফ এড্বার্ডরচ সাহেবের নামে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনাস নামক যে এক পরওয়ানা কলিকাতার সরিফ সাহেবের হাতে আছে তাহার ক্ষমতাতে তিনি আগামি মাসের ৬ আপ্রেলতারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফ সাহেবের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারেরনিকট নীচের লিখিত বিষয় নীলাম করিবেন।

কলিকাতা নগরের নলপুকুরের গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টকনির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ।২ সাত কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত জোসেফ এড্বার্ড রচ সাহেবের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে মিসিস ক্লার্কের বাটী ও সম্পত্তি পশ্চিম দিগে ব্রজমোহন মিত্রের রাইয়তী ভূমি উত্তর দিগে কোম্পানির নরদমা দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা।

মন্তব্য। এই বাটী ও ভূমি আসামিকে বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল এবং তাহার সকল কাগজপত্র তাঁহার হাতে আছে যাঁহারা তাহা দেখিতে চাহেন তাঁহারা আসামীর উকীল শ্রীযুত গ্রান্ট ও রায়ন ও রেমফ্রি সাহেবের নিকটে তাহা দেখিতে পারেন।

সরিফ সাহেবের দপ্তরখানায় অন্বেষণ করিলে এই নীলামের নিয়ম জানা যাইতে পারিবেক।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে মৃত গোলোক নাথ বসুর আইনমতে প্রতিনিধি ও এক মাত্র উত্তরাধিকারিণী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসীর নামে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনাস নামক যে এক পরওয়ানা কলিকাতার সরিফ সাহেবের হাতে আছে তাহার ক্ষমতাতে তিনি আপ্রিল মাসের ১৩ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফ সাহেবের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট নীচের লিখিত বিষয় নীলাম করিবেন।

১ দফা। জিলা চব্বিশ পরগনার বরিদহাটী পরগনায় মথুরাপুর ও আলীপুর তরফে মৌজা বড়ুইত্যাদির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ৬০ ষাইট বিঘা তাহাতে অনেক পাকাবাড়ী ও বাগান ও পুকুর ইত্যাদি আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত মৃত গোলোকনাথ বসুর যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা দক্ষিণ দিগে জলপূর্ণ গড় এবং রামরাম গাঙ্গোলির বাটী ও ভূমি পূর্ব্ব দিগের এক অংশে চণ্ডীচরণ ন্যায়ালঙ্কার ও রাম সিংহের বাটী ও ভূমি এবং অপর ভাগে বাগপুষ্করিণী ও গড় এবং পশ্চিম দিগে দর্পনারায়ণ সেনওগয়রহের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং চব্বিশপরগনার বরিদহাটি পরগনার বড়ুর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত বাগপুকুর নামে যে এক পুকুর তাহাতে এক পাকাঘাট এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ২ দুই বিঘা তাহাতে অনেক গাছ আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত মৃত গোলোকনাথ বসুর যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগে বৈদ্যনাথ বসুওগয়রহের বাটী ও বাগান এবং পূর্ব্ব দিগে গুড়িয়ার বাগান নামে বাগানের নরদমা।

৩ দফা। এবং উক্ত বড়ুর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত খাঁ পুকুরনামে খ্যাত যে এক পুকুর তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ৪ চারি বিঘা এবং তাহাতে নানা জাতীয় বৃক্ষ আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত মৃত গোলোকনাথ বসুর যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা পূর্ব্ব দিগে কালী নাপিতের বাটী ও ভূমি দক্ষিণ দিগের এক ভাগে রামচন্দ্র তেলির বাটী ও ভূমি অপর ভাগে কালী ভাটের বাটী ও ভূমি এবং পশ্চিম দিগে রামকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমি।

৪ দফা। এবং উক্ত বড়ুর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত আদ্য গঙ্গানামে যে একপুকুর তাহাতে পাকা ঘাট এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ১৩। তের বিঘা পাঁচ কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত মৃত গোলোকনাথ বসুর যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা উত্তর ও পশ্চিম দিগে বৈদ্যনাথ বসুর বাগাৎ ভূমি ও ভাদড় ধোবা ওগয়রহের বাটী ও ভূমি পূর্ব্ব দিগে ফকির মুসলমানের বাটী ও ভূমি।

৫ দফা। এবং উক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত দর্পগৌরবাটী নামে যে এক খণ্ড ও বন্দ নিষ্কর ভূমি কমবেশ ২/ দুই বিঘা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত মৃত গোলোকনাথ বসুর যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে চন্দ্র মণ্ডলের ভূমি পূর্ব্ব দিগে দর্পনারায়ণ কৈবর্ত্তের ভূমি উত্তর দিগে ভগবান কুম রের বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে লক্ষ্মণ পোদ্দারের বাটী ও ভূমি।

৬ দফা। এবং উক্ত বড়ুর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত গুড়বাগান নামে যে এক খণ্ড ও বন্দ নিষ্কর বাগাৎ ভূমি কমবেশ ৩॥০ তিন বিঘা দশ কাটা এবং তাহাতে নানা জাতীয় বৃক্ষ আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত মৃত গোলোকনাথ বসুর যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে নরদমা পূর্ব্ব এবং উত্তর দিগে গড় এবং দক্ষিণ দিগে নরদমা উত্তর দিগে রামচন্দ্র সিংহের বাটী ও ভূমি।

সরিফ সাহেবের দপ্তরখানায় অন্বেষণ করিলে নীলামের নিয়ম জানা যাইতে পারিবেক।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে মৃত হরেকৃষ্ণ পালের অসি. শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দাসীর নামে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনাস নামক যে এক পরওওনা কলিকাতার সরিফ সাহেবের হাতে আছে তাহার ক্ষমতাতে তিনি ৬ আপ্রিল তারিখ বৃহস্পতিবারে বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফ সাহেবের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকটে নীচের লিখিত বিষয় নীলাম করিবেন।

১ দফা। কলিকাতা নগরের গোপীকৃষ্ণ পালের রাস্তার শামিল যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ॥১ এগার কাটা তাহার অবিভক্ত তৃতীয় অংশে ও সেই অংশের মধ্যে ও সেই অংশের উপর উক্ত মৃত হরেকৃষ্ণ পালের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহার নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে সরকারী নরদমা দক্ষিণ দিগে গোপীকৃষ্ণ পালের রাস্তা পূর্ব্ব দিগে কৃষ্ণমোহন ধরের বসত বাটী এবং পশ্চিম দিগে উক্ত মৃত হরেকৃষ্ণ পালের পরিবারের বাটী।

২ দফা। এবং উক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ।০ পাঁচ কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত মৃত হরেকৃষ্ণ পালের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ

পশ্চিম দিগে শ্রীকৃষ্ণ পালের বসত বাটী পূর্ব্ব দিগে মৃত গোপীকৃষ্ণ পালের পরিবারের বাটী দক্ষিণ দিগে গোপীকৃষ্ণ পালের রাস্তা এবং উত্তর দিগে সরকারী নর্দ্দমা।

৩ দফা। এবং কলিকাতা নগরের আহিরীটোলার রাস্তার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত বেহারা বাটী নামে যে এক দোতালা বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ।০ পাঁচ কাটা তাহার তৃতীয় অংশে ও ঐ অংশের মধ্যে ও ঐ অংশের উপর উক্ত মৃত হরেকৃষ্ণ পালের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে আহিরীটোলার রাস্তা দক্ষিণ দিগে মৃত গোপীকৃষ্ণ পালের পরিবারের বাটী পূর্ব্ব দিগে মৃত গোপীকৃষ্ণ পালের ভাড়াটিয়া বাটী এবং পশ্চিম দিগে ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের বসত বাটী।

৪ দফা। এবং কলিকাতা নগরের গোপীকৃষ্ণ পালের রাস্তার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ /৪ চারিকাটা তাহার অবিভক্ত তৃতীয় অংশে ও ঐ অংশের মধ্যে ও ঐ অংশের উপর উক্ত মৃত হরেকৃষ্ণ পালের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে কমলমণি দাসীর ঠাকুরবাটী পূর্ব্ব দিগে নীলমাধবচন্দ্রের পরিবারের বাটী উত্তর দিগে গোপীকৃষ্ণ পালের রাস্তা এবং দক্ষিণ দিগে মৃত কৃষ্ণমোহন সেনের ভূমি।

সরিফ সাহেবের দপ্তরখানায় অন্বেষণ করিলে নীলামের নিয়ম জানা যাইতে পারিবেক।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে যে মোকদ্দমাতে গুরুচরণ সেন ফরিয়াদী এবং শিবচন্দ্র মল্লিক আসামী সেই মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক যে এক পরওয়ানা কলিকাতার সরিফ সাহেবের হাতে আছে তাহার ক্ষমতাতে তিনি আপ্রিল মাসের ৬ তারিখে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফ সাহেবের দপ্তরখানায় প্রবেশদ্বারের নিকট নীচের লিখিত বিষয় নীলাম করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের বহুবাজারের মদন দত্তের গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৮৮ নম্বরী যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ /৩ তিন কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত গুরুচরণ সেনের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে শিবচন্দ্র পালের বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে গোলোকচন্দ্র সেনের বাটী ও ভূমি উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা এবং দক্ষিণ দিগে হৃদয়রাম বাঁড়ুয্যের গলি।

২ দফা। এবং উক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ। ৩ আটকাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত গুরুচরণ সেনের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে হৃদয়রাম বাঁড়ুয্যের বাটী ও ভূমি দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা উত্তর দিগে উদয়চাঁদ মল্লিকের বাটী ও ভূমি এবং পূর্ব্ব দিগে সনাতন আঢ্যের বাটী ও ভূমি।

৩ দফা। এবং বহু বাজারের পঞ্চাননতলার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ॥৹ দশ কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত গুরুচরণ সেনের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রামকিশোর ধোবার বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে মধু মল্লিকের বাটী ও ভূমি দক্ষিণ দিগে নীলমণি সেনের বাটী ও ভূমি উত্তর দিগে নিমাই দের বাটী ও ভূমি।

৪ দফা। এবং উক্ত কলিকাতা নগরের মীর্জাপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ১৪৯ নম্বরী যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ৷৲২ সতর কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে তাহার উপর উক্ত গুরুচরণ সেনের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে স্মিথ সাহেবের বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে বাবুরাম শীলের বাটী ও ভূমি উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা দক্ষিণ দিগে পিটর্স সাহেবের বাটী ও ভূমি।

৫ দফা। এবং উক্ত কলিকাতা নগরের ব্যাপারী টোলার ইমামবাড়ীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ /৩ তিন কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত গুরুচরণ সেনের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে তনুমগের বাটী ও ভূমি পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা এবং উত্তর দিগে ক্লাকিয়র সাহেবের বাটী ও ভূমি।

৬ দফা। এবং জিলা চব্বিশ পরগনার শুঁড়ার নারিকেলডাঙ্গার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি কমবেশ ২০ কুড়ি বিঘা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত গুরুচরণ সেনের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে সোনা উল্লার বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে কাশীনাথ বসুর বাটী ও ভূমি দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা এবং উত্তর দিগে উক্ত সোনাউল্লার বাটী ও ভূমি।

৭ দফা। এবং উক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত অপর যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি কম বেশ ২ দুই বিঘা তাহাতে নানা জাতীয় বৃক্ষ আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত গুরুচরণ সেনের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে গোলাম সওদাগরের বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে মধুসূদন শিকারীর বাটী ও ভূমি দক্ষিণ দিগে কালু কামারের ভূমি এবং উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা।

সরিফ সাহেবের দপ্তরখানায় অন্বেষণ করিলে নীলামের নিয়ম জানা যাইতে পারিবেক।

সাবেক সরিফের নীলাম

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে রাজচন্দ্র দত্তের বিরুদ্ধে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনাস নামক যে এক পরওয়ানা কলিকাতার সাবেক সরিফ শ্রীযুত তামস ব্রাকেন সাহেবের হাতে আছে তাহার ক্ষমতাতে তিনি আপ্রিল মাসের ১৩ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফ সাহেবের দপ্তরখানায় প্রবেশদ্বারের নিকট নীচের লিখিত বিষয় নীলাম করিবেন।

হুগলী জিলার নহলী পরগনার বাড়নের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে তালুক আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত রামচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক।

সরিফ সাহেবের দপ্তরখানায় অন্বেষণ করিলে নীলামের নিয়ম জানা যাইতে পারিবেক।

[*Government Gazette, 4th April, 1843.*]

IN THE COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of Arrakeel G(ntloom Aviet, an Insolvent.

Notice is hereby geven that at a Court holden on the 4th day of March, 1843, an order was made in this matter whereby it is amongst other things ordered that unless cause be shewn to the contrary on Saturday, the 6th day of May next, the said Insolvent will be for ever discharged from all liability whatsoever for or in respect of the several debts due from him to the several persons named in the Schedule.

A. G. AVIET, *In Person.*

কলিকাতাস্থ অক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণার্থ আদালত।

আরাকিল জানটুলুম এবি এট নামক এক ব্যক্তি অক্ষমঋণির বিষয়ে।

এতদ্দ্বারা সকলকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে এক হাজার আট শত তেতালিস সালের মার্চ মাসের চতুর্থদিবসে আদালতের যে এক বৈঠক হয় তাহাতে এই মোকদ্দমার বিষয়ে এক হুকুম হয় যে এতদ্বিষয়ে অন্য কোন বিপরীত হুকুম না হওনপর্য্যন্ত আগামি মে মাসের ষষ্ঠ দিবস শনিবারে উক্ত অক্ষম ঋণী ইক্ত আদালতের আইনের ত্রিষষ্ঠ ধারানুসারে চিরকালের নিমিত্ত তাহার দাখিল করা ফর্দ্দে প্রকাশিত ঋণের বিষয়ে যে কোন দাওয়া অর্থাৎ নালিশ তাহার নামে এই আদালতে হইবেক সেই সকল ঋণের দায়হইতে পরিত্রাণ পায়।

এ জি এবি এট ইন পরশান।

শহর কলিকাতার অক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণার্থ আদালত।

খবর দেওয়া যাইতেছে যে এই আদালতের হুকুম অনুসারে

মেং ষ্টুআর্ট হাইমোর পীএর্স

যিনি পূর্ব্বে বার্ক ওয়ার্টর নীলের কমেত্তর অর্থাৎ সরদার ছিলেন এবং শহর কলিকাতার ফ্রীস্কুলেষ্ট্রীট সন্নিধ্য বাস করিতেন এক্ষণে শহর কলিতার প্রধান কারাগারে বদ্ধ আছেন তাঁহার দরখাস্তের তাৎপর্য্য অর্থাৎ গত রাজার অধিকারে নবম বৎসরের নিয়ম যাহা ভারতবর্ষের সকল অক্ষম ঋণিরদিগের উপকারার্থে হইয়াছে ঐ নিয়মানুসারে আপন উদ্ধারের নিমিত্তে আগামী ৬ মে শনিবার দিবস ঐ আদালতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ঐ ষ্টুয়ার্ট হাইমোর পীএর্স মহাজনদিগের নাম এক ফর্দ্দে নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহার দরখাস্ত সম্বলিত ঐ আদালতের প্রধান চিপক্লার্ক দপ্তরখানায় দাখিল হইয়াছে তাহাতে যে মহাজনের বাকী হয় ঐ দপ্তরখানায় গিয়া দেখিবেন ইতি।

সি জি ষ্ট্রেটেল ইনশালবেন্টের উকীল।

কলিকাতা ২৮ মার্চ। সন ১৮৪৩।

NOTICE.

Required a Treasurer for the Mymensing Collectorate, unexceptionable security to the extent of Co's. Rs. 38,351; Salary 50 Co's. Rs. per mensem.

R. M. SKINNER, *Collector.*

Mymensing, Collector's Office,
The 31st December, 1842.

ইশ্তিহার।

ময়মনসিংহের কালেক্টরীতে এক জন খাজাঞ্চীর আবশ্যক আছে ঐ কর্ম্ম যে কেহ লইতে চাহেন তাঁহার ৩৮,৩৫১৲ টাকার মাতবর জামিন দিতে হইবেক। মাসিক বেতন ৫০ টাকা।

আর এম স্কিনর। কালেক্টর।

জিলা ময়মনসিংহের কালেক্টরের কাছারী।
১৮৪২ সাল ৩১ ডিসেম্বর।

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENTS. সাধারণ ব্যক্তির ইশ্তিহার।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাঙ্গলা দেশের জিলা চব্বিশপরগনার চক্রবেড় নিবাসি অথচ কলিকাতার লাটরি কমিটির খাজাঞ্চী ৺ বলরাম বসুর সমস্ত এবং প্রত্যেক সম্পত্তি ও দ্রব্যের লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন উক্ত ৺ বলরাম বসুর একি পুত্র ও উত্তরাধিকারী এবং আইতমত প্রতিনিধি পূর্ব্বোক্ত চক্রবেড় নিবাসি কালাচাদ বসুকে দিবার দরখাস্ত অদ্য বঙ্গ দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে এক্লিসিআষ্টিকেল সম্পর্কীয় এলাকায় সুপ্রিম কোর্টে করা গিয়াছে।

ডবলিউ এন হেজর। প্রকটর।

কলিকাতা ১৮৪৩ সাল ২৭ মার্চ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৩। ৪ আপ্রিল।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জান কাশমন সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।



গবর্নমেন্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, APRIL 11, 1843.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৪৩ সাল ১১ আপ্রিল।

ACT.

FORT WILLIAM,
LEGISLATIVE DEPARTMENT,
THE 24TH MARCH, 1843.

The following Act is passed by the Honourable the President of the Council of India in Council, on the 24th of March 1843, with the assent of the Right Honourable the Governor General of India, which has been read and recorded.

Ordered, that the Act be promulgated for general information.

ACT No. IV. OF 1843.

An Act for amending the Law concerning Appeals from Justices of the Peace and from Magistrates acting under the Statute 53, Geo. III. Ch. 155.

Whereas, in many cases provided by law, offences may be prosecuted before Magistrates not acting within the local limits of the jurisdiction of Her Majesty's Supreme Courts, and which such Magistrates may take cognizance of either in their Magisterial capacity under the Regulations, or as Justices of the Peace. And whereas the Appeal from convictions before Magistrates acting in their Magisterial capacities, and from the like convictions before Justices of the Peace are subject to different rules. And whereas in all cases of convictions before Justices of the Peace in the Mofussil and before Magistrates exercising jurisdiction under the provisions of Statute 53, Geo. III. C. 155, in cases of assaults, forcible entries, or other injuries accompanied with force committed by British subjects, the law as to Appeals requires amendment.

I. It is hereby enacted, that an Appeal shall lie from all sentences passed by any Justice of the

আইন।

ফোর্ট উলিয়ম।
লেজিসলেটিব ডিপার্টমেণ্ট।
ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২৪ মার্চ।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৪ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

জুষ্টিস অফ দি পীসেরদের এবং তৃতীয় জর্জের ৫৩ বৎসরীয় আক্‌ট অর্থাৎ আইনের ১৫৫ অধ্যায়ানুসারে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা কার্য্য করেন তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীলবিষয়ক আইন শুধরিবার আইন।

যেহেতুক আইনের নির্দ্দিষ্ট নানা গতিকে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের বাহিরে নিযুক্ত আছেন্ সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের নিকটে কোন২ অপরাধের নালিশ হইতে পারে এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের যে মাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতা আছে তদুপলক্ষে অথবা তাঁহারদের জুষ্টিস অফ দি পীসের পদের উপলক্ষে তাঁহারা ঐ নালিশের বিচার করিতে পারেন্। এবং যেহেতুক মাজিষ্ট্রেটী পদের উপলক্ষে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের সমক্ষে যে২ অপরাধ সাব্যস্ত হয় তাহার উপর এবং জুষ্টিস অফ দি পীসের পদের উপলক্ষে তাঁহারদের সমক্ষে যে২ দোষ সাব্যস্ত হয় তাহার উপর আপীল করণবিষয়ের ভিন্ন২ বিধি আছে। এবং যেহেতুক ব্রিটনীয় প্রজারা চড়াউ করিলে বা কোন স্থানে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিলে অথবা বলপূর্ব্বক অন্য কোন প্রকারে ক্ষতি করিলে তাহারদের ঐ দোষ মফঃসলে জুষ্টিস অফ দি পীসের সমক্ষে এবং তৃতীয় জর্জের ৫৩ বৎসরীয় আক্‌ট অর্থাৎ আইনের ১৫৫ অধ্যায়ের বিধানমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে সাব্যস্ত হইলে তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীল করণের যে আইন আছে তাহা শুধরণের আবশ্যক

১ ধারা। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার সামান্য ক্ষমতার উপলক্ষে দণ্ডাজ্ঞা করি-

Peace acting without the local limits of any of Her Majesty's Supreme Courts upon convictions had before him for any offence, and from all sentences passed by any Magistrate upon convictions had before him exercising such jurisdiction as aforesaid to the same authority and subject to the same rules as are provided by the Regulations and Acts of the Government in the case of sentences passed by Magistrates in the exercise of their ordinary jurisdiction. And cases so made the subject of Appeal shall not be afterwards liable to revision by means of a Writ of Certiorari.

II. And it is hereby provided that nothing in this Act contained shall be held to take away the power of quashing any conviction by means of a Writ of Certiorari, in any other case than where there has been such Appeal as aforesaid.

F. J. HALLIDAY,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER BOARD OF REVENUE.

No. 3.

From the Junior Member of the Sudder Board of Revenue, in charge of the Secretary's Office, to the Commissioner of Revenue for the Division of ———

1. I am directed by the Sudder Board of Revenue to send you the accompanying copy of a letter from Government, under date the 6th ultimo, with its enclosure.

2. The Board request that when you, or any of your subordinates, have occasion to consult the Advocate General on points of English Law, you will conform to the practice indicated in Mr. Officiating Deputy Secretary Torrens's letter to the Register of the Sudder Court, making your application through this Board.

The Junior Member in Charge.
Fort William, 21st March, 1843.

No. 229.

From the Officiating Deputy Secretary to the Government of Bengal in the Judicial Department, to the Secretary Sudder Board of Revenue, dated Fort William, the 6th *February,* 1843.

With advertence to your letter, No. 45, of the 17th ultimo, I am directed by the Honourable the Deputy Governor of Bengal to forward for the information of the Board the accompanying copy of a letter this day addressed to the Register of the Sudder Court, and to request that the Board will regulate the mode by which their subordinates are to be provided with the opinion of the Advocate General on points of English Law according to the instructions given to the Court.

J. S. TORRENS,
Offg. Dep. Secy. to the Govt. of Bengal.
Fort William, 6th February, 1843.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৪৩। ১১ আপ্রিল।]

লে সরকারের আইনানুসারে যে কার্য্যকারকের নিকটে এবং যেং বিধির অনুসারে আপীল হইবার হুকুম আছে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ সীমাসরহদ্দের বাহিরে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস কোন অপরাধ সাব্যস্ত হওয়াতে যে দণ্ডাজ্ঞা করেন্ তাহার উপর এবং উক্ত আক্‌ট অর্থাৎ আইনানুসারে যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কার্য্য করেন্ তাঁহার দ্বারা কোন অপরাধ সাব্যস্ত হওয়াতে তিনি যে দণ্ডাজ্ঞা করেন্ তাহার উপর আপীল সেই কার্য্যকারকের নিকটে এবং সেইং বিধির অনুসারে হইবেক এবং এমত যে মোকদ্দমার উপর আপীল হয় তাহা সর্সিওরারৈ নামক পরওয়ানার দ্বারা পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবেক না ইতি।

২ ধারা। এবং ইহাতে নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে সকল মোকদ্দমার উপর উক্ত প্রকারে আপীল হইয়াছে সেই সকল মোকদ্দমাছাড়া অন্য মোকদ্দমায় কোন দণ্ডাজ্ঞা সর্সিওরারৈ নামক পরওয়ানার দ্বারা রদ করণের যে ক্ষমতা এক্ষণে আছে তাহা এই আইনের কোন কথাতে রহিত হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

এফ জে হালিডে।
বাঙ্গলা দেশরে গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরকুল্যর অর্ডর।

৩ নম্বর।

সদর বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটারীর কর্ম্মের ভার যে দ্বিতীয় মেম্বর সাহেব গ্রহণ করিয়াছেন অমুক এলাকার রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের প্রতি তাঁহার পত্র।

১। গত মাসের ৬ তারিখে গবর্ণমেণ্টের স্থানে সদর বোর্ড রেবিনিউ যে পত্র পাইলেন তাহা এবং তাহার সঙ্গে প্রেরিত লিপি তোমার নিকটে পাঠান যাইতেছে।

২। বোর্ডের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে যখন তুমি কি তোমার অধীন কোন কার্য্যকারকেরা ইঙ্গলণ্ড দেশের আইনের কোন বিষয়ে আডবোকেট জেনরল সাহেবের পরামর্শ লইতে চাহ তখন তুমি সদর আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের প্রতি একটিং ডেপুটী সেক্রেটারী শ্রীযুত টরেন্স সাহেবের পত্রে যে নিয়ম লেখা আছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া এই বোর্ডের দ্বারা দরখাস্ত করিবা।

সেক্রেটারীর ভারপ্রাপ্ত বোর্ডের দ্বিতীয় মেম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৩। ২১ মার্চ।

২২৯ নম্বর।

সদর বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটারী সাহেবের প্রতি বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমণ্টের জুডিসিয়ল ডিপার্টমেন্টসম্পর্কীয় একটিং ডেপুটী সেক্রেটারী সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৩। ৬ ফেব্রুআরি।

গত মাসের ১৭ তারিখের ৪৫ নম্বরী তোমার পত্রের উপলক্ষে অদ্য সদর আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে যে পত্র পাঠান গিয়াছে তাহার এক নকল বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর সাহেব সদর বোর্ড রেবিনিউর বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত তোমার নিকটে পাঠাইয়া হুকুম করিতেছেন যে বোর্ডের অধীন কর্ম্মকারকেরা ইঙ্গলণ্ড দেশের আইনের বিষয়ে আডবোকেট জেনরল সাহেবের মত জানিতে ইচ্ছা করিলে ঐ আদালতে যে উপদেশ দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে কার্য্য করেন্।

জে এস টরেন্স।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ডেপুটী সেক্রেটারী।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪২। ৬ ফেব্রুআরি।

From the Officiating Deputy Secretary to the Government of Bengal in the Judicial Department, to the Register of the Sudder Court, dated Fort William, the 6th February, 1843.

I am directed by the Honourable the Deputy Governor of Bengal to acknowledge the receipt of your letter, No. 163, of the 20th ultimo, and to inform you, that His Honour approves of their suggestion that all references made by the Mofussil Judicial Authorities for the opinion of the Advocate General on points of English Law should be submitted through the Sudder Court, and he requests that the Court will issue the necessary instructions to their subordinates on the subject.

With reference to the 2nd paragraph of your letter, the Deputy Governor requests that the Court, when they have obtained in each instance the concurrence of the Advocate General, will exercise their discretion as hitherto in publishing any opinions on points of law given by that authority.

J. S. Torrens,
Offg. Depy. Secy. to Govt. of Bengal.

Fort William, the 6th February, 1843.

সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের প্রতি বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্ট-সম্পর্কীয় একটিং ডেপুটী সেক্রটারীর পত্র। ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৩। ৬ ফেব্রুআরি।

গত মাসের ২০ তারিখের ১৬৩ নম্বরী তোমার পত্র প্রাপ্ত হওয়া গেল এবং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেব তোমাকে জানাইতে হুকুম করিয়াছেন যে মফঃসলের আদালতের কর্ম্মকারকেরা ইঙ্গলণ্ড দেশের আইনের বিষয়ে আডবোকেট জেনরল সাহেবের মত জানিতে চাহিলে তাঁহারা সদর আদালতের মারফতে দরখাস্ত করিবেন এই বিষয়ে ঐ সদর আদালতের সাহেবেরা যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহাতে শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেব সম্মত আছেন এবং সেইরূপ হুকুম সদর আদালতের অধীন কর্ম্মকারকদিগকে দিতে হুকুম করিতেছেন।

তোমার পত্রের দ্বিতীয় দফার এই উত্তর শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেব করিতেছেন যে সদর আদালত প্রত্যেক গতিকে আডবোকেট জেনরল সাহেবের মত পাইলে তাহা পূর্ব্বের ন্যায় আপনারদের বিবেচনামতে প্রকাশ করিবেন।

জে এস টরেন্স।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ডেপুটী সেক্রেটারী।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৩। ৬ ফেব্রুআরি।

John C. Marshman, *Bengalee Translator.*

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

No. 5.

To the Civil Judges in the Lower Provinces.

The Sudder Dewanny Adawlut notify, for general information, that their Court will be closed on the dates indicated in the annexed Memorandum being the days on which Hindoo and Mahomedan holidays will take place in the year 1250, Bengalee Style, and they hereby authorize the closing of the Civil Courts in the several Districts under their control for the same periods.

W. Kirkpatrick, *Deputy Register.*

Fort William, 24th March, 1843.

সদর দেওয়ানী আদালতের সরকুলর আর্ডর।

৫ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের শ্রীযুত সিবিল জজ সাহেব বরাবরেষু।

সদর দেওয়ানী আদালত সকল লোকদিগকে জানাইতেছেন যে বাঙ্গলা ১২৫০ সালে হিন্দু ও মুসলমানের পরবের নিমিত্ত ঐ সদর আদালত পশ্চাৎ লিখিত কৈফিয়তের নির্দ্দিষ্ট তারিখে বন্দ হইবেক এবং তাঁহারদের অধীন নানা জিলার দেওয়ানী আদালত বন্দ করিতে হুকুম দিতেছেন।

ডবলিউ কর্কপাত্রিক। ডেপুটী রেজিষ্টর।
ফোর্ট উলিয়ম ১৮৪৩। ২৪ মার্চ।

Statement of Hindoo and Mahomedan Holidays in the Year 1250, B. S. corresponding with 1843-44.

Names of Holidays.	English month.	Bengalee month.	Days of the Week.	No. of Days.
	1843.			
Futteh Dwazduhum, ...	April 13th	Bysakh 1st	Thursday, ...	1
Dusserah Gungapooja, ...	June 7th	Jyestee 25th	Wednesday, ...	1
Usnan Jattrah, ...	June 12th...	Jyestee 30th	Monday, ...	1
Ruth Jattrah, ...	June 29th...	Assaur 16th	Thursday, ...	1
Ruchchabundun, ...	August 10th	Srawun 26th	Thursday, ...	1
Junum Ustomee, ...	August 18th and 19th	Bhadoon 3d and 4th	Friday and Saturday,	2
Ununt Chodoordussee,... ...	September 7th	Bhadoon 23d	Thursday, ...	1
Mohaloya, Dusserah, Dewallee Bhydooj, and Eddool Fetre, ...	September 20th to October 26th ...	Assin 5th to Kartick 10th	Wednesday, to Thursday, ...	37
Juggutdhattree Poojah, ...	October 31st and November 1st ...	Kartick 15th and 16th	Tuesday and Wednesday, ...	2
Rash Jattrah, ...	November 6th ...	Kartick 21st	Monday, ...	1
Kartick Poojah, ...	November 14th and 15th	Kartick 29th and Ughran 1st ...	Tuesday and Wednesday, ...	2
Eclipse of the Moon, ...	December 7th	Ughran 23d	Thursday, ...	1
Do. of the Sun, ...	December 21st ...	Poos 7th	Thursday, ...	1
	1844.			
Edooz Zohah, ...	January 1st and 2nd	Poos 18th and 19th	Monday and Tuesday,	2
Ooterain Sunkraut, ...	January 12th	Poos 29th	Friday, ...	1
Mohurrum, ...	January 22d to February 5th	Maugh 10th to 24th	Monday to Monday,	15
Sheorattree, ...	February 16th and 17th	Falgoon 5th and 6th	Friday and Saturday	2
Dole Jattrah, ...	March 4th to 6th ...	Falgoon 22d to 24th	Monday to Wednesday, ...	3

[*Government Gazette, 11th April,* 1843.]

Names of Holidays.	English month.	Bengalee month.	Days of the Week.	No. of Days.
Barenee Ushnan, ...	March 16th	Chyte 4th	Saturday, ...	1
Akheree Chohar Shumba, ...	March 20th	Chyte 8th...	Wednesday, ...	1
Ramnowmee, ...	March 28th	Chyte 16th	Thursday, ...	1
Churruck Poojah,...	April 11th	Chyte 30th	Thursday, ...	1

N. B. The Native Holidays which fall on a Sunday or on the same day with other Holidays are not specified.

W. Kirkpatrick, *Deputy Register.*

বাঙ্গলা ১২৫০ সালে এতাবতা ইঙ্গরেজী ১৮৪৩। ৪৪ সালে হিন্দু ও মুসলমানেরদের পরবের তালিকা।

পরবের নাম	ইঙ্গরেজী মাস	বাঙ্গলা মাস	সপ্তাহের দিন	যত দিন বন্দ হইবে তাহা।
	১৮৪৩			
ফতে দোয়াজদহম	১৩ আপ্রিল	১ বৈশাখ	বৃহস্পতিবার	১
দশহরা গঙ্গাপূজা	৭ জুন	২৫ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	১
স্নানযাত্রা	১২ জুন	৩০ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	১
রথযাত্রা	২৯ জুন	১৬ আষাঢ়	বৃহস্পতিবার	১
রক্ষাবন্ধন	১০ আগস্ট	২৬ শ্রাবণ	বৃহস্পতিবার	১
জন্মাষ্টমী...	১৮ এবং ১৯ আগস্ট ...	৩ ও ৪ ভাদ্র	শুক্রবার ও শনিবার ...	২
অনন্ত চতুর্দ্দশী...	৭ সেপ্টেম্বর	২৩ ভাদ্র	বৃহস্পতিবার	১
মহালয়াদশহরা দেওয়ালী ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া ও ইদুল ফতর ...	২০ সেপ্টেম্বর অবধি ২৬ অক্টোবরপর্য্যন্ত	৫ আশ্বিনঅবধি ১০ কার্ত্তিকপর্য্যন্ত	বুধবারঅবধি বৃহস্পতিবারপর্য্যন্ত	৩৭
জগদ্ধাত্রীপূজা	৩১ অক্টোবর ও ১ নবেম্বর	১৫ ও ১৬ কার্ত্তিক ...	মঙ্গলবার ও বুধবার ...	২
রাসযাত্রা	৬ নবেম্বর	২১ কার্ত্তিক	সোমবার	১
কার্ত্তিক পূজা	১৪ ও ১৫ নবেম্বর ...	২৯ কার্ত্তিক ও ১ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার বুধবার	২
চন্দ্রগ্রহণ	৭ ডিসেম্বর	২৩ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতিবার	১
সূর্য্যগ্রহণ...	২১ ডিসেম্বর	৭ পৌষ	বৃহস্পতিবার	১
	১৮৪৪			
এদুজ জহা	১ ও ২ জানুআরি ...	১৮ ও ১৯ পৌষ ...	সোমবার মঙ্গলবার ..	২
উত্তরায়ণ সংক্রান্তি	১২ জানুআরি	২৯ পৌষ	শুক্রবার	১
মহরম	২২ জানুআরি অবধি ৫ ফেব্রুআরিপর্য্যন্ত	১০ মাঘঅবধি ২৪পর্য্যন্ত	সোমবারঅবধি সোমবারপর্য্যন্ত	১৫
শিবরাত্রি	১৬ ও ১৭ ফেব্রুআরি	৫ ও ৬ ফাল্গুণ	শুক্রবার ও শনিবার ..	২
দোলযাত্রা	৪ মার্চঅবধি ৬ পর্য্যন্ত	২২ ফাল্গুণ অবধি ২৪ পর্য্যন্ত	সোমবারঅবধি বুধবারপর্য্যন্ত	৩
বারুণী স্নান	১৬ মার্চ	৪ চৈত্র	শনিবার	১
আখেরি চহার শোম্বা	২০ মার্চ	৮ চৈত্র	বুধবার	১
রামনবমী	২৮ মার্চ	১৬ চৈত্র	বৃহস্পতিবার	১
চরক পূজা	১১ আপ্রিল	৩০ চৈত্র	বৃহস্পতিবার	১

মন্তব্য কথা। রবিবারে অথবা অন্য পরবের দিনে যে পরব পড়ে তাহা এই তালিকাতে লেখা গেল না।

John C. Marshman, *Bengalee Translator.*

ডবলিউ কর্কপাত্রিক। ডেপুটী রেজিষ্টর।

NOTIFICATIONS.

APPOINTMENTS BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

The 31st March, 1843.

Baboo Taruckchunder Ghose, 1st grade Moonsiff of Noabad, Zillah Jessore, to be Moonsiff of Mohanund, Zillah Hooghly.

Baboo Sreenath Bhooy (who has obtained a diploma) to be Moonsiff of Noabad, Zillah Jessore.

Baboo Grischunder Chatterjee (who has obtained a diploma,) to be acting Moonsiff of Jessore.

Baboo Gungagobind Surbadhikaree (who has obtained a diploma) to be Additional Moonsiff of Mudargunge, Zillah Mymensing.

J. Hawkins, *Register.*

বিজ্ঞাপন।

সদর দেওয়ানী আদালতের নিয়োগ।

১৮৪৩ সাল ৩১ মার্চ।

যশোহর জিলার নওয়াবাদের প্রথম শ্রেণীর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ হুগলী জিলার মহানন্দের মুনসেফ হইবেন।

যোগ্যতার পত্রপ্রাপ্ত শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ ভূঞা জিলা যশোহরের নওয়াবাদের মুনসেফ হইবেন।

যোগ্যতার পত্রপ্রাপ্ত শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র চাটুয্যা যশোহরের একটিং মুনসেফ হইবেন।

যোগ্যতার পত্রপ্রাপ্ত শ্রীযুত গঙ্গাগোবিন্দ সর্ব্বাধিকারী জিলা ময়মুনসিংহের মদারগঞ্জের অতিরিক্ত মুনসেফ হইবেন।

জে হকিন্স। রেজিষ্টর।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৪৩। ১১ আপ্রিল।]

CIVIL APPOINTMENTS.

No. 574.
FORT WILLIAM,
GENERAL DEPARTMENT,
The 31st March, 1843.

By the return of Mr. A. Fraser, of the Civil Service, from England, a Furlough has become available for this season in addition to the number published on the 1st November, 1842. The Honourable the Deputy Governor of Bengal is accordingly pleased to allot a Furlough to the Senior applicant on the List—Mr. E. H. C. Monckton.

T. R. DAVIDSON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 15.
FORT WILLIAM,
GENERAL DEPARTMENT,
The 29th March, 1843.
EDUCATION.

Mr. J. F. Morris is appointed Member of the Local Committee of Education at Jessore.

Major Bird, 24th Regiment N. I., Major Macadam, Deputy Commissioner, and Captain R. M. Ramsay, Deputy Commissioner, are appointed Members of the Local Committee of Education at Jubbulpore.

Captain Sir R. Shakespear, Deputy Commissioner, and Captain G. W. Hamilton, Deputy Commissioner, are appointed Members of the Local Committee of Education at Saugor.

Mr. H. S. Oldfield, Opium Agent Behar, is appointed a Member of the Local Committee of Education at Patna.

H. V. BAYLEY,
Depy. Secy. to the Govt. of India.

No. 485.
ORDERS BY THE HONOURABLE THE DEPUTY GOVERNOR OF BENGAL.
JUDICIAL AND REVENUE DEPARTMENT.
LEAVE OF ABSENCE.
The 27th March, 1843.

Mr. A. Grote, Special Deputy Collector of Midnapore and Hidgellee, for two years, to proceed to the Cape of Good Hope, under Medical Certificate.

APPOINTMENTS.
The 3d April, 1843.

Mr. C. Beadon, to officiate, until further orders, as Magistrate of Moorshedabad.

Mr. T. Young to be Magistrate of Backergunge, vice Mr. H. C. Halkett, from 22d ultimo.

Mr. F. A. E. Dalrymple to be Joint Magistrate and Deputy Collector of the 2d grade at Burdwan, but to continue to officiate as Joint Magistrate, and Deputy Collector of Bancoorah until further orders.

Mr. A. R. Young to be Joint Magistrate and Deputy Collector of the 2d grade at Balasore (Northern Division Cuttack.)

[*Government Gazette*, 11*th April*, 1843.]

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৫৭৪ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
জেনরল ডিপার্টমেণ্ট।
১৮৪৩ সাল ৩১ মার্চ।

সিবিলসম্পর্কীয় শ্রীযুত এ ফ্রেজর সাহেব ইঙ্গলণ্ডহইতে প্রত্যাগমন করাতে ১৮৪২ সালের ১ নবেম্বর তারিখে প্রকাশিত যে সকল নিয়মিত ছুটী খালী ছিল তদতিরিক্ত আর এক ছুটী খালী হইয়াছে অতএব বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর সাহেব বাহাদুর নিয়মিত ছুটীর আকাঙ্ক্ষি সাহেবেরদের ফর্দ্দের মধ্যের অগ্রগণ্য সাহেব অর্থাৎ শ্রীযুত ই এচ সি মঙ্কটন সাহেবকে ঐ ছুটী দিয়াছেন।

টি আর ডেবিডসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

১৫ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
জেনরল ডিপার্টমেণ্ট।
১৮৪৩ সাল ২৯ মার্চ।
বিদ্যাধ্যাপন।

শ্রীযুত জে এফ মরিস সাহেব যশোহরের বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বরী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

এদেশীয় ২৪ চব্বিশ রেজিমেণ্টের শ্রীযুত মেজর বর্ড সাহেব এবং ডেপুটী কমিস্যনর শ্রীযুত মেজর মেকআডম সাহেব এবং ডেপুটী কমিস্যনর শ্রীযুত কাপ্তান আর এম রামজে সাহেব জবলপুরের বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বরী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডেপুটী কমিস্যনর শ্রীযুত কাপ্তান সর রিচমণ্ড শেক্সপিয়র সাহেব এবং ডেপুটী কমিস্যনর শ্রীযুত কাপ্তান জি ডবলিউ হামিল্টন সাহেব সাগরের বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বরী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বেহারের আফীনের এজেণ্ট শ্রীযুত এচ এস ওল্ডফিল্ড সাহেব পাটনার বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বরী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

এচ বি বেলি।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের ডেপুটী সেক্রেটারী।

৪৮৫ নম্বর।
বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর সাহেবের হুকুম।
জুডিসিয়ল ও রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্ট।
ছুটী।
১৮৪৩ সাল ২৭ মার্চ।

মেদিনীপুর ও হিজলীর স্পেসিয়ল ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ গ্রোট সাহেব চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে কেপে গমনার্থ দুই বৎসরের ছুটী পাইয়াছেন।

নিয়োগ।
১৮৪৩ সাল ৩ আপ্রিল।

শ্রীযুত সি বিডন সাহেব অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত মুরশিদাবাদের মাজিস্ট্রেটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত এচ সি হালকেট সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত টি ইয়ং সাহেব বাকরগঞ্জের মাজিস্ট্রেট হইবেন।

শ্রীযুত এফ এ ই ডালরিম্পল সাহেব বর্দ্ধমানের দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন কিন্তু অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত বাঁকুড়ার জাইণ্ট মাজিস্ট্রেটী ও ডেপুটী কালেক্টরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুত এ আর ইয়ং সাহেব কটকের উত্তর অংশ অর্থাৎ বালেশ্বরের দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

Baboo Omakant Sein, Uncovenanted Deputy Collector in the 24-Pergunnahs, to officiate, until further orders, as Commissioner of the Soonderbuns.

Mr. Jas. Coull to be a Member of the Ferry Fund Committee at Mymensing, vice Mr. A. Coull.

NOTIFICATIONS.

Mr. R. Abercrombie made over charge of the Treasury of Deputy Collectorate of Bullooah to Mr. J. Wheler on the 20th ultimo.

Mr. J. Grant made over charge of the current duties of the office of Civil and Sessions Judge of Dinagepore to Moulvie Mahomed Khoorshed, the Principal Sudder Ameen of that District, on the 23d idem.

Mr. T. Bruce received charge of the office of Magistrate and Collector of Pooree (Southern Division of Cuttack) from Mr. R. N. Shore on the 21st idem.

Mr. Jas. Bedford, Sub-Assistant under the Commissioner of Assam, at Gowalparah, joined his appointment on the 9th idem.

The remaining portion of the leave of absence granted on the 10th February last, to Mr. E. T. Trevor, exercising powers of Joint Magistrate and Deputy Collector in Cuttack, has been cancelled from the 14th idem, the date on which he returned to his Station.

The remaining portion of the leave of absence granted on the 30th January last to Mr. Uncovenanted Deputy Collector R. T. W. Betts of Burdwan, has been cancelled from the 28th February last, the date on which he returned to his Station.

F. J. Halliday,
Secy. to the Govt. of Bengal.

চব্বিশপরগনার অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত সেন অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত সুন্দর বনের কমিস্যনরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত এ কুল সাহেবের পরিবের্ত্তে শ্রীযুত জেম্‌স কুল সাহেব ময়মুনসিংহের গুদারার নৌকার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুত আর আবরক্রম্বি সাহেব গত মাসের ২০ তারিখে বলুয়ার ডেপুটী কালেক্টরীর খাজানাখানার ভার শ্রীযুত জে উইলর সাহেবের প্রতি অর্পণ করিলেন।

গত মাসের ২৩ তারিখে শ্রীযুত জে গ্রাণ্ট সাহেব দিনাজপুরের সিবিল ও সেশন জজের কর্ম্মের ভার ঐ জিলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ খুরসেদের প্রতি অর্পণ করিলেন।

শ্রীযুত টি ব্রুস সাহেব কটকের দক্ষিণ অংশ অর্থাৎ পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরী কর্ম্মের ভার গত মাসের ২১ তারিখে শ্রীযুত আর এন শোর সাহেবের স্থানহইতে গ্রহণ করিলেন।

গোয়ালপাড়াতে আসামের কমিস্যনর সাহেবের সব আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জেম্‌স বেডফোর্ড সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৯ তারিখে আপনার কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

কটকের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ই টি ট্রিবর সাহেবকে গত ১০ ফেব্রুআরি তারিখে যে ছুটী দেওয়া গিয়াছিল তাহার অবশিষ্ট কাল বর্ত্তমান মাসের ১৪ তারিখ অর্থাৎ যে তারিখে তিনি আপনার কর্ম্ম স্থানে পুনর্ব্বার পঁহুছিলেন সেই তারিখঅবধি রহিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত আর টি ডবলিউ বেট্‌স সাহেবকে গত ৩০ জানুআরি তারিখের যে ছুটী দেওয়া গিয়াছিল তাহা ২৮ ফেব্রুআরি তারিখ অবধি অর্থাৎ যে তারিখে তিনি আপনার মোকামে ফিরিয়া আইলেন সেই তারিখঅবধি রহিত হইয়াছে।

এফ জে হালিডে।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS.

গবর্ণমেণ্টের ইশ্‌তিহার।

SALT.

নিমক।

এস্তেহার দেওয়া যাইতেছে যে শন ১৮৪৩ শাল তারিখ ১০ এপ্রেল রোজ সোমবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার পূর্ব্বে যে কোন সময়ে হউক নীচের লিখিত মোয়াজি হায় নেমক যাহা জেলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত গোলায় মৌজুদ আছে তাহার খরিদের জন্য দরখাস্ত সিল মোহর বন্দকরা এই দপ্তরখানায় লওয়া যাইবেক তদন্তর ঐ নেমকের দর শ্রীযুত সাহেবান আলিসান বোর্ড পরমিট নেমক ও আফিমের হুকুমানুসারে নির্দ্ধারিত হইবেক ঐ সকল দরখাস্তে ফিশত মোন নেমকের উপর যে ব্যক্তি যত মূল্য দিতে চাহিবেক তাহা কোম্পানির টাকায় লিখিতে হইবেক আর ঐ দরখাস্তের উপর এই জিকির থাকিবেক যে নীচের লিখিত মোকামের নেমকের বাবদ দরখাস্ত এবং দরখাস্তের শিরনামার উপর দরখাস্তকারি অথবা তাহার মোক্তার কিম্বা তাহার গোমাস্তার নাম লিখিত থাকিবেক ও দরখাস্ত খুলিবার নিরূপিত সময়ে দরখাস্তকারি অথবা তাহার মোক্তার কিম্বা গোমাস্তা কেহ একজন উপস্থিত না থাকিলে দরখাস্ত খোলা যাইবেক না এবং দরখাস্তের মাতবরির জন্য এক২ শত টাকা আমানতের স্বরূপ দাখিল করিতে-হইবেক তৎব্যতীত কোন দরখাস্ত মাতবর জ্ঞান করা যাইবেক না ঐ ১০০ টাকা যে ব্যক্তির দরখাস্ত মনজুর হইবেক তাহার নামে এই নেমক খরিদের হিসাবে জমা হইবেক কিম্বা দরখাস্ত মনজুর না হইলে ফেরত দেওয়া যাইবেক।

যে সকল ব্যক্তি নেমক খরিদের জন্য দরখাস্ত করিবেক তাহারদিগের উচিত যে দরখাস্ত করণের পূর্ব্বে ঐ নেমকের নমুনা নীচের লিখিত মোকামের গোলায় স্বচক্ষে দেখিয়া নেমকের রকম বুঝিয়া আপনার খাতিরজমামতে দরখাস্ত করে ইতি।

নেমকের বেওরা।

এজেন্সী অর্থাৎ জেলার নাম	ঘাটের নাম	কোন সনের পোক্তান	মওয়াজিয়ে নেমক
২৪ পরগনা গোরদা শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেবের নারায়ণপুর বালিয়া ঘাটা বেঁওতা	নারায়ণপুর বালিয়া ঘাটা বেঁওতা	১২৪৯ সাল	মোন—৫৫০০৲
		,,	,, ৫০০০৲
		,,	,, ২০০০৲
		,,	,, ৫০০৲

বমৌজিব হুকুম সাহেবান আলিসান বোর্ড পরমিট নিমক ও আফিম। তাং ৪ আপ্রিল সন ১৮৪৩ সাল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৩। ১১ আপ্রিল।]

এচ টরেন্স। সেক্রেটারী।

বাকীজাত নমক সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ২৮ ফিব্রুআরি।

হিজলী।		
ঘাট দক্ষিণ কালীনগর	১২৪৭ সাল	৪০৬৪৩৮॥০ মোন
ঐ ঐ	১২৪৮	৭১০৫৭৩॥০
ঐ ঐ	১২৪৯	২০/০
উত্তর কালীনগর	১২৪৭	৯২২৯৪/০
ভের পাইকা	১২৪৮	৩৬৬৩৬০/০
ঐ	১২৪৯	২০/০
কৃষ্ণনগর	১২৪৮	৪১০৭৫৮/০
ঐ	১২৪৯	৫/০
রামনগর	১২৪৮	৯১১৯৩/০
ঐ	১২৪৯	৭৫৪৫/
তমলুক।		
নারায়ণপুর	১২৪৭	৯৮২৪॥৬।
ঐ	১২৪৮	৫৩৭৮৭৭/০
ক্রোকী নমক	,,	১০১৸৫৵০
২৪ পরগনা।		
নারায়ণপুর বাহিরবুনি	১২৪৮	১৩৫৩/
ঐ তাফাল	,,	৪৯৮২২।০
বেঁওতা	,,	১৬৪০॥০
শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেবের নারায়ণপুর প্রথম রকম	১২৪৪	[illegible]
ঐ ঐ ঐ	১২৪৮	২৭৮৯॥৯
ঐ ঐ দ্বিতীয় রকম	,,	৩৭৫॥৩।
ঐ ঐ ঐ	১২৪৯	৬১/১।
বালিয়াঘাটা	১২৪৮	৩৩২॥০
ডাএমন হারবোর	১২৪৭	২৮৭২/৫
ঐ	১২৪৮	১৩৪৭৭/০
বাগুণ্ডী	১২৪৭	৪৭/০
ঐ	১২৪৮	৪১৭২৮৸০
চট্টগ্রাম।		
নেজামপুর ডোমখালি	১২৪৮	৬৬৫৮/০
সদর ঘাট	,,	১০২৭।৬
আরাকেন পাঙ্গা	১৮৪১। ৪২	৭২৭।০
ঐ ঐ	১৮৪২। ৪৩	১১৯৮৯৭৸৫
চট্টগ্রাম ক্রোকী নেমক	১৮৪৩	২৬॥৬
সালিখা।		
মাদরাজ পরমিট নেমক	১৮৪১। ৪২	১৮০৭১১/১
ঐ ঐ	১৮৪২। ৪৩	৪৬৬৫৬৮।৫
গুড়াসৈন্ধব ইনফিরিয়র	১৮৪০। ৪১	৭৮॥৭॥/০
ক্রোকী করকচ	১৮৪২। ৪৩	১৪।১
ঐ সৈন্ধব	,,	।৬।
কটক পাঙ্গা	১২৪৭	১৭১৯৭২॥৯
ঐ ঐ	১২৪৮	২৮৯৫৯৫।০
খোরদা পাঙ্গা	১২৪৫	৮০০/০
ঐ ঐ	১২৪৬	১১৫২/০
ঐ ঐ	১২৪৭	১৮৭৯৮৸৫
ঐ ঐ	১২৪৮	১১৪৪১৭/০
বালেশ্বর পাঙ্গা	১২৪৭	৩৩৮/৪
ঐ ঐ	১২৪৮	৩৫১২৫৩।১
ঐ ঐ	১২৪৯	৭১৪১২/
ক্রোকী পাঙ্গা	১৮৪২। ৪৩	১৯৫।৫৸০

বিমৌজিব হুকুম সাহেবান আনিশান বোর্ড পরমিট নেমক ও আফিম ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ২৭ মার্চ।

এচ টরন্সে। সেক্রেটারী।

OPIUM. আফিম।

ফোর্ট উলিয়ম আফিমদপ্তর সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ১১ মার্চ বাঙ্গলা মোতাবক্কে সন ১২৪৯ সাল তারিখ ২৯ ফাল্গুণ।

এস্তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ১৭ আপ্রিল মোতাবকে বাঙ্গলা সন ১২৫০ সাল তারিখ ৫ বৈশাখ সোমবার পূর্ব্বাহ্নে দিবা এগার ঘন্টার সময় মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে নীচের লিখিত

[Government Gazette, 11th April, 1843.]

মেকদার সন ১৮৪১ । ৪২ সালের পয়দায়শী আফিম সমুদ্র পথে রপ্তানির জন্য নীলামে পশ্চাৎ লিখিত শরুতে বিক্রয় হইবেক।

বেহারের পয়দায়শী আফিম	——২১০০
বানারসের পয়দায়শী আফিম	——১১০০
সিন্দুক	৩২০০

নীলামের শরত।

১ দফা। পূর্ব্বোক্ত আফিম সকল সমুদ্র পথে রপ্তানির জন্য বিক্রয় করা যাইবেক এবং একরূপে রপ্তানির মালভিন্ন অন্য কোন বাবতে সর্টিফিকেট দেওয়া যাইবেক না।

২ দফা। ফি সিন্দুক আফিম ন্যূন সংখ্যা কোং ৪০০ টাকা দরে নীলামে ধরা যাইবেক তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে চাহিবেক-তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক।

৩ দফা। যদি ঐ দিবসের নীলামে সমুদয় ৩২০০ সিন্দুক আফিম বিক্রয় না হয় তবে পরমিট নেমক ও আফিম বোর্ডের সাহেবান আলিশানের এক্তিয়ার রহিল যে যে সকল লাটহায় বাকী থাকিবেক তাহা তাহার পর আগামি নীলামে বিক্রয়ার্থে অর্পণ করিবেন।

৪ দফা। ঐ আফিমের ফি লাট ৫ পাঁচ সিন্দুকে হইবেক।

৫ দফা। ঐ নীলামে আফিম খরিদ করণের সময় নীলাম ঘরের ভিতর ও খরিদারের নামে লাট রেজিষ্টরি হওনের পূর্ব্বে ফি লাট ১০০০ টাকার অর্থাৎ ফি সিন্দুক ২০০ টাকার হিসাবে আমানত পেশগী বাবতে দর্শনি প্রামিস্বরি নোট অর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিতে হইবেক আর আগামি ২১ এপ্রেল শুক্রবার ১৮৪৩ সাল বেলা দুই প্রহর চারি ঘন্টার পূর্ব্বে বোর্ডের দফ্তরখানায় আসিয়া সবত্রেজরর সাহেবের রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ এওজ দিয়া পূর্ব্বোক্ত দর্শনি প্রামিস্বরি নোট সকল খালাস করিতে হইবেক কিন্তু নিরূপিত সময় মধ্যে যদি খালাস না করে তবে যে সকল লাটহায়ের আমানত পেশগী হিসাবের টাকা সবত্রেজরর সাহেবের রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ দাখিল না হইবেক তাহা বোর্ডের সাহেবান যে সময় ও নিয়ম স্থির করিবেন সেই সময় সেই নিয়মানুসারে ছানি নীলামে বিক্রয় হইবেক তাহাতে যে নোকশান ও খরচ খরচা পড়িবেক তাহা পূর্ব্বোক্তমতে যাহারদিগের আমানত পেশগী দাখিল করিতে ত্রুটি হইবেক তাহারদিগকে দিতে হইবেক ও মুনফা যদ্যপি হয় তাহা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারে জব্দ হইবেক।

৬ দফা। ঐ নীলামের দিবস পূর্ব্বোক্ত শরতমতে যে সকল প্রামিস্বরি নোট লওয়া যাইবেক তাহা যদি আগামি পূর্ব্বোক্ত সন ১৮৪৩ সালের ২১ আপ্রিল তারিখে খালাস না হয় তবে ঐ সকল নোট কোম্পানির তরফ উকীলের স্থানে দেওয়া যাইবেক তাঁহাকে যে মত উচিত বোধ হইবেক সেই মত তিনি ঐ নোটের বাবত টাকা আদায় করিবেন।

৭ দফা। যে আফিমের বাবত আমানত পেশগী টাকা ঐ ২১ আপ্রেল দিবা দুই প্রহর চারি ঘন্টার পূর্ব্বে দাখিল না হইবেক তাহার হিসাবে কোন টাকা সবত্রেজরর সাহেবের রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ পশ্চাৎ লওয়া যাইবেক না।

৮ দফা। যে সকল আফিম বিক্রয়ার্থে এক্ষণে এস্তাহার দেওয়া যাইতেছে তাহার কিস্মতের বেবাক টাকা নীলামের তারিখ অবধি ১ এক মাহার মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক অর্থাৎ সন ১৮৪৩ সালের ১৭ মে বুধবার দিবা দুই প্রহর চারি ঘন্টার পর উক্ত কিস্মতের বাবত ত্রেজরি রসিদ আর লওয়া যাইবেক না ও যে আফিমের কিস্মত পূর্ব্ব লিখিত মেয়াদের দিবস কিম্বা মেয়াদের পূর্ব্বে দাখিল হইয়া হিসাব রফা না হইবে তাহার ঐ পূর্ব্বোক্ত ফি লাট ১০০০ টাকার হিসাবে অথবা ফি সিন্দুক ২০০ টাকা হিসাবে যে আমানত পেশগীর নগদ টাকা অথবা কোন রকম কোম্পানির কাগজ যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকিবেক তাহা সরকারে জব্দ হইবেক পরে বোর্ড পরমিট নমক ও আফিমের সাহেবান আলিশান দ্বারা যে তারিখ যে প্রকার নীলাম করা উচিত বিবেচনা হইবেক সেই দিবস সেই প্রকার ঐ আফিম সরকার বাহাদুরের নিজ হিসাবে বিক্রয় হইবেক।

৯ দফা। যে সকল খরিদারাণ পূর্ব্বোক্তমতে বেবাক টাকা দাখিল করিয়া আফিমের সর্টিফিকেট অর্থাৎ আফিম বাহির করিবার হুকুম লইবেক তাহারদিগের এক্তিয়ার রহিল যে আপন খরিদা আফিমের প্রত্যেক সর্টিফিকেটের মধ্যে কত লাট আফিম দরজ করিতে চাহে তাহা বিশেষ করিয়া জানায় কারণ ইহা স্পষ্টরূপে জানা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্তমতে যে সকল সর্টিফিকেট একবার লইয়া যাইবেক তাহাতেই চূড়ান্ত হইবেক এবং ঐ সর্টিফিকেটের পরিবর্ত্তে পশ্চাৎ অন্য কোন সর্টিফিকেট অথবা হুকুম যাহাতে এক এক লাট করিয়া খালাস হইতে পারে অথবা প্রথম যত লাট কিম্বা সিন্দুকের জন্য সর্টিফিকেট দেওয়া যায় তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে কমী বেশী পরিমাণ খালাস হইতে পারে এমত সর্টিফিকেট এওজ দেওয়া যাইবেক না।

১০ দফা। এই এস্তাহারের ৫ দফার লিখিত নিয়মানুযায়ি আমানতের হিসাবে যে কোন কোম্পানির কাগজ অথবা সব ত্রেজরর সাহেবের রসিদ দাখিল করিয়া লইতে হইবেক তাহা কেবল যে সকল খরিদারের নাম সেল বহীতে লেখা থাকে তাহারদিগের নিকটহইতে অথবা তাহারদিগের এজেন্ট অর্থাৎ মোখ্তারের নিকটহইতে লওয়া যাইবেক এবং এইরূপে আমানৎ পেশগী দাখিলের রসিদ ঐ পূর্ব্বোক্ত খরিদারের নামে হইবেক ও আফিম মজকুর খালাস হইলে পরে পূর্ব্বোক্ত কোম্পানির কাগজ তাহারদিগকে অথবা তাহারদিগের বরাতি লোককে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবেক।

১১ দফা। শ্রীযুক্ত সাহেবান আলিশান বোর্ডের তরফ যে সাহেব নীলামের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন তাঁহার এমত এখ্তিয়ার আছে যে তিনি তাঁহার বিবেচনানুসারে কোন ব্যক্তির ডাক অগ্রাহ্য করেন কিন্তু যদিস্যাৎ ফি তাহারা যত লাট খরিদ করণার্থে ডাকিবেক তাহার ফিলাট ১০০০ এক হাজার টাকার হিসাবে অর্থাৎ ফি সিন্দুক ২০০ শত টাকার হিসাবে বাঙ্গাল বেঙ্ক নোট কিম্বা সব ত্রেজরর সাহেবের রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ দাখিল করে তবে তাহারদিগের ডাক অগ্রাহ্য করিবেন না।

১২ দফা। নীলামী খরিদারের এমত এখ্তিয়ার আছে যে প্রথম যে লাট খরিদ করিবেক সেই লাট নম্বরহইতে যত লাট সেই মোকামের মাল খরিদ করিতে চাহে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিয়া কহে এবং তদনুসারে খরিদ করে এমতে পহিলা লাটঅবধি ৫০ লাটের অধিক না হয় ও ঐ প্রকার খরিদা লাটহায়ের ফি লাট ১০০০ টাকা করিয়া ডিপাজিট অর্থাৎ আমানৎ পেশগী দিতে হইবেক এবং এই দরে অর্থাৎ প্রথম লাটের দরে বাকী লাটহায়ের

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৪৩ ১১ আপ্রিল।]

কিম্মত ফি সিন্দুক হিসাব করিয়া দাখিল করিতে হইবেক এমতে যদিস্যাৎ এত লাট গর বিক্রী থাকে যাহাতে ঐ ৫০ লাট পূরা হইতে পারে তবে পাইবেক নতুবা পাইবেক না।

১৩ দফা। এই এস্তাহারের লিখিত আফিমের বিক্রীসম্পর্কীয় কিম্বা ঐ আফিমের হিসাব রফার বিষয়ে কোন বিবাদ অথবা গরমেল্ল উপস্থিত হইলে তাহা সুবে বাঙ্গলার সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বিচারে নিষ্পত্তি হইবেক আর খরিদারান্দিগের মধ্যে কেহ ঐ আদালতের এলাকার অধীন নহে বলিয়া কোন আপত্তি করিলে গ্রাহ্য হইবেক না।

১৪ দফা। নীচের তফসীল মাফিক কাগজাত ও যে আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার নমুনা নীলামের দিবস দেখান যাইবেক অথবা তাহার পূর্ব্বে বোর্ড পরমিট নেমক ও আফিমের সেক্রেটারী সাহেবের দফ্তরখানায় অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবেক।

১ নং যে আফিম বিক্রয় কারণ এক্ষণে এস্তাহার হইল তাহার সর্টিফিকেট।

২ নং ঐ আফিম তজবীজের রিপোর্ট।

১৫ দফা। সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৪১। ৪২ সালের বেহার ও বানারসের আফিম তৈয়ারি কারণ গত সন হায়ের মত এহতিয়াত ও খবরদারী করা গিয়াছে বিশেষতঃ আফিমের লোচস্তক্কা নিস্তাঁজ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে এবং গুটি তৈয়ারি কারণ নিয়মিত পরিমাণ পাতি ব্যবহার করিতে এবং প্রতিগুটিতে সমান ভাগ আফিম রাখিতে সাবধান হওয়া গিয়াছে আফিম মজকুরের বেহার ও বানারসের মোকামি ওজনের হিসাব ও ঐ মোকামের ফি চালানহইতে ৬ সিন্দুক করিয়া কলিকাতায় যে ওজন করা যায় তাহার গড় ওজনের হিসাব বোর্ড পরমিট নমক ও আফিমের সেক্রেটারী সাহেবের দফ্তরখানায় তত্ত্ব করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবেক।

১৬ দফা। গত দুই সনের পয়দায়শী চারি সিন্দুক বেহার ও বানারসের আফিম রাখা গিয়াছে তাহা নীলামের দিবস খরিদারান লোককে দেখান যাইবেক তদ্দৃষ্টে বেপারিয়ান বিবেচনা করিতে পারিবেন যে কি প্রকার নির্ব্বিঘ্নাবস্থায় ঐ আফিম রহিয়াছে।

১৭ দফা। সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উপরের লিখিত মোকদ্দার আফিম সেওয়ায় নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক।

		বেহারের আফিম সিন্দুক	বানারসের আফিম সিন্দুক	জুমলা। সিন্দুক।
২২ মে	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১২০০	৮০০	২০০০
২৬ জুন	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৭৯৯	১৩৬৯	৩১৬৮
		২৯৯৯	২১৬৯	৫১৬৮

জানুআরি মাহার নীলামে	৩৫
ফিব্রুআরি ... ... „	১০
আপ্রেল ... ... „	৬৫
মে ... ... „	৪০
জুন ... ... „ ...	১৫০
সিন্দুক ... . „ ...	৩০০

১৮ দফা। ইঙ্গরেজ ও ফরাসিস উভয়ের ১৮১৫ সালের ৭ মার্চ তারিখের একরারনামার ৬ দফা বিমৌজিব ফরাসের হাকিমানকে ৩০০ সিন্দুক আফিম দেয় তাহা হাসিয়ার লিখিত দফানুসারে লওনার্থে তাঁহারা দরখাস্ত করিয়াছেন তদর্থে ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে যদ্যপি নিয়মিত মিয়াদ মধ্যে অর্থাৎ নীলামের দিবসঅবধি ১ এক মাহার মধ্যে ঐ আফিমের তাবৎ অথবা তাহার মধ্যে কতক আফিম খালাস না করেন তবে সেই আফিম কিম্বা যে পরিমাণ আফিম গর খালাসি থাকিবেক তাহা হয় কিম্মত আদায়ের মেয়াদ গতে যে নীলাম উপস্থিত হইবেক সেই নীলামে অথবা এক স্বতন্ত্র নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক।

বিমৌজিব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড পরমিট নেমক ও আফিম ইতি। এচ টরেন্স। সেক্রেটারী।

SALES OF LAND. জমীদারী নীলাম।

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

মনছুরপুর সাকিনের সেরাজঅলী সৈয়দ পীর মহম্মদের আয়মা তাহুদ কীসমতশাহাপুরের ।০ আনা রকমের পণ ফাজিলের টাকা পাওনের প্রার্থনায় এক কেতা দরখাস্ত এই মর্ম্মে গুজরাইলেক মতে ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সেওয়ায় মজহর উক্ত চারি আনা রকমের পণ ফাজিলের অন্য যে কেহ দাবিদার থাকে ১৫ রোজ মধ্যে মায় সবুদ দরখাস্ত গুজরায় নচেৎ মেয়াদ গতে উচিত হুকুম হইবেক এবিষয় সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাত কারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি। সন ১৮৪৩। তারিখ ২৭ মার্চ মোতাবেক সন ১২৪৯। তারিখ ১৫ চৈত্র।

Moorshedabad Collectorate, 27th March, 1843. W. J. H. Monry, *Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

বহরমপুর সাকিনের পুলিনবেহারি সেন আপন মোখ্তার রামগোবিন্দ মজুমদারের মারফত এককেতা দরখাস্ত এই প্রার্থনায় গুজরাইলেক যে উঁহারদিগের এজমালি জমিদারি অত্র জেলা সংক্রান্ত কীং মৌজে বহরমপুর সদর জমা কোম্পানী ৫৩৪/২ পাই টাকা ও কীং রামচন্দ্রপুর সদরজমা ১৬০৫১০ টাকা ও হুদা আশরফ ভাগ সদর জমা ১৪১৪।৩ পাই ও ডিহি চুপিগ্রাম রকম ॥০ আনা সদর জমা ৮৮৭॥৶৯ পাই ও মৌজে বুজরক নারায়ণপুর সদর জমা ২১৩।৶৫ পাই ও চক সঙ্গাই সদর জমা ৫৫।৶৩ পাই ও তং জয়কৃষ্ণপুর জমা ১৪১৬।৶৯ পাই ও মৌজে রাধাবল্লভ বাটী জমা ২৬॥৶৮ পাই ও কীং মৌজে বালাড়া জমা ২৩৬।৶৫ পাই ও কীং বালাড়া রকম ॥০ আনা জমা ৮০।৶১ পাই ও কীং বালাড়া রকম ৵৶ আনা জমা ৭৩৮॥/১ পাই ও কীং বালাড়া জমা ৩৮৲৭ পাই ও কীং বালাড়া জমা ২৮ ॥৶১১ পাই ও কীং বাঁলাড়া রকম ॥০ আনা জমা ৩১৯/৪ পাই এই সকল মহালের মোট সদর জমা কোম্পানির ৫৮৭০॥৶ টাকা মজহর ও বিশ্বম্ভর সেন ও রাধামোহন সেন দখীলকার বিশ্বম্ভর সেন ও বিশ্বময়ী দাস্যা ও লালমোহন সেন ও মজরের পিতা মদনমোহন প্রভৃতি ছয় সরিকের নামে সাধারণে তালুক লেখা যায় উঁহারা সকলে ষোল আনা অংশে রকম ৶১৩। – ক্রান্তি হারে দখীলকার আছে সম্প্রতি মজহরের পিতা মদনমোহন সেন ফৌত হওয়াতে মজহর তাহার উত্তরাধিকারিরূপে দখীলকার আছে অতএব উপরোক্ত সমুদয় মহালাতে উঁহার পিতার অংশ রকম ৶১৩। – ক্রান্তিতে মজহরের নাম জারী করা যায় মতে ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সেওয়ায় মজহর

উক্ত রকমের অন্য যে কেহ দাবিদার থাকহ ১৫ রোজ মধ্যে মায় সাবুদ দরখাস্ত দাখিল করহ নচেৎ মেয়াদ গতে উচিত হুকুম হইবেক এবিষয় সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতে কারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪৩ সাল তাং ২৪ মার্চ মোতাবেক সন ১২৪৯ তাং ১৫ চৈত্র।

W. J. H. MONEY, *Collector.*

NOTICE from the Deputy Collectorate of Zillah 24-Pergunnahs, Roy Oomakant, Sen Bahadoor, Deputy Collector, March 8th, 1843, corresponding with 26th Falgoon 1249, B. E. concerning the settlement of Resumed lands, Nos. 13, 15, 16, in Turuff Tittyghur, Purgunnah Calcutta.

Whereas upon the Mehals aforesaid containing 409 biggahs, 12 cottahs, and 4 chittacks of land, a rent of Sa. Rs. 487-8 as. 13½ gundas, or Co's. Rs. 520, 9 pie has been fixed upon a Ryutwaree settlement in the year 1836; and whereas a proclamation has repeatedly been issued ordering the former owner of those Mehals or his heirs to appear in Court, to fix the rent; but those Lakherajdars are always upon some pretence absent when the Deputy Collector is on his tour for making the settlement of the lands; and whereas on account of their absence, and the want of investigation, a report of a settlement with another individual was forwarded to the Superior Authority, they sent in a number of objections to the Office of the Revenue Commissioner, and did not permit a settlement to be made;—It is therefore notified, in order to prevent such contrivances in future, that if the real Lakherajdar, or his heirs, do not appear either in person or through their agents within the period of one month at this Court, and do not, according to custom, consent to a final settlement of the resumed land, and bring with them the writings in virtue of which they hold the lands, attested by themselves; after the above period, the settlement made with another individual shall be deemed final; and no objections will after that period be heard.

ইস্তাহারনামা কাছারি ডেপুটী কালেক্টরী জেলা চব্বিশপরগনা বৈঠকে শ্রীযুত রায় উমাকান্ত সেন বাহাদুর ডেপুটী কালেক্টর সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ৮ মার্চ মোতাবেক সন ১২৪৯ সাল তাং ২৬ ফালগুণ।

১৩। ১৫। ১৬ নং কলিকাতা পরগনার অন্তঃপাতি তরফ টিটা গড়িয়ার বাজেয়াপ্তি ভূমির দাএম বন্দোবস্ত বিষয়।

যেহেতুক উপরের লিখিত মহালাত বাবদী ৪০৯॥২। জমির খাজানা মং ৪৮৭॥১৩॥ সিক্কা কাত মং ৫২০৻৯ পাই কোম্পানি টাকা জমা সন ১৮৩৬ সালে প্রজাওয়ারি জমাবন্দী সুত্রে অবধারিত হইয়াছে পরে উক্ত মহালের সাবেক মালিক ও তাহারদিগের উত্তরাধিকারিগণ হাজির হইয়া বন্দোবস্ত করণার্থে বারম্বার ঘোষণাপত্র জারি করা গিয়াছে তাহাতে লাখেরাজদারাণ চতুরতাপূর্ব্বক যৎকালে দাএমি বন্দোবস্তের তদারক দাএর হয় তৎকালে তাহারা হাজির থাকে না পরিশেষ যে সময় লাখেরাজদারাণের বেতদারকি ও গরহাজিরি সববে অপর গ্রাহক সহিত বন্দোবস্ত সমাপনের রিপোর্ট উর্দ্ধ মহকুমায় প্রেরণ করা যায় সেই কালে তাহারা রেবিনিউ কমিস্যনরি মহকুমায় বিবিধ সেকাএত দরপেষ করত বন্দোবস্তের বাধকতা ঘটনা করে সুতরাং এমত স্থলে আগমস্য লাখেরাজদারাণের শঠতা ভঞ্জনের আবশ্যকতায় ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে উল্লিখিত মহালের আসল লাখেরাজদারাণ ও তস্য উত্তরাধিকারিগণ স্বয়ং কিম্বা মোক্তার দ্বারায় মেয়াদ এক মাস মধ্যে অত্র মহকুমায় হাজির আসিয়া রীতিপূর্ব্বক বাজেয়াপ্তী ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্বীকার করত ডৌল ইত্যাদি দস্তখৎ ও দাখিল করে নচেৎ মেয়াদ গতে বাজেয়াপ্তী জমির বন্দোবস্ত অপর লোক সহিত আমলে আসিবেক পশ্চাৎ কাহারো কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

ইস্তেহারনামা কাছারী ডেপুটী কালেক্টরী জেলা ২৪ পরগনা বৈঠকে শ্রীযুত রায় উমাকান্ত সেন বাহাদুর ডেপুটী কালেক্টর

NOTICE from the Deputy Collectorate of Zillah 24-Pergunnahs, Roy Oomakant Sen Bahadoor, Deputy Collector, regarding the measurement and settlement of the Resumed Mehal, a Chur near Howrah in Pergunnah Boro, according to the Rules of 11th August, 1840.

Whereas, the Settlement of the said Mehal under Reg. VII. of 1822 and Reg. IX. of 1825, will commence on the 1st April 1843; notice is therefore given to the public that all persons holding Lakheraj lands, or lands upon a Mocurrery lease or on a hereditary or temporary tenure, or as Theeka, or Corpha, or Ryutee lands, &c. are required within the period of one month, to appear in person or through their agents at the Cutcherry at Howrah, and to bring with them all documents and evidence in their possession to establish their title or right to hold such land. After the expiration of that period, the land will be resumed under the orders of Government, and a settlement made as usual. No objections after that period will be received. A. D. 1843, 1st March. B. E. 1249, 19th Falgoon.

সদর বোর্ডের সন ১৮৪০ সালের ১১ আগষ্ট তারিখের হুকুমমতে বোরো পরগনার অন্তঃপাতি ৺ গঙ্গানদীর চর ভরাটী বাজেয়াপ্তী মহাল চর হাওড়ার জরিফ ও বন্দোবস্ত বিষয়।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী সন ১৮২২ সালের সপ্তম আইন ও সন ১৮২৫ সালের নবমাইনের বিধানমতে উপরোক্ত মহালের বন্দোবস্তের কর্ম্ম সন ১৮৪৩ সালের ১ আপ্রেল তারিখঅবধি আরম্ভ হইবেক অতএব সর্ব্বজনার জ্ঞাপনার্থে ঘোষণা পত্র প্রকাশ করা যাইতেছে যে উক্ত মহালের মধ্যবর্ত্তী যে যে লোকের ভূমি লাখেরাজ কি মকররী জমায় ও মৌরুসী ও গর মৌরুসী ও ঠিকা ও কোরফা ও রাইয়তিপ্রভৃতি অন্যান্যাধিকারিস্বরূপে আছে তাহারদিগের উচিত যে মেয়াদ ১ মাস মধ্যে স্বয়ং কিম্বা মোক্তারের দ্বারায় মোকাম হাওড়া হজুরে হাজির হইয়া আপন২ স্বত্বাধিকারিত্বের ও ভোগদখলের প্রমাণ জনক নিদর্শন পত্রাদি ও সাক্ষী যাহা থাকে উপস্থিত করে নচেৎ মেয়াদ গতে উক্ত ভূমি সরকারের করশাসনার অধীনতায় বাজেয়াপ্ত হইয়া রীতি পূর্ব্বক বন্দোবস্ত আমলে আসিয়া কর ধার্য্য হইবেক পশ্চাৎ কাহারো কোন ওজর গ্রাহ্য হইবেক না ইতি সন ১৮৪৩ ইং তারিখ ১ মার্চ মোং সন ১২৪৯ বাং তারিখ ১৯ ফাল্গুণ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৩। ১১ আপ্রিল।]

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা বর্দ্ধমান মোকাম বাকুণ্ডা।

সন ১৮৪১ সালের ১২ আইনের মর্ম্মানুসারে নীচের লিখিত মহালাতের বাঙ্গলা সন ১২৪৯ সালের লাগাদ ফাল্গুণ মাসের কীস্তির বাকী মালগুজারী টাকা আদায় কারণ প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীযুত সাহেবান সদর বোর্ডের সন ১৮৪১ সালের ৬ অক্টোবরের সরকুলর চিঠীর আজ্ঞা প্রমাণ সন ১৮৪৩ সাল ২৯ মার্চ মোতাবেক সন ১২৪৯ সালের ১৭ চৈত্র বুধবারে দিবা দুই প্রহরের পর জেলা বর্দ্ধমান মোকাম বাকুণ্ডার কালেক্টরী কাছারীতে প্রকাশরূপে নম্বরওয়ারী শ্রেণীমত নীলামে বিক্রয় হইবেক নীলামের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সরকারী বাকী দাখিল হইবেক তৎপর নীলামের নিরূপিত দিবসে কোন ক্রমে বাকী টাকা দাখিল হইবেক না যে কেহ ইস্তাহারী মহালাত খরিদ করিবার বাসনা রাখহ নির্দ্ধারিত দিবসে জেলা বর্দ্ধমান মোং বাকুণ্ডার কালেক্টরী কাছারীতে হাজির হইয়া খরিদ করিবা নীলাম শেষ হইলে পর মূল্যের টাকার চতুর্থাংশ অর্থাৎ সিকি টাকা নগদ কি বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট অথবা ঐ ব্যাঙ্কের পোষ্ট বিল কিম্বা দাঁড়ামত দস্তখৎকরা কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়নাস্বরূপ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক খরিদারকে নীলামের দিবসাবধি ত্রিংশৎ অর্থাৎ ত্রিশ দিবসের মধ্যে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অবশিষ্ট মূল্যের টাকা দিতে হইবেক ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ১ মার্চ মোতাবেক সন ১২৪৯ সাল তারিখ।

নম্বর লাট	নাম পরগনা ও মৌজা	নাম জমিদার অর্থাৎ মালিকের	সালিয়ানা জমা কোম্পানি	তায়দাদ যাহা বিক্রী হইবেক	বাকী লাগাদ মার্চ সন ১৮৪৩। মং সন ১২৪৯ লাং ফাল্গুণ
২ নং	বারহাজারী	মহারাজাধিরাজ রাজা মহতাবচন্দ্র বাহাদুর	১১৯৬০১২॥/০	মুস্তলম জমিদারী	১৮৮৯৬৸/২
৩ নং	করিশুণ্ডা	ঐ	২৩৪৬৬।৶২	ঐ	২৮৮৬৶০
৫ নং	কুচ্যাকোল	৺ নিমাই সিংহ	৮২৮৪৷৵৯	ঐ	২৬৪৭৶৫
৬ নং	পচাল	রঘুনাথ মিশ্রী	৪০৮॥/৯	ঐ	১৩১৻৯
৭ নং	জামতড়া	৺ হরিপ্রসাদ পাঠক	৬৩৪১৸৶২	ঐ	১১৫৬॥৶৫
৯ নং	পং সাহারজোড়া	রাজা শঙ্করনারায়ণ দীগর	৩১১০৻৫	ঐ	১০০১।৵১
১০ নং	কিসমত সাহারজোড়া	রাজা শঙ্করনারায়ণ ও নিসেনন্দ ও বাসুদেব ও মদনমোহন সিংহ	১৫৫৬॥৶৩	ঐ	৩৯৮৶৩
১১ নং	বারাসত ॥ মৌজা	৺ জয়গোপাল মিশ্রী দিগরের মাতা শ্রীমত্যা তারামণি দাস্যা	২৯৮।৶৪	ঐ	৮৩৸৶৯
১২ নং	চাতরা কৃষ্ণনগর	কৈসোদাস মহান্ত	৯৬৮।৮	ঐ	১৯৯৸৶৫
১৩ নং	লহনা	অযোধ্যানাথ হাজরা ও রামধর্ম্ম হাজরা ও লোকনাথ হাজরা দীং	৫৫॥৶৪	ঐ	১৮॥৶৪
বাজেয়াপ্তী মহাল মোকামী বন্দোবস্ত চিরকালের জন্য।					
১৫ নং	জেমুয়া	জোনাব আলী	১৩৫৸/	মুস্তলম মৌজা	২৮।৵
১৬ নং	মুড়রা	রাধাকান্ত মহাপাত্র ও গদাধর মহাপাত্র	১৬৭৷৴৪	ঐ	৩১॥৶৪
১৭ নং	পাত্রহাটী তরফ গাঙ্গড়ী	গঙ্গানারায়ণ গোস্বামিদিগর	২৩৭।৵৯	ঐ	৪৬৶৯
১৮ নং	বাকী	রাজা গোপালসিংহ	৫৯৻৩	ঐ	১৪৷৴৩
২০ নং	শুরমানগর	রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী.	৬৫।৴/১১	ঐ	১২॥১১
২১ নং	তেঁতুলঠিঠা	কুড়ারাম শাস্তিকারী	৩৬/১	ঐ	১৮৲
২২ নং	রাধাবল্লভপুর	ভবানন্দ ঠাকুর	১৫৯॥৵৬	ঐ	৬৫৲
বাজেয়াপ্তী ইজারা মহালাত অর্থাৎ সন করারী মেয়াদি বন্দোবস্ত।					
২৩ নং	চাতরা কৃষ্ণনগরের জঙ্গলের আবাদী	কৈসোদাস মহান্ত	৬০৲	ইজারা হকিয়ত	২০৲
২৫ নং	গাঙ্গতোড়	রাজা জয়সিংহ	২৩৸৶৯	ঐ	১১৸৶৯
২৬ নং	বেতুড়	মির আওলাদ আলী	২০৷৴০	ঐ	১০৷৴০
২৭ নং	যমুনাবাঁধ আগাল	নীলামের খরিদার গুরুদাস হাজরা	১৬৬৷৴৭	ঐ	৩১৷৴৭
২৮ নং	খোর্দ্দ মাড়ুডিহা	রাজা জয়সিংহ	১১৯৩৫৶৬	ঐ	৫৪৪/২
২৯ নং	জামসলা	মিরমেহের আলী	১৮২৶	ঐ	৪০৲
৩০ নং	জুনসরা	বাবু বীরসিংহ দেও	রসদী জমা ১৮২৮৸/১১	ঐ	৩৪২৶৯
৩২ নং	রাধারমণপুর	চন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী রসদী	৩০৫॥৵৩	ঐ	৫৬।৶৩
৩৫ নং	কুঠী পাত্রসাএর	অযোধ্যানাথ হাজরা ও লোকনাথ হাজরা দীগর	৮০৲	ঐ	২২।/১

1st *March*, 1843. F. A. E. DALRYMPLE, *Offg. Deputy Collector.*

[*Government Gazette*, 11*th April*, 1843.]

SHERIFF'S SALE.

সরিফের নীলাম।

ইঁহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ৺ মেরি উএক ফিলডের অসি তামস ইএথর্ড সাহেব এবং আরাকিল গ্রেগরি আরাকিল সাহেবের নামে বেন্দিন্বিয়োনৈ এক্সপোনাস নামক যে এক পরওয়ানা কলিকাতার সরিফ সাহেবের হাতে আছে তাহার ক্ষমতাতে তিনি আপ্রিল মাসের ১৩ তারিখ বৃহস্পতিবারে বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফ সাহেবের দফ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকটে নীচের লিখিত বিষয় নীলাম করিবেন।

কলিকাতা নগরের বহুবাজারের কেওরডাইন গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ১৮ নম্বরী যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ।৩৮০ আট কাটা বারো ছটাক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত মৃত মেরি উএকফিলডের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম্ হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে গলি দক্ষিণ দিগে বিবি হিথরের বাটী ও ভূমি পূর্ব্ব দিগে কালীপ্রসাদ গড়গড়ির বাটী ও ভূমি এবং উত্তর দিগে বেমন সাহেবের বাটী ও ভূমি।

সরিফ সাহেবের দফ্তরখানায় অন্বেষণ করিলে নীলামের নিয়ম জানিতে পারিবেন।

INSOLVENT COURT.

যোত্রহীনেরদের আদালত।

IN THE COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of JAMES ROBERTSON, an Insolvent.

Notice is hereby given, that at a Court holden on the 4th day of March, 1843, an order was made in this matter, whereby it was amongst other things ordered, that unless cause be shewn to the contrary on Saturday, the 6th day of May next, the said Insolvent be for ever discharged from all liability whatsoever for or in respect of the several debts due from him to the several persons named in the Schedule annexed to the said order.

NATH. HUDSON,
Attorney for Insolvent.

Calcutta, 4th April, 1843.

শহর কলিকাতা অক্ষম ঋণিরদিগের পরিত্রাণার্থ আদালত।

জেম্স রাবর্টসন নামক এক ব্যক্তি অক্ষম ঋণির বিষয়ে।

এতদ্দ্বারা সকলকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে এক হাজার আট শত তেতাল্লিশ সালের মার্চ মাসের চতুর্থ দিবসে আদালতের যে এক বৈঠক হয় তাহাতে এই মোকদ্দমার বিষয়ে এক হুকুম হয় যে এতদ্বিষয়ে অন্য কোন বিপরীত হুকুম না হওনপর্য্যন্ত আগামি মে মাসের ষষ্ঠ দিবস শনিবারে উক্ত অক্ষম ঋণী উক্ত আদালতে আইনের ত্রিষষ্ঠ ধারানুসারে চিরকালের নিমিত্ত তাহার দাখিল করা ফর্দ্দে প্রকাশিত ঋণের বিষয়ে কোন দাওয়া অর্থাৎ নালিশ তাহার নামে এই আদালতে হইবেক সেই সকল ঋণের দায়ে পরিত্রাণ পায় ইতি।

নাথানিয়ল হড্সন্।
ঐ ইনসালবেণ্টের উকীল।

কলিকাতা ৪ আপ্রেল।

শহর কলিতাকার অক্ষম ঋণিরদিগের পরিত্রাণার্থে আদালত।

সকলকে খবর দেওয়া যাইতেছে যে ঐ আদালতের হুকুমানুসারে শহর কলিকাতার মীরজানীর গলি নিবাসি

নিকোলাস ডিক্রুস

ধর্ম্মতলার বাজারে কারবার করিতেন এ জেনেরেল ট্রেডর কমিস্যন এজেন্ট এবং বহুবাজারের কোচ বিল্ডরি কর্ম্ম করিতেন পরে সুবেবাঙ্গালার ফ্রেঞ্চ সেটিলমেণ্ট চন্দননগরে বাস করিতেন এবং তাহার উপর সন ১৮৪২ সালের ৭ নবেম্বর তারিখে এক মহাজন উইলিয়ম এনরীর দরখাস্তের দ্বারা ইন্সালবেন্ট লওনের হুকুম হয় তাহার তাৎপর্য্য অর্থাৎ গত রাজার অধিকারের নবম বৎসরের নিয়ম যাহা ভারতবর্ষের সকল অক্ষম দেনদারের উপকারের জন্য হইয়াছে সেই নিয়মানুসারে আপন ঋণহইতে উদ্ধারের প্রার্থনা করেন ঐ বিষয় শ্রবণের নিমিত্তে আগামী ৬ মে শনিবার দিবস ঐ আদালতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ঐ নিকোলাস ডিক্রুসের মহাজনদিগের নাম এক ফর্দ্দে নির্দ্দিষ্ট করিয়া ঐ আদালতের প্রধান ক্লার্কের দপ্তরখানায় দাখিল হইয়াছে তাহাতে যে মহাজনের বাঞ্ছা হয় সেই দপ্তরখানায় গিয়া দেখিবেন্ ইতি।

নাথানিয়ল হডসন।
ঐ ইনসালবেণ্টের উকীল।

কলিকাতা ৩ আপ্রেল ১৮৪৩।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৩। ১১ আপ্রিল।]

শহর কলিকাতার অক্ষম ঋণিরদিগের পরিত্রাণার্থে আদালত।

সকলকে খবর দেওয়া যাইতেছে যে ঐ আদালতের হুকুমানুসারে সুবে বাঙ্গালার জেলা ২৪ পরগনার সোনাই নিবাসী

চার্লস্ ফ্রেডিরিক মেনসন

সি এফ মেনসন নামে নালিশ হয় নিমক ও আফিস ডিপার্টমেণ্টের একজামিনর ও ইনডারসর এক্ষণে শহর কলিকাতার প্রধান কারাগারে বদ্ধ আছেন তাহার দরখাস্তের তাৎপর্য্য অর্থাৎ গত রাজার অধিকারের নবম বৎসরের নিয়ম যাহা ভারতবর্ষের সকল অক্ষম দেনদারের উপকারের জন্য হইয়াছে সেই নিয়মানুসারে আপন উদ্ধারের নিমিত্তে প্রার্থনা করেন্ ঐ দরখাস্ত শ্রবণের নিমিত্তে আগামি ৬ মে শনিবার দিবস ঐ আদালতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ঐ চার্লস ফ্রেডিরিক মেনসনের মহাজনদিগের নাম এক ফর্দ্দে নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার দরখাস্ত সম্বলিত ঐ আদালতের প্রধান ক্লার্কের দপ্তরখানায় দাখিল হইয়াছে তাহাতে যে মহাজনের বাঞ্ছা হয় সেই দপ্তরখানায় গিয়া দেখিবেন ইতি।

নাথানিয়ল হডসন।
ঐ ইনসালবেণ্টের উকীল।

কলিকাতা ৩ আপ্রেল ১৮৪৩।

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জান কাশমন সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

শ্রীরামপুর ১৮৪৩ সাল ১ আপ্রিল।

বর্ত্তমান আপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে এই পুস্তক প্রকাশ হইবেক

অর্থাৎ

দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ।

শ্রীযুত জান মার্শমন সাহেবকর্ত্তৃক রচিত।

এই পুস্তকের মধ্যে ১৭৯৩ সালঅবধি ১৮৪৩ সালের আরম্ভপর্য্যন্ত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের নিমিত্ত যে সকল আইন ও আইনের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডর হইয়া অদ্য-পর্য্যন্ত বহাল আছে তাহা দেওয়া গিয়াছে। আইনের যে তরজমা পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহা এই পুস্তকে ছাপা হইয়াছে কিন্তু আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর প্রথমবার বঙ্গভাষাতে তরজমা হইয়া এই পুস্তকে অর্পণ হইয়াছে।

যে কোন বিষয়ের আইন জানিবার আবশ্যক হয় তাহা অনায়াসে পাওয়া যায় এ নিমিত্ত এই পুস্তক ৭ অধ্যায়ে ও ২৮৩ ধারাতে বিভক্ত হইয়াছে। আইন বড় অক্ষরে ও আইনের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডর ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসে আইনের মর্ম্ম জানিতে পারেন্ এই নিমিত্ত প্রত্যেক আইন ও আই-নের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা প্রস্তুত হইয়া মূল গ্রন্থের প্রথমে দেওয়া গিয়াছে। ঐ খোলাসা অতি সংক্ষেপে এবং সহজ ভাষাতে তরজমা হইয়াছে এবং যে আইনপ্রভৃতির খোলাসা হইয়াছে ঐ খোলাসাতে মূল আইনইত্যাদির অঙ্কের জিকির আছে।

প্রত্যেক বালমে যে আইন ও আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর আছে তাহার নির্ঘণ্ট প্রত্যেক বালমের শেষ ভাগে দেওয়া গিয়াছে তাহাতে পাঠকগণ অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে এই গ্রন্থের মধ্যে কোন্২ আইনপ্রভৃতি দেওয়া গিয়াছে এবং তাহা গ্রন্থের কোন্২ স্থানে পাওয়া যায়।

পাট্টার হার ও পত্তনি তালুকের বিষয়ি এবং বাকী খাজানার নিমিত্ত ভূমি নীলামের এবং ক্রোক করণের এবং দলীলদস্তাবেজের ইষ্টাম্প এবং জবরদস্তী করিয়া বেদখল করণের বিষয়ি নানা বিধান যদ্যপি দেওয়ানী আইনের মধ্যে গণ্য নহে তথাপি তাহা না জানিলেমোকদ্দমা র নির্ব্বাহ সুন্দররূপে হইতে পারে না এই নিমিত্ত এই২ বিষয়ের সকল আইন আপেণ্ডিক্সের মধ্যে দেওয়া গিয়াছে।

এই দেওয়ানী আইনের সংগ্রহের মধ্যে যে সকল সংজ্ঞা আছে তাহার ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষার অভিধান দেওয়া গিয়াছে।

এই গ্রন্থ বর্ত্তমান মাসে প্রকাশ হইবেক। তাহার দুই বালমের মূল্য ২০৲ টাকা ধার্য্য হই-য়াছে। যাঁহারা আগামি মে মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থের মূল্য এবং আপনারদের ঠিকানা শ্রীযুত জান্ মার্শমন সাহেবের নিকটে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠান্ তাঁহারদের নিকটে ঐ গ্রন্থ বাঙ্গলা এবং উড়িষ্যা দেশে বিনাখরচে প্রেরণ করা যাইবেক। ১ মে তারিখের পর পাঠাওনের খরচ গ্রাহকেরদের লাগিবেক।

এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট নীচে দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম অধ্যায়।

দেওয়ানী আদালতের সংস্থাপন ও এলাকা।

ধারা

ধারা

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আদালতের আমলা ও পণ্ডিত ও মৌলবী এবং উকীল ও পাপর এবং ইষ্টাম্প।

ধারা

তৃতীয় অধ্যায়।

মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ডিক্রী জারী।

সপ্তম অধ্যায়।

সদর দেওয়ানী আদালত।



গবর্ণমেন্ট্ গেজেট্

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, APRIL 18, 1843.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৪৩ সাল ১৮ আপ্রিল।

DRAFTS OF ACTS.

[*Second Insertion.*]
FORT-WILLIAM,
LEGISLATIVE DEPARTMENT,
THE 10TH MARCH, 1843.

The following Draft of a proposed Act was read in Council for the first time on the 10th March 1843 :—

ACT No. —— OF 1843.

An Act concerning Appeals in the Presidencies of Fort William in Bengal and Bombay.

I. Whereas in the Presidencies of Fort William in Bengal and Bombay, Courts subordinate to the Zillah and City Courts have original jurisdiction in Suits for a value amounting to 10,000 Company's Rupees and upwards, in which Appeals may be preferred eventually to Her Majesty in Council, and it is expedient that in all such cases the Ordinary Appeal should be heard and determined by the Sudder Courts ; and it is expedient also that, in those Presidencies, in all cases for an amount or value less than 10,000 Company's Rupees decided by Principal Sudder Ameens, Ordinary Appeals should be heard and determined by the Judges of the Zillah and City Courts ;—

It is hereby enacted, that in the Presidencies of Fort William in Bengal and Bombay, all ordinary Appeals from Decrees passed by Courts subordinate to the Zillah and City Courts in Original Suits for an amount or value not less than 10,000 Company's Rupees, shall be heard and determined by the Sudder Courts.

II. And it is hereby enacted in modification of Section 4, Act No. XXV. of 1837, and of Section 2, Regulation VII. of 1831, of the Bombay Code, that in the Presidencies of Fort William in Bengal and Bombay, all Ordinary Appeals from the Decrees passed by Principal Sudder Ameens in Original Suits for an amount or value less than 10,000

আইনের মুনাবিদা।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।]
ফোর্ট উলিয়ম।
লেজিসলেটিব ডিপার্টমেন্ট।
ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১০ মার্চ।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুনাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১০ মার্চ তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথম বার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ——আক্ট।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম এবং বোম্বাই রাজধানীর অধীন দেশে যে আপীল হয় তাহার বিষয়ি আইন।

১ ধারা। যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম্ এবং বোম্বাই রাজধানীর অধীন দেশে দশ হাজার টাকা এবং তাহার উর্দ্ধ মূল্যের যে মোকদ্দমার উপর শেষে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমার জিলা ও শহরের আদালতের অধীন আদালতের আদৌ বিচার করণের ক্ষমতা আছে এবং সেই প্রকার মোকদ্দমার উপর জাবেতামত আপীলের বিচার ও নিষ্পত্তি হওয়া সদর আদালতে উচিত। এবং যেহেতুক ঐ২ রাজধানীর অধীন দেশে কোম্পানির দশ হাজার টাকার ন্যূন মূল্যের যে সকল মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের দ্বারা নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর জাবেতামত আপীল জিলা ও শহরের জজ সাহেবের বিচার ও নিষ্পত্তি করা উচিত।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম এবং বোম্বাই রাজধানীর অধীন দেশে কোম্পানির অন্যূন দশ হাজার টাকা মূল্যের প্রথমত উপস্থিত হওয়া সকল মোকদ্দমাতে জিলা ও শহরের আদালতের অধীন আদালত যে ডিক্রী করেন্ সেই ডিক্রীর উপর জাবেতামত সকল আপীলের বিচার ও নিষ্পত্তি সদর আদালতে হইবেক ইতি।

২ ধারা। এবং ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৪ ধারা ও বোম্বাই দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৭ আইনের ২ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম এবং বোম্বাই রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোম্পানির দশ হাজার টাকার কম মূল্যের প্রথমত উপস্থিতহওয়া সকল মোকদ্দমাতে প্রধান সদর আমীনেরা যে ডিক্রী করেন্ সেই ডিক্রীর উপর জাবেতা-

Company's Rupees, shall be heard and determined by the Judges of the Zillah and City Courts to which they are subordinate respectively.

III. And it is hereby enacted, in modification of Sections 3 and 4, Regulation VII. of 1831, of the Bombay Code, that when an Appeal from a Decree passed by a Subordinate Court in an Original Suit shall have been heard and determined by an Assistant Judge under a reference from the Judge of a Zillah Court, or when an Appeal from a Decree passed by an Assistant Judge in an Original Suit shall have been heard and determined by the Judge of a Zillah Court, the Decree of such Assistant Judge or Zillah Judge, upon such Appeal, shall be final, unless there be grounds for a Special Appeal.

Ordered, that the Draft now read be published for general information.

Ordered, that the said Draft be re-considered at the first meeting of the Legislative Council of India after the 10th day of June next.

F. J. HALLIDAY,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

NOTIFICATIONS.

APPOINTMENTS BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

THE 7th APRIL, 1843.

Baboo Anundchunder Bonnerjee, Moonsiff of Beergunge, Zillah Dinagepore, to be acting Moonsiff of Malfutgunge, Zillah Dacca.

Syud Saadut Hossein, (who has obtained a diploma) to be acting Moonsiff of Beergunge, Zillah Dinagepore.

J. HAWKINS, *Register.*

CIVIL APPOINTMENTS.

No. 578.
FORT WILLIAM,
GENERAL DEPARTMENT,
The 5th April, 1843.

Mr. F. M. Beaufort has been permitted to proceed to Moorshedabad, and prosecute his study of the Oriental languages, under the Superintendence of the Assistant to the Magistrate and Collector of Moorshedabad.

T. R. DAVIDSON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 579.
FORT WILLIAM,
GENERAL DEPARTMENT,
The 5th April, 1843.

Mr. E. H. Anson has been permitted to proceed to Agra, and prosecute his study of the Oriental languages, under the Superintendence of Mr. Hamilton, Secretary to Government of the North Western Provinces.

T. R. DAVIDSON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

মত সকল আপীলের জিলা ও শহরের আদালতের যে জজ সাহেবের অধীন ঐ প্রধান সদর আমীনেরা আছেন্ তাঁহার দ্বারা বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি ।

৩ ধারা । এবং বোম্বাই দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৭ আইনের ৩ ও ৪ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে অধীন আদালতের ডিক্রীর উপর যে আপীল হয় তাহা জিলার আদালতের জজ সাহেবের হুকুমক্রমে আসিষ্টান্ট জজ সাহেব বিচার ও নিষ্পত্তি করিলে অথবা প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে আসিষ্টান্ট জজ সাহেবের ডিক্রীর উপর আপীল জিলার জজ সাহেব বিচার ও নিষ্পত্তি করিলে খাস আপীলের হেতু যদি না থাকে তবে ঐ আপীলী মোকদ্দমাতে আসিষ্টান্ট জজ সাহেব কি জিলার জজ সাহেব যে ডিক্রী করেন্ তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি ।

হুকুম হইল যে এক্ষণে পাঠকরা মুসাবিদা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয় ।

হুকুম হইল যে আগামি ১০ জুন তারিখের পর ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের প্রথম যে বৈঠক হয় তাহাতে এই মুসাবিদা পুনর্ব্বার বিবেচনা করা যাইবেক ।

এফ জে হালিডে ।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

বিজ্ঞাপন ।

সদর দেওয়ানী আদালতের নিয়োগ ।

১৮৪৩ সাল ৭ আপ্রিল ।

দিনাজপুর জিলার বীরগঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র বাঁড়ুয্যা জিলা ঢাকার মালফতগঞ্জের মুনসেফ হইবেন ।

যোগ্যতার পত্রপ্রাপ্ত শ্রীযুত সায়দ শাআদত হুসেন জিলা দিনাজপুরের একটিং মুনসেফ হইবেন ।

জে হকিন্স । রেজিষ্টর ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ ।

৫৭৮ নম্বর ।
ফোর্ট উলিয়ম ।
জেনরল ডিপার্টমেন্ট ।
১৮৪৩ সাল ৫ আপ্রিল ।

শ্রীযুত এফ এম বোফর্ট সাহেব মুরশিদাবাদে গমনপূর্ব্বক তথাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টান্টের অধীনে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করণের অনুমতি পাইয়াছেন ।

টি আর ডেবিডসন ।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

---

৫৭৯ নম্বর ।
ফোর্ট উলিয়ম ।
জেনরল ডিপার্টমেন্ট ।
১৮৪৩ সাল ৫ আপ্রিল ।

শ্রীযুত ই এচ আনসন সাহেব আগ্রাতে গমনপূর্ব্বক উত্তর পশ্চিম দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী শ্রীযুত হামিল্টন সাহেবের অধীনে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করণের অনুমতি পাইয়াছেন ।

টি আর ডেবিডসন ।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

No. 261.
FORT WILLIAM,
GENERAL DEPARTMENT,
The 5th April, 1843.

The following Notification by the Right Honourable the Governor General is ordered to be published in the Calcutta Gazette:

No. 39 of 1843.
NOTIFICATION.
GENERAL DEPARTMENT,
Agra, 23d March, 1843.

The Honourable T. C. Robertson, Lieutenant Governor, resigned the Government of the North Western Provinces, and the Civil Service of the Honourable East India Company, from the 1st instant, being about to proceed from Bombay to Europe on the Steamer Victoria.

(Signed) C. G. MANSEL,
Offg. Secy. to Govt. of India,
with the Governor General.

By order of the Honourable the President in Council,

T. R. DAVIDSON,
Offg. Secy. to Govt. of India.

No. 529.

ORDERS BY THE HONOURABLE THE DEPUTY GOVERNOR OF BENGAL.

JUDICIAL AND REVENUE DEPARTMENT.
LEAVE OF ABSENCE.
The 3d April, 1843.

Mr. R. J. Brassey, Civil Assistant Surgeon at Sarun, for six months, under Medical Certificate, to proceed to sea for the benefit of his health.

APPOINTMENTS.

Mr. C. A. Lushington, Assistant to the Magistrate and the Collector of Sarun, to officiate as Register of Deeds under Act XXX. of 1838, during the absence of Mr. Assistant Surgeon Brassey.

The 10th April, 1843.

Mr. T. C. Hutchinson to officiate as Assistant Surgeon at Darjeeling in the room of Mr. Assistant Surgeon S. M. Griffith.

Mr. E. H. Lushington, Assistant to the Magistrate and the Collector of 24-Pergunnahs, to exercise the special powers described in Section 2, Regulation III. of 1821.

Mr. Assistant Surgeon J. Pagan, of Midnapore, to be Register of Deeds under Act XXX. of 1838 in that District.

Mr. H. V. Bayley to officiate as Special Deputy Collector of Midnapore during the absence of Mr. A. Grote, or until further orders.

The following Gentlemen are nominated Members of Municipal Committees at Patna:

FOR THE EASTERN DIVISON OF THE TOWN.

Mr. J. Davies, Baboo Bolakee Lal, Baboo Toolseeram, Syed Uzhar Ullee, Shaikh Imdad Ally, and Mehdee Ullee Khan.

[*Government Gazette*, 18*th April*, 1843.]

২৬১ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
জেনরল ডিপার্টমেন্ট।
১৮৪৩ সাল ৫ আপ্রিল।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের নীচের লিখিত বিজ্ঞাপন কলিকাতার গেজেটে প্রকাশ করিবার হুকুম হইয়াছে।

১৮৪৩ সাল ৩৯ নম্বর।
বিজ্ঞাপন।
জেনরল ডিপার্টমেন্ট।
আগ্রা। ১৮৪৩ সাল ২৩ মার্চ।

লেপ্টেনেণ্ট গবরনর শ্রীযুত অনরবিল টি সি রাবর্টসন সাহেব বিক্টোরিয়া নামক বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা বোম্বাইহইতে ইউরোপে গমন করিতে মনস্থ করিয়া বর্ত্তমান মাসের ১ তারিখঅবধি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের ভারের এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সিবিলসম্পর্কীয় কর্ম্মের ইশ্তাফা দিয়াছেন।

সি জি মানসল্‌প

শ্রীযুত গবরনর জেনরলর বাহাদুরের সমভিব্যাহারি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে।

টি আর ডেবিডসেন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

---

৫২৯ নম্বর।
বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেবের হুকুম।
জুডিসিয়ল ও রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্ট।
ছুটী।
১৮৪৩ সাল ৩ আপ্রিল।

সারণের সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত আর জে ব্রাসি সাহেব আপনার স্বাস্থ্যার্থে সমুদ্রে গমনের নিমিত্ত চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে ছয় মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

নিয়োগ।

শ্রীযুত ডাক্তর ব্রাসি সাহেবের অনুপস্থানপর্য্যন্ত সারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত সি এ লশিংটন সাহেব ১৮৩৮ সাহের ৩০ আইনানুসারে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরীর কার্য্য করিবেন।

১৮৪৩ সাল সাল ১০ আপ্রিল।

আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত এস এম গ্রোফিথ সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত টি সিঁ হচিনসন সাহেব দারজিলিঙ্গের আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকতা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবরের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত ই এচ লশিংটন সাহেব ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

মেদিনীপুরের আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুত জে পেগন সাহেব ঐ জিলাতে ১৮৩৮ সালের ৩০ আইনানুসারে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর হইবেন।

শ্রীযুত এ গ্রোট সাহেবের অনুপস্থান কি অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত শ্রীযুত এচ বি বেলি সাহেব মেদিনীপুরের স্পেসিয়ল ডেপুটী কালেক্টরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

নীচের লিখিত সাহেবেরা শহর পাটনার নগরীয় কার্য্য করণার্থ কমিটির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিশেষতঃ শহরের পূর্ব্ব দিগে শ্রীযুত জে ডেবিস সাহেব ও শ্রীযুত বাবু বোলাকিলাল ও শ্রীযুত বাবু তুলসীরাম ও শ্রীযুত সায়দ আসর আলী ও শ্রীযুত সেখ এমদাদ আলী এবং শ্রীযুত মেহদি আলী খাঁ।

For the Western Division of the Town.

Mr. J. Davies, Syed Altaf Hossein Khan, Rae Koosul Sing, Shaik Fuzel Allee, Moulvie Ahmudoollah, and Rae Behareepershaud.

LEAVES OF ABSENCE.

Brevet Captain C. G. Landon, commanding Khoordah and Balasore Paik Companies, from 16th February to the 30th instant, under Medical Certificate.

Baboo Govinchunder Kur, Uncovenanted Deputy Collector in Beerbhoom, for one month, under Medical Certificate.

NOTIFICATIONS.

Mr. George Plowden assumed charge of the office of Secretary to the Sudder Board of Revenue on the 1st instant.

Mr. W. J. H. Money received charge of the office of Magistrate, of Moorshedabad from Mr. W. H. Elliott on the 27th ultimo.

Mr. A. G. Macdonald received charge of the Collectorate of Rungpore from Mr. A. Dick on the 1st instant.

Mr. Assistant Surgeon G. Saunders assumed charge of the Medical duties of Nowgong, in Assam, from Mr. Apothecary Simons on the 24th ultimo. The latter Officer has been directed to return to his own Station at Gowahatty.

F. J. Halliday,
Secy. to the Govt. of Bengal.

পশ্চিম দিগের নিমিত্ত।

শ্রীযুত জে ডেবিস সাহেব ও শ্রীযুত সায়দ আলতফ হুসেন খাঁ ও শ্রীযুত রায় খোসাল সিংহ ও শ্রীযুত সেখ ফজল আলী ও শ্রীযুত মৌলবী আহমদুল্লা ও শ্রীযুত রায় বেহারিপ্রসাদ।

ছুটী।

খোর্দ্দা এবং বালেশ্বরের পাইকের অধ্যক্ষ কাপ্তান শ্রীযুত সি জি লাণ্ডন সাহেব চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে ফেব্রুআরি মাসের ১৬ তারিখঅবধি বর্ত্তমান মাসের ৩০ তারিখপর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

বীরভূমের অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র কর চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুত জর্জ প্লোডেন সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১ তারিখে সদর বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটারীর কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ জে এচ মনি সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখে শ্রীযুত ডবলিউ এচ এলিয়ট সাহেবের স্থানে মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্ম গ্রহণ করেন্।

শ্রীযুত এ জি মেকডনাল্ড সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১ তারিখে শ্রীযুত এ ডিক সাহেবের স্থানে রঙ্গপুরের কালেক্টরী কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

আসিষ্টান্ট চিকিৎসক শ্রীযুত জি সাণ্ডর্স সাহেব গত মাসের ২৪ তারিখে ঔষধপ্রস্তুতকারক শ্রীযুত সি জে সিমন্স সাহেবের স্থানে আসামের নওগাঁর চিকিৎসকতা কর্ম্ম গ্রহণ করেন্। শ্রীযুত সিমন্স সাহেবকে গৌহাটীতে স্বীয় কর্ম্মে প্রত্যাগমন করিতে হুকুম হইয়াছে।

এফ জে হালিডে।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS.

গবর্ণমেণ্টের ইশ্‌তিহার।

SALT.

নিমক।

এস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত পাঙ্গা নেমক পশ্চাদুক্ত নিরিখ দরে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে খরিদারানের উচিত যে ঐ নেমকের রকম জিলা ২৪ পরগনার মোং বালিয়াঘাটা গোলায় নমুনা দৃষ্টে খাতিরজমামত বুঝিয়া খরিদ করেন্ আর যে ব্যক্তি মোকাম মজকুরে প্রথমে রওয়ানা দাখিল করিবেক সেই ব্যক্তি পহিলা ওজন পাইবার যোগ্য হইবেক।

নেমকের বেওরা।

এজেন্সী অর্থাৎ জেলার নাম	ঘাটের নাম	কোন্ সনের পোক্তান	মওয়াজি নেমক	নিরিখদর ফি ১০০/ মোন
জেলা ২৪ পরগনা বালিয়াঘাটা	বালিয়াঘাটা	১২৪৯ সাল	মোন ২০০০/	কোং ৪৫০৲ টাকা

বোর্ড পরিমিট নিমক ও আফিম তাং ১৫ আপ্রেল সন ১৮৪৩ সাল। এচ টরেন্স। সেক্রেটারী।

SALES OF LAND.

জমীদারী নীলাম।

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

জালাল মহম্মদ এক কেতা দরখাস্ত এই বৃত্তান্তে গুজরায় যে কীং কান্দরা আয়মা বরকতুল্লা যাহার সদর জমা ৭॥/০ টাকা সরকারের বাকী আদায় কারণ নীলাম হওয়ায় মজহর ও মেছারউদ্দিন খরিদ করিয়া নীলাম মঞ্জুরির পর পণের বেবাক টাকা দাখিল করিয়াছে পরে মেছারউদ্দিন ঐ মহালের আপন অর্দ্ধেক হিস্যা মজহরকে বিক্রী করিয়া কওয়ালা রীতিমত লিখিয়া দিয়াছে মতে মজহর প্রার্থনা রাখে যে ঐ অর্দ্ধেক তাহুদে মজহরের নাম জারী করা যায় অতএব ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সেওয়ায় মজহর অন্য কেহ ঐ মহালের দারিদার থাকে তবে ১৫ রোজ মধ্যে হজুরে হাজির হইয়া আপন২ দরখাস্ত যায় সাবুদ গুজরায় নচেৎ মেয়াদ গতে উচিত হুকুম হইবেক ইতি সন ১৮৪৩ সাল ৭ আপ্রিল মোতাবক সন ১২৪৯ তাং ২৬ চৈত্র।

Moorshedabad Collectorate, 7th April, 1843.

W. J. H. Money, *Collector.*

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৪৩। ১৮ আপ্রিল।]

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

গোলাম ছমদানি ও গোলাম রবিয়া এক কেতা দরখাস্ত এই মর্ম্মে গুজরায় যে জগদ্দুর্লভ সিংহপ্রভৃতির জমিদারি পরগনে চূণাখালি সরকারের বাকী আদায় কারণ নীলাম হওয়াতে সরকারের পাওনা বাদে ৮০৮৲৪ টাকা তহবিলে মজুদ আছে মতে মজহরাণ প্রার্থনা রাখে যে মজহরাণের পিতা মুনসী এনাএতউল্লার রকম ৶০ আনার পণফাজিলের ১৫১॥০ টাকা উহারদিগে দেওয়া যায় এবিধায় এস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত রকমের পণাধিক্য উক্ত ১৫১॥০ টাকার সেওয়ায় মজহরাণ অন্য কেহ দাবিদার থাকে তবে ১৫ রোজ মধ্যে হজুরে হাজির হইয়া তাহার দরখাস্ত করে নচেৎ মেয়াদ গতে উচিত হুকুম হইবেক ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ৬ আপ্রেল মোতাবক সন ১২৪৯ তাং ২৫ চৈত্র।

Moorshedabad Collectorate, 6th April, 1843. W. J. H. Money, *Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

জগন্নাথপ্রসাদ সিংহ এক কেতা দরখাস্ত এই মর্ম্মে গুজরায় যে কীং পরগনে গোপীনাথপুর যাহার জমা ৭৩৫৪৸/১০ টাকা রাসবেহারি ও বলরাম সিংহদিগরের নামে তাহুত লেখা যাইত সরকারের বাকী আদায় কারণ বিক্রয় হইয়া সরকারের পাওনা বাদে ৮৭৭৮২৲ টাকা তহবিলে মজুদ আছে তাহার মধ্যে রাসবেহারি ও নন্দকুমার সিংহের হিস্যা /৮॥১০ ক্রান্তির কাত জমা ৬৫৭৲ টাকা যাহাতে মজহরের নিজ হিস্যা ৭/১৬। ক্রান্তির জমা ১৬৪। টাকার কাত পণফাজিল ১১৫৭।/৬॥ টাকা মজহরের পাওনা মতে প্রার্থনা রাখে যে ঐ টাকা উহাকে দেওয়া যায় অতএব ইস্তাহার দেওয়া যায় যে সেওয়ায় মজহর অন্য কেহ ঐ টাকার দাবিদার থাকে ১৫ রোজ মধ্যে হজুরে হাজির হইয়া আপন২ দরখাস্ত মায় সাবুদ গুজরায় নচেৎ মেয়াদ গতে উচিত হুকুম হইবেক ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ৭ আপ্রেল মোতাবেক সন ১২৪৯ সাল তাং ২৬ চৈত্র।

Moorshedabad Collectorate, 7th April, 1843. W. J. H. Money, *Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

সৈদাবাদ সাকীনের বিনোদীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক কেতা দরখাস্ত এই মর্ম্মে গুজরায় যে রাসবেহারি সিংহ প্রভৃতির জমিদারি পরগনে গোপীনাথপুর সরকারের বাকী আদায় কারণ ৮৯৫০০৲ টাকা মুল্যে নীলাম হইয়া সরকারের বাকী কর্ত্তন বাদে ৮৭৭৮২৶০ টাকা তহবিলে আমানৎ আছে মতে মজহর প্রার্থনা রাখে যে উক্ত মহালের রাসবেহারি সিংহের নামের রকম /১২/১০ = ও নীলাম খরিদা দরুন নন্দকুমার সিংহের রকম ৬॥= একুনে দুই রকমের /৮॥১০ আনার পণাধিক্যের রকম সিক্কা ১১৫৭।/৬॥ টাকা মজহরের হেবাসুরত পাওনা তাহাকে দেওয়া যায় এমতে ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত রকমের পণাধিক্য উক্ত টাকা সেওয়ায় মজহর অন্য কেহ দাবিদার থাকে তবে ১৫ রোজ মধ্যে হজুরে হাজির হইয়া তাহার দরখাস্ত করে নচেৎ মেয়াদ গতে উচিত হুকুম হইবেক ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ৬ আপ্রেল মোতাবক সন ১২৪৯ সাল ২৫ চৈত্র।

Moorshedabad Collectorate, 6th April, 1843. W. J. H. Money, *Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

জেলা বীরভূমের সংক্রান্ত মোকাম কয়থার মুনসেফের ডিক্রীর টাকা ধর্ম্মজয় মণ্ডল ডিক্রীদারের পাওনা মৃত রহরমতুল্লার উত্তরাধিকারি তস্য পরিজন বিলনবিবি দেনদারের দেনা আদায় কারণ চতুর্দ্দশ বিভাগের শ্রীযুত রেবিনিউর কমিস্যনর বাহাদুরের চলিত সনের ২২ মার্চের চিঠী ও জেলা বীরভূমের শ্রীযুত জজ সাহেবের ঐ সনের ২১ জানুআরির রুবকারির হুকুমানুসারে ঐ দেনদারের নীচের লিখিত সম্পত্তি সন ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন ও সন ১৭৯৬ সালের ১২ আইনের মর্ম্মানুযায়ী সন ১৮৪৩ সালের ১৭ মেই মোতাবক সন ১২৫০ সালের ৪ জ্যৈষ্ঠ রোজ বুধবার নীলাম হওনের ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যদি দেনদার এই ইস্তাহারের লিখিত সমুদয় টাকা নীলামের তারিখে দ্বিতীয় প্রহর দিবসপর্য্যন্ত ডাক আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব দাখিল না করে তবে ঐ তারিখে দ্বিতীয় প্রহর দিবস বাজিবার সময় এই জেলার কালেক্টরীর কাছারী মোকাম বহরমপুরাতে নীলাম হইবেক যে কেহ খরিদের বাসনা রাখহ ঐ তারিখে ডাক আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে ফিশত ১৫৲ টাকা হিসাবে ফিস সমেত হাজির হইয়া আইনমত খরিদ করহ এবিষয় সকলের জ্ঞাতকারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ৮ আপ্রিল মোতাবক সন ১২৪৯ সাল তাং ২৭ চৈত্র।

নম্বর লাট	নম্বর রেজিষ্টরী	নাম মহাল	নাম তালুকদার	সদর জমা সালিয়ানা	তাইন রকম যাহা নীলাম হইবেক	তায়দাদ ডিক্রীর টাকা	নীলামী কৈং মহাজনের রাজস্বের বাকী যাহা খরিদারকে দিতে হইবেক
১	২৩২০	কীং মৌজে রঘুনাথপুর	নইমুল্লা ও নহবতুল্লা ও রহমতুল্লা ও বৈকুণ্ঠ নাথ দাস ও ইন্দ্রদমন সিংহ ও রহিমুল্লা	মোট জমা ৭১৭।২ মধ্যে রকম চারি আনা জমা ১৭৯।/০॥ পাই	জেলা বীরভূমের শ্রীযুত জজ সাহেবের সন ১৮৪৩। ২১ জানুআরির রুবকারী অনুযায়ী এই মহালের রকম ।০ চারি আনা রহমতুল্লার হক নীলাম হইবেক।	উক্ত রুবকারি অনুযায়ী ২১২।৬ আর আসল ১৫১৶১৬ টাকার ইস্তক ২১ জানুআরি লাগাইদ ১৬ মেই সন হাল মুদ্দৎ ৩।২৭ রোজের কাত ৫৸৶৪ —— ২১৮৶১০	

সদর বোর্ডের সন ১৮৪১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২৫ নম্বরের সরকুলর চিঠীর আজ্ঞানুযায়ি বিজ্ঞাপন করা যায় যে উক্ত ভূমির সাবেক মালিকের উপর যে সকল দায় আছে তাহা খরিদারকে অর্শিবেক এবং মহালের পর সরকারের যে দাওয়া থাকে ঐ নীলামের দ্বারা কিছু লোপ হইবেক না ইতি।

Moorshedabad Collectorate, 8th April, 1843. W. J. H. Money, *Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

জেলা বীরভূমের সংক্রান্ত মোকাম কয়থার মুনসেফের ডিক্রীর টাকা গঙ্গাপ্রসাদ শাহা ডিক্রীদারের পাওনা কৃষ্ণমোহন মিত্র দেনদারের দেনা আদায় কারণ চতুর্দ্দশ বিভাগের প্রবল প্রতাপ শ্রীযুত রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবের চলিত সনের ২২ মার্চের চিঠী ও জেলা বীরভূমের শ্রীযুত জজ সাহেবের ঐ সনের ১৯ জানুআরির রুবকারীর আজ্ঞানুযায়ি উক্ত দেনদারের নীচের লিখিত সম্পত্তি সন ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন ও সন ১৭৯৬ সালের ১২ আইনের মর্ম্মানুযায়ি সন ১৮৪৩ সালের ১৭ মেই মোতাবক সন ১২৫০ সালের ৪ জ্যৈষ্ঠ রোজ বুধবার নীলাম হওনের ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যদি দেনদার এই ইস্তাহারের লিখিত সমুদয় টাকা নীলামের তারিখে দ্বিতীয় প্রহর দিবসপর্য্যন্ত ডাক আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব দাখিল না করে তবে এই তারিখে দ্বিতীয় প্রহর দিবা বাজিবার সময় এই জেলার কালেক্টরীর কাছারী মোকাম বহরমপুরাতে নীলাম হইবেক যে কেহ খরিদের বাসনা রাখহ এই তারিখে ডাক আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব ফিশত ১৫ টাকা হিসাবে ফিস সমেত হাজির হইয়া আইনমত খরিদ করহ এ বিষয় সকলের জ্ঞাত কারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল। ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ৮ আপ্রিল মোতাবক সন ১২৪৯ সাল তাং ২৭ চৈত্র।

নম্বর লাট	নম্বর রেজিষ্টরী	নাম মহাল	নাম তালুকদার	সদর জমা মালিয়ানা	তাইন রকম যাহা নীলাম হইবেক	তায়দাদ ডিক্রীর টাকা	নীলামী মহালের রাজস্বের বাকী যাহা খরিদারকে দিতে হইবেক	কৈং
৩	২০৪৭	কিসমত জড়ি ওং	চন্দ্রনারায়ণ মিত্র	মোট জমা ৫২৲১০ পাই মধ্যে রকম এক আনার জমা ৩।১	জেলা বীরভূমের শ্রীযুত জজ সাহেবের সন ১৮৪৩ সালের ১৯ জানুআরির রুবকারি অনুয়ায়ি এই মহালের রকম /০ এক আনা কৃষ্ণমোহন মিত্র দেনদারের হক নীলাম হইবেক	উক্ত রুবকারী অনুয়ায়ি ২২৸০ আর আসল ১৮৲১১৸ টাকার সুদ ইস্তক সন হালের ১৯ জানুআরি লাগাইত ১৬ মেই মুদ্দৎ ৩।২৯ রোজের কাত ॥৵৬ ——— ২৩।৵৬		

সদর বোর্ডের সন ১৮৪১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২০ নম্বরের সরকুলর চিঠীর আজ্ঞানুযায়ি বিজ্ঞাপন করা যায় যে উক্ত ভূমির সাবেক মালিকের উপর যে সকল দায় আছে তাহা খরিদারকে অর্শিবেক এবং মহালের পর সরকারের যে দাওয়া থাকে ঐ নীলামের দ্বারা কিছু লোপ হইবেক না ইতি।

Moorshedabad Collectorate, 8th April, 1843. W. J. H. Money, *Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

বলভদ্রপ্রসাদ সিংহের বনিতা মহামায়া দাস্যা এক কেতা দরখাস্ত এই মর্ম্মে গুজরায় যে পরগনে গোপীনাথপুর যাহার সদর জমা ৭৩৫৪৸/১০ টাকা রাসবেহারি সিংহদিগরের নামে তাহুদ লেখা যাইত সরকারের বাকী আদায় কারণ বিক্রী হইয়া সরকারের পাওনা বাদে ৮৭৭৮২৲ টাকা তহবিলে মজুদ আছে তাহার মধ্যে রাসবেহারি ও নন্দকুমার সিংহের হিস্যা /৮॥১০ ক্রান্তির কাত জমা ৬৫৬৲ টাকা তাহাতে মজহর নিজ হিস্যা ৭/১৬৸৶ কাত সদর জমা ১৬৪৲ টাকার কাত পণফাজিল ১৯৫৭।/৬॥ টাকা মজহরার পাওনা মতে প্রার্থনা রাখে যে ঐ টাকা উহাকে দেওয়া যায় অতএব ইস্তাহার দেওয়া যায় যে সেওয়ায় মজহরা অন্য কেহ ঐ টাকার দাবিদার থাকে ১৫ রোজ মধ্যে হজুরে হাজির হইয়া আপন২ দরখাস্ত মায় সাবুদ গুজরায় নচেৎ মিয়াদ গতে উচিত হুকুম হইবেক ইতি সন ১৮৪৩ সাল তাং ৭ আপ্রেল মোতাবেক সন ১২৪৯ সাল ২৬ চৈত্র।

Moorshedabad Collectorate, 7th April, 1843. W. J. H. Money, *Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

জেলা বীরভূমের সংক্রান্ত মোকাম কয়থার মুনসেফের ডিক্রীর টাকা সুভদ্রা দাস্যা ও জয়মণি দাস্যা ডিক্রীদারের পাওনা মৃত রহমতুল্লার উত্তরাধিকারি তস্য পরিজন বিলন বিবি দেনদারের দেনা আদায় কারণ চতুর্দ্দশ বিভাগের শ্রীযুত রেবিনিউর কমিস্যনর বাহাদুরের চলিত সনের ২২ মার্চের চিঠী ও জেলা বীরভূমের শ্রীযুত জজ সাহেবের ঐ সনের ২১ জানুআরি তারিখের রুবকারির আজ্ঞানুযায়ি ঐ দেনদারের সম্পত্তি নীচের লিখিতমত সন ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন ও সন ১৭৯৬ সালের ১২ আইনের মর্ম্মানুসারে সন ১৮৪৩ সালের ১৭ মেই মোতাবেক সন ১২৫০ সালের ৪ জ্যৈষ্ঠ রোজ বুধবার নীলাম হওনের ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যদি দেনদার এই ইস্তাহারের লিখিত সমুদায় টাকা নীলামের তারিখে দ্বিতীয় প্রহর দিবসপর্য্যন্ত ডাক আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব দাখিল না করে তবে ঐ তারিখে দ্বিতীয় প্রহর দিবস বাজিবার সময় এই জেলার কালেক্টরীর কাছারী মোকাম বহরমপুরাতে নীলাম হই

বেক যে কেহ খরিদের বাসনা রাখহ ঐ তারিখে ডাক আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব ফিশত ১৫ টাকা হিসাবে ফিস সমেত হাজির হইয়া আইনমত খরিদ করহ এ বিষয় সকলের জ্ঞাত কারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪৩। ৮ আপ্রেল মোতাবেক সন ১২৪৯ সাল তাং ২৭ চৈত্র।

নম্বর লাট	নম্বর রেজিষ্টরী	নাম মহাল	নাম তালুকদার	সদর জমা মালিয়ানা	তাইন রকম যাহা বিক্রয় হইবেক	তায়দাদ ডিক্রীর টাকা	নীলামী মহালের রাজস্বের বাকী যাহা খরিদারকে দিতে হইবেক।	কৈং
১	২৩২০	কীং মৌজে রঘুনাথপুর	নইমুল্লা ও নছরতুল্লা ও রহমতুল্লা ও রহিমুল্লা ও বৈকুণ্ঠনাথ দাস ও ইন্দ্রদমন সিংহ	মোট জমা ৭১৭।২ ও মধ্যে রকম চারিআনার জমা ১৭৯ ।/০॥ পাই	জেলা বীরভূমের শ্রীযুত• জজ সাহেবের সন ১৮৪৩ ২১ জানুআরির রুবকারী অনুযায়ি এই মহালের রকম ।০ চারিআনা রহমতুল্লার হক নীলাম হইবেক	উক্ত রুবকারী অনুযায়ি ২৪৩/৭ আসল ১৭১॥৶১১ টাকার সুদইস্তক ২১ জানুআরি নাগাইত ১৬ মেই সন হাল মুদ্দৎ ৩। ২৭ রোজের কাত ৬৸০ —— ২৪৯৬/৭		

সদর বোর্ডের সন ১৮৪১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২৫ নম্বরের সরক্যুলর চিঠীর আজ্ঞানুযায়ি বিজ্ঞাপন করা যায় যে উক্ত ভূমির সাবেক মালিকের উপর যে সকল দায় আছে তাহা খরিদারকে অর্শিবেক এবং মহালের পর সরকারের যে দাওয়া থাকে ঐ নীলামের দ্বারা কিছু লোপ হইবেক না ইতি।

Moorshedabad Collectorate, 8th April, 1843. W. J. H. MONEY, *Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

কুলবেড়িয়া নিবাসি জানকীনাথ চৌধুরী ও দয়ারাম চৌধুরী উভয়ে দাঙ্গাতে প্রবর্ত্ত হওয়ায় শহর মুরশিদাবাদের শ্রীযুত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরহইতে তাহারদিগের নিকট ২৫০।২৫০ টাকা সংখ্যার সচ্চরিত্রের বিষয় জামিন তলব হওয়াতে রামদয়াল চৌধুরী ও বিষ্ণুরাম চৌধুরী দুই জনাতে জানকীনাথ চৌধুরীর জামিন হইয়া উক্ত রামদয়াল চৌধুরী আপন তায়দাদ জামিনীতে আবদ্ধ রাখিয়াছিল পুনরায় ঐ জানকীনাথ দাঙ্গায় প্রবর্ত্ত হওনাপরাধে প্রশংসিত মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জামিনদার রামদয়াল চৌধুরীর জামিনীর মধ্যে ২০০৲ শত টাকা তলব করেন্ তাহা আদায় করে না মতে চতুর্দ্দশ বিভাগের শ্রীযুত রেবিনিউর কমিস্যনর বাহাদুরের চলিত সনের ৩ মার্চের রুবকারীর আজ্ঞানুযায়ি ঐ দুই শত টাকা আদায় করা আবশ্যক হইয়া সন ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ৮ ধারার মর্ম্মানুসারে উক্ত রামদয়াল চৌধুরীর জামিনীর আবন্ধীয় বস্তু নীচের তপশীল মত সন ১৮৪৩ সালের তারিখ ১ মেই মোতাবেক সন ১২৫০ সালের ১৯ বৈশাখ নীলাম হওনের ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যদি দায়ী ঐ দুই শত টাকা বেবাক নীলামের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত দাখিল না করে তবে ঐ নীলামের নিরূপিত দিবসে টাকা দিলে তাহা গ্রহণ না হইয়া এই কালেক্টরির কাছারিতে নীলাম হইবেক যে কেহ খরিদের বাসনা রাখহ আপন২ ডাক সংখ্যার ফিশত ২৫ টাকা হিসাবে ফিস সমেত হাজির হইয়া আইনমত খরিদ করহ এবিষয় সর্ব্বলের জ্ঞাত কারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ৮ আপ্রেল মোতাবক সন ১২৪৯ সাল তারিখ ২৭ চৈত্র।

নম্বর লাট	নম্বর রেজিষ্টরী	নাম মহাল	নাম তালুকদারান	সদর জমা মালিয়ানা	তায়দাদ রকম যাহা নীলাম হইবেক	তাইন তঙ্কা	কৈং
১	১৭৮৯	কীসমত পরগনে কুলবেড়িয়া	শ্যামরাম ও জানকীনাথ ও রামকুমার ও রামদুর্ল্লভ ও রামদয়াল ও রামসন্তোষ ও যাদবচন্দ্র ও বিষ্ণুরাম ও দয়ারাম চৌধুরী ও সুখদা ও শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী ও রুদ্রাণী দেব্যা।	১৩৯৮॥৶৭	এই মহালের মধ্যে রকম /১৸৶ এক আনা একগণ্ডা পোনের কাগ রামদয়াল চৌধুরীর জামিনীর আবন্ধীয় হক নীলাম হইবেক।	২০০৲	

Moorshedabad Collectorate, 8th April, 1843. W. J. H. MONEY, *Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

জেলা বীরভূমের সংক্রান্ত মোঁকাম কয়থার মুনসেফের ডিক্রীর টাকা নফরচন্দ্র দাস ডিক্রীদারের পাওনা মিঞা রহমতুল্লা দেনদারের দেনা আদায় কারণ চতুর্দ্দশ বিভাগের শ্রীযুত রেবিনিউর কমিস্যনর বাহাদুরের চলিত সনের ২২ মার্চের চিঠী ও জেলা বীরভূমের শ্রীযুত জজ সাহেবের ঐ সনের ১৯ জানুআরির রুবকারীর আজ্ঞানুযায়ি ঐ দেনদারের নীচের লিখিত সম্পত্তি সন ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন ও সন ১৭৯৬ সালের ১২ আইনের মর্ম্মানুসারে সন ১৮৪৩ সালের ১৭ মেই মোতাবেক সন ১২৫০ সালের ৪ জ্যৈষ্ঠ রোজ বুধবার নীলাম হওনের ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যদি দেনদার এই ইস্তাহারের লিখিত সমুদয় টাকা নীলামের তারিখে দ্বিতীয় প্রহর দিবসপর্য্যন্ত ডাক আ-

রম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব দাখিল না করে তবে ঐ তারিখে দ্বিতীয় প্রহর দিবস বাজিবার সময় এই জেলার কালেক্টরীর কাছারী মোকাম বহরমপুরাতে নীলাম হইবেক যে কেহ খরিদের বাসনা রাখহ ঐ তারিখে ডাক আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব ফিশত ১৫৲ টাকা হিসাবে ফিস সমেত হাজির হইয়া আইনমত খরিদ করহ এ বিষয় সকলের জ্ঞাত কারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ৮ আপ্রিল মোতাবেক সন ১২৪৯ সাল তারিখ ২৭ চৈত্র।

নম্বর লাট	নম্বর রেজিষ্টরী	নাম মহাল	নাম তালুকদারি	সদর জমা মালিয়ানা	তাইন রকম যাহা নীলাম হইবেক	তায়দাদ ডিক্রীর টাকা	নীলামী মাহালের রাজস্বের বাকী যাহা খরিদারকে দিতে হইবেক।	কৈং
১	২৩২০	কীং মৌজে রঘুনাথপুর	নইমুল্লা ও নছরতুল্লা ও রহমতুল্লা ও রহিমুল্লা ও বৈকুণ্ঠনাথ দাস ও ইন্দ্রদমন সিংহ	মোট জমা ৭১৭।২ মায় রকম।০ আনার জমা ১৭৯ ।/২॥	জেলা বীরভূমের শ্রীযুত জজ সাহেবের সন ১৮৪৩ সালের ১৯ জানুআরি তারিখের রুবকারি অনুযায়ি এই মহালের রকম।০ চারি আনা রহমতুল্লার হক নীলাম হইবেক	উক্ত রুবকারীর অনুযায়ি ৩৩৬।৶১৪॥ আর আসল ১০১।০ টাকার সুদ ইস্তক ১৯ জানুআরি লাগাইত ১৬ মেই সন হাল মুদ্দৎ ৩।২৯ রোজের কাত ৪৲ ——— ৩৪০।৶১৪॥		

সদর বোর্ডের সন ১৮৪১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২৫ নম্বরের সরকুলর চিঠীর আজ্ঞানুযায়ি বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে উক্ত ভূমির সাবেক মালিকের উপর যে দায় আছে তাহা খরিদারকে অর্শিবেক এবং মহালের পর সরকারের যে দাওয়া থাকে ঐ নীলামের দ্বারা কিছু লোপ হইবেক না ইতি।

Moorshedabad Collectorate, 8th April, 1843.

W. J. H. MONEY, *Collector.*

NOTICE from the Deputy Collectorate of Zillah 24-Pergunnahs, Roy Oomakant Sen Bahadoor, Deputy Collector, March 8th, 1843, corresponding with 26th Falgoon 1249, B. E. concerning the settlement of Resumed lands, Nos. 13, 15, 16, in Turuff Tittyghur, Purgunnah Calcutta.

Whereas upon the Mehals aforesaid containing 409 biggahs, 12 cottahs, and 4 chittacks of land, a rent of Sa. Rs. 487-8 as. 13½ gundas, or Co's. Rs. 520, 9 pie has been fixed upon a Ryutwaree settlement in the year 1836; and whereas a proclamation has repeatedly been issued ordering the former owner of those Mehals or his heirs to appear in Court, to fix the rent; but those Lakherajdars are always upon some pretence absent when the Deputy Collector is on his tour for making the settlement of the lands; and whereas on account of their absence, and the want of investigation, a report of a settlement with another individual was forwarded to the Superior Authority, they sent in a number of objections to the Office of the Revenue Commissioner, and did not permit a settlement to be made;—It is therefore notified, in order to prevent such contrivances in future, that if the real Lakherajdar, or his heirs, do not appear either in person or through their agents within the period of one month at this Court, and do not, according to custom, consent to a final settlement of the resumed land, and bring with them the writings in virtue of which they hold the lands, attested by themselves; after the above period, the settlement made with another individual shall be deemed final; and no objections will after that period be heard.

ইস্তাহারনামা কাছারি ডেপুটী কালেক্টরী জেলা চব্বিশপরগনা বৈঠকে শ্রীযুত রায় উমাকান্ত সেন বাহাদুর ডেপুটী কালেক্টর সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ৮ মার্চ মোতাবেক সন ১২৪৯ সাল তাং ২৬ ফালগুণ।

১৩। ১৫। ১৬ নং কলিকাতা পরগনার অন্তঃপাতি তরফ টিটা গড়িয়ার বাজেয়াপ্তি ভূমির দাএম বন্দোবস্ত বিষয়।

যেহেতুক উপরের লিখিত মহালাত বাবদী ৪০৯॥২। জমির খাজানা সং ৪৮৭॥১৩॥ সিক্কা কাত সং ৫২০৻৯ পাই কোম্পানি টাকা জমা সন ১৮৩৬ সালে প্রজাওয়ারি জমাবন্দী সুত্রে অবধারিত হইয়াছে পরে উক্ত মহালের সাবেক মালিক ও তাহারদিগের উত্তরাধিকারিগণ হাজির হইয়া বন্দোবস্ত করণার্থে বারম্বার ঘোষণাপত্র জারি করা গিয়াছে তাহাতে লাখেরাজদারাণ চতুরতাপূর্ব্বক যৎকালে দাএমি বন্দোবস্তের তদারক দাএর হয় তৎকালে তাহারা হাজির থাকে না পরিশেষ যে সময় লাখেরাজদারাণের বেতদারকি ও গরহাজিরি সববে অপর গ্রাহক সহিত বন্দোবস্ত সমাপনের রিপোর্ট উর্দ্ধ মহকুমায় প্রেরণ করা যায় সেইকালে তাহারা রেবিনিউ কমিস্যনরি মহকুমায় বিবিধ সেকাএত দরপেষ করত বন্দোবস্তের বাধকতা ঘটনা করে সুতরাং এমত স্থলে আগমস্য লাখেরাজদারাণের শঠতা ভঞ্জনের আবশ্যকতায় ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে উল্লিখিত মহালের আসল লাখেরাজদারাণ ও তস্য উত্তরাধিকারিগণ স্বয়ং কিম্বা মোক্তার দ্বারায় মেয়াদ এক মাস মধ্যে অত্র মহকুমায় হাজির আসিয়া রীতিপূর্ব্বক বাজেয়াপ্তী ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্বীকার করত ডৌলইত্যাদি দস্তখৎ ও দাখিল করে নচেৎ মেয়াদ গতে বাজেয়াপ্তী জমির বন্দোবস্ত অপর লোক সহিত আমলে আসিবেক পশ্চাৎ কাহারো কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

ইস্তেহারনামা কাছারী ডেপুটী কালেক্টরী জেলা ২৪ পরগনা বৈঠকে শ্রীযুত রায় উমাকান্ত সেন বাহাদুর ডেপুটী কালেক্টর।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৩। ১৮ আপ্রিল]

NOTICE from the Deputy Collectorate of Zillah 24-Pergunnahs, Roy Oomakant Sen Bahadoor, Deputy Collector, regarding the measurement and settlement of the Resumed Mehal, a Chur near Howrah in Pergunnah Boro, according to the Rules of 11th August, 1840.

Whereas, the Settlement of the said Mehal under Reg. VII. of 1822 and Reg. IX. of 1825, will commence on the 1st April 1843; notice is therefore given to the public that all persons holding Lakheraj lands, or lands upon a Mocurrery lease or on a hereditary or temporary tenure, or as Theeka, or Corpha, or Ryutee lands, &c. are required within the period of one month, to appear in person or through their agents at the Cutcherry at Howrah, and to bring with them all documents and evidence in their possession to establish their title or right to hold such land. After the expiration of that period, the land will be resumed under the orders of Government, and a settlement made as usual. No objections after that period will be received. A. D. 1843, 1st March, B. E. 1249, 19th Falgoon.

সদরঁ বোর্ডের সন ১৮৪০ সালের ১১ আগষ্ট তারিখের হুকুমমতে বোরো পরগনার অন্তঃপাতি ৺ গঙ্গানদীর চর ভরাটী বাজেয়াপ্তী মহাল চর হাওড়ার জরিফ ও বন্দোবস্ত বিষয়।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী সন ১৮২২ সালের সপ্তম আইন ও সন ১৮২৫ সালের নবমাইনের বিধানমতে উপরোক্ত মহালের বন্দোবস্তের কর্ম্ম সন ১৮৪৩ সালের ১ আপ্রেল তারিখঅবধি আরম্ভ হইবেক অতএব সর্ব্বজনার জ্ঞাপনার্থে ঘোষণা পত্র প্রকাশ করা যাইতেছে যে উক্ত মহালের মধ্যবর্ত্তী যে যে লোকের ভূমি নাখেরাজ কি মকররী জমায় ও মৌরুসী ও গর মৌরুসী ও ঠিকা ও কোরফা ও রাইয়তিপ্রভৃতি অন্যান্যাধিকারিস্বরূপে আছে তাহারদিগের উচিত যে মেয়াদ ১ মাস মধ্যে স্বয়ং কিম্বা মোক্তারের দ্বারায় মোকাম হাওড়া হজুরে হাজির হইয়া আপন২ স্বত্বাধিকারিত্বের ও ভোগদখলের প্রমাণ জনক নিদর্শন পত্রাদি ও সাক্ষী যাহা থাকে উপস্থিত করে নচেৎ মেয়াদ গতে উক্ত ভূমি সরকারের করশাসনার অধীনতায় বাজেয়াপ্ত হইয়া রীতি পূর্ব্বক বন্দোবস্ত আমলে আসিয়া কর ধার্য্য হইবেক পশ্চাৎ কাহারো কোন ওজর গ্রাহ্য হইবেক না ইতি সন ১৮৪৩ ইং তারিখ ১ মার্চ মোং সন ১২৪৯ বাং তারিখ ১৯ ফাল্গুণ।

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENTS. সাধারণ ব্যক্তির ইশ্তিহার।

ADVERTISEMENT.

NOTICE.

Agra Government Gazette for the Upper Provinces, published every Tuesday morning.

Price to Subscribers 12 Rs. per annum, per copy, payable in advance. Post free from the Agra Post Office direct. Apply to the Editor.

A similar edition of the above applicable to the Bengal and Behar Provinces, on the same terms, published every Friday morning. Post free.

اشتهار

واضح هو كه اگرة گورنمنت گزت واسطے ممالك مغربي كے منگل كے روز چهپتا هي قيمت اسكي بارة روپيه سالانه هي اور پيشگي لي جاتي هي آينده سے جو گزت كه خريداروں كے پاس يهان سے بهيجا جائيگا اسپر محصول ڈاک نه ليا جائيگا جس كسيكو كه گزت مذكور لينا مركوز هو صاحب ايڈيٹر كي خدمت ميں درخواست بهيجے *

اور واضح هو كه ايک اسيطرح كا گزت واسطے ممالك بنگله وبهار كے بهي هر جمعه كو چهپتا هي اور شرايط مرقومه بالا پر بطريق مذكورة الصدر يعني بے ادائے محصول ڈاک مل سكتا هي *

[*Government Gazette*, 18*th April*, 1843.]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জান কার্শমন সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, APRIL 25, 1843.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৪৩ সাল ২৫ আপ্রিল।

ACTS.

FORT WILLIAM,
LEGISLATIVE DEPARTMENT,
THE 7TH APRIL, 1843.

The following Act is passed by the Honourable the President of the Council of India in Council, on the 7th of April 1843, with the assent of the Right Honourable the Governor General of India, which has been read and recorded.

Ordered, that the Act be promulgated for general information.

ACT, No. V. OF 1843.

An Act for declaring and amending the law regarding the condition of Slavery within the Territories of the East India Company.

I. It is hereby enacted and declared, that no public Officer shall in execution of any decree or order of Court, or for the enforcement of any demand of rent or Revenue sell or cause to be sold any person or the right to the compulsory labour or services of any person on the ground that such person is in a state of slavery.

II. And it is hereby declared and enacted, that no rights arising out of an alleged property in the person and services of another as a slave shall be enforced by any Civil or Criminal Court or Magistrate within the Territories of the East India Company.

III. And it is hereby declared and enacted, that no person who may have acquired property by his own industry or by the exercise of any art, calling or profession, or by inheritance, assignment, gift or bequest shall be dispossessed of such property or prevented from taking possession thereof on the ground that such person or that the person from whom the property may have been derived was a slave.

[*Government Gazette, 25th April,* 1843.]

আইন।

ফোর্ট উলিয়ম।
লেজিসলেটিব ডিপার্টমেণ্ট।
ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৭ আপ্রিল।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮৪৩ সালের ৭ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এ আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৫ আইন।

ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের মধ্যে গোলামী অবস্থার বিষয়ি আইন নির্ণয় ও সংশোধন করণের আইন।

১ ধারা। ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে আদালতের কোন ডিক্রী অথবা হুকুম জারীকরণার্থ অথবা খাজানা বা মালগুজারীর কোন দাওয়ার টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত কোন সরকারী কর্ম্মকারক কোন ব্যক্তি গোলামী অবস্থায় আছে বলিয়া তাহাকে অথবা তাহাকে বলপূর্ব্বক খাটাওনের বা সেবা করাওণের অধিকার বিক্রয় করিতে বা করাইতে পারিবেন না ইতি।

২ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে কোন ব্যক্তি আমার গোলাম এবং সেই ব্যক্তি ও তাহার সেবা আমার সম্পত্তি বলিয়া যে কেহ অধিকার রাখে সেই অধিকার ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে কোন দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী আদালতের কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা বলবৎ হইবেক না ইতি।

৩ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে কোন ব্যক্তি আপন পরিশ্রমের দ্বারা অথবা কোন শিল্প কর্ম্ম বা উপজীবিকা কিম্বা ব্যবসায়ের দ্বারা কি উত্তরাধিকারিত্ব কি অর্পণ কিম্বা দান অথবা মুমূর্ষু দানক্রমে কোন সম্পত্তি পাইয়া থাকে সেই ব্যক্তি গোলাম অথবা যাহার স্থানে সেই সম্পত্তি পাইয়াছিল সেই ব্যক্তি গোলাম ছিল ইহা বলিয়া সেই সম্পত্তিহইতে বেদখল হইবেক না অথবা তাহার দখল করিতে নিবারণ হইবেক না ইতি।

IV. And it is hereby enacted, that any Act which would be a penal offence if done to a free man, shall be equally an offence if done to any person on the pretext of his being in a condition of slavery.

F. J. HALLIDAY,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

NOTIFICATIONS.

APPOINTMENTS BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

THE 15th APRIL, 1843.

Baboo Lukhinarain Mitter (who has obtained a Diploma) to be Moonsiff of Chowgong, Zillah Rajshahey.

Baboo Poornochunder Mitter (who has obtained a Diploma) to be Officiating Moonsiff of Gowas, Zillah Moorshedabad.

J. HAWKINS, *Register.*

CIVIL APPOINTMENTS.

No. 580.
FORT WILLIAM,
GENERAL DEPARTMENT,
The 12th April, 1843.

Mr. G. A. Bushby, of the Civil Service, embarked for the Cape of Good Hope on board the Ship "Worcester," which Vessel was left by the Pilot at Sea on the 4th instant.

Mr. E. S. Pearson has been permitted to return to the Presidency for the purpose of prosecuting his studies of the Oriental Languages at the College of Fort William.

SEPARATE DEPARTMENT.
APPOINTMENT.

Mr. T. Bruce to be Salt Agent at Pooree, (Southern Division, Cuttack,) to take effect from the 13th instant, the date of Mr. H. C. Hamilton's departure for Europe.

T. R. DAVIDSON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 581.
FORT WILLIAM,
GENERAL DEPARTMENT.
The 12th April, 1843.

Mr. J. R. Hutchinson, of the Civil Service, is reported qualified for the Public Service by proficiency in two of the Native Languages.

T. R. DAVIDSON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 570.
ORDERS BY THE HONOURABLE THE DEPUTY GOVERNOR OF BENGAL.
JUDICIAL AND REVENUE DEPARTMENT.
APPOINTMENTS.
The 3rd April, 1843.

Honourable F. Drummond to be an Assistant to

৪ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন কর্ম্ম গোলামভিন্ন ব্যক্তির প্রতি করিলে দণ্ডনীয় অপরাধ হইত সেই কর্ম্ম কোন ব্যক্তি গোলামী অবস্থায় আছে বলিয়া তাহার প্রতি করিলে সেইরূপ দণ্ডনীয় অপরাধ হইবেক ইতি।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

বিজ্ঞাপন।

সদর দেওয়ানী আদালতের নিয়োগ।

১৮৪৩ সাল ১৫ আপ্রিল।

যোগ্যতার পত্রপ্রাপ্ত শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র রাজশাহী জিলার চৌগাঁর একটিং মুনসেফ হইবেন।

যোগ্যতার পত্রপ্রাপ্ত শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র জিলা মুরশিদাবাদের গোআসের একটিং মুনসেফ হইবেন।

জে হকিন্স। রেজিষ্টর।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৫৮০ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
জেনরল ডিপার্টমেণ্ট।
১৮৪৩ সাল ১২ আপ্রিল।

সিবিলসম্পর্কীয় শ্রীযুত জি এ বুশবি সাহেব "উষ্টর" নামক জাহাজের দ্বারা কেপে গমন করিয়াছেন। ঐ জাহাজ বর্ত্তমান মাসের ৪ তারিখে আড়কাটি সমুদ্র পথে ছাড়িয়া আইসে।

শ্রীযুত ই এস পিয়র্সন সাহেব ফোর্ট উলিয়ম কালেজে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করণের নিমিত্তে রাজধানীতে প্রত্যাগমনের অনুমতি পাইয়াছেন।

স্বতন্ত্র ডিপার্টমেণ্ট।
নিয়োগ।

শ্রীযুত টি ব্রুস সাহেব কটকের দক্ষিণ অঞ্চল অর্থাৎ পুরীতে নিমকের এজেণ্ট হইবেন। ঐ নিয়োগ বর্ত্তমান মাসের ১৩ তারিখ অর্থাৎ শ্রীযুত এচ সি হামিল্টন সাহেবের বিলায়তে গমনের তারিখঅবধি আরম্ভ হইবেক।

টি আর ডেবিডসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

৫৮১ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
জেনরল ডিপার্টমেণ্ট।
১৮৪৩ সাল ১২ আপ্রিল।

সিবিলসম্পর্কীয় শ্রীযুত জে আর হচিন্সন সাহেবের বিষয়ে এমত রিপোর্ট হইয়াছে যে তিনি এ দেশীয় দুই ভাষায় সুশিক্ষিত হওয়াতে সরকারী কর্ম্মের উপযুক্ত হইয়াছেন।

টি আর ডেবিডসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

৫৭০ নম্বর।
বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর সাহেবের হুকুম।
জুডিসিয়ল ও রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্ট।
নিয়োগ।
১৮৪৩ সাল ৩ আপ্রিল।

শ্রীযুত অনরবিল এফ ড্রুমণ্ড সাহেব পূরণিয়ার মা-

the Magistrate and the Collector of Purneah, and to exercise the special powers described in Regulations III. of 1821 and VIII. of 1831.

The 17th April, 1843.

Mr. Assistant Surgeon J. S. Esdaile, of Hooghly, to be Register of Deeds under Act XXX. of 1838.

Baboo Nobinchunder Mookerjee to be Sub-Assistant Surgeon at Burdwan.

Baboo Issenchunder Nye to be ditto ditto at Baraset.

Baboo Samachurn Ghose to be ditto ditto at Jessore.

Baboo Permanund Set to be ditto ditto at Maldah.

LEAVES OF ABSENCE.

Baboo Doorganarain Roy, Principal Sudder Ameen of West Burdwan, for six months, under Medical Certificate, in extension of the leave granted to him on the 16th January last.

Mr. J. F. G. Cooke, Civil and Sessions Judge of Dacca, for ten days, during the month of May, on private affairs.

Moulvie Gholam Ushgur, Sudder Ameen of Purneah, for one month, from the 29th ultimo, under Medical Certificate.

Syed Sudderool Hussein, Principal Sudder Ameen of Rungpore, for fifteen days, under Medical Certificate.

The 18th April, 1843.

Mr. G. F. Cockburn, Officiating Magistrate of Jessore, for one month, under Section XI. of the Rules of 29th January 1840, making over charge of his office to Mr. F. J. Morris, the Collector, who will, in addition to his own duties, officiate as Magistrate, until further orders.

NOTIFICATIONS.

Mr. F. B. Kemp made over charge of the Collectorate of Dinagepore to Mr. C. Steer on the 5th instant.

Mr. W. H. Martin made over charge of the office of Sessions Judge for the trial of Thugs to Mr. H. P. Russell, the Judge of Moorshedabad, on the 8th idem.

Mr. Jas. Alexander made over charge of the Tipperah Magistrate's office to Mr. H. D. H. Fergusson on the 31st ultimo.

Mr. R. H. Russell made over charge of the office of Joint Magistrate and Deputy Collector of Maldah to Mr. F. B. Kemp on the 8th instant.

Mr. M. A. G. Shawe, Joint Magistrate and Deputy Collector in Jessore, reported his arrival at Koolna on the 12th idem.

The leave of absence granted on the 20th ultimo to Mr. G. Martin, Magistrate of Purneah, has been cancelled at his own request.

F. J. HALLIDAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 25*th April*, 1843.]

জিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টান্ট হইবেন। এবং ১৮২১ সালের ৩ আইন ও ১৮৩১ সালের ৮ আইনের নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

১৮৪৩ সাল ১৭ আপ্রিল।

হুগলীর আসিষ্টান্ট চিকিৎসক শ্রীযুত জে এ এসডেল সাহেব ১৮৩৮ সালের ৩০ আইনানুসারে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর হইবেন।

শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র মুখুয্যা বর্দ্ধমানের সব আসিষ্টান্ট চিকিৎসক হইবেন।

শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র নাই বারাসতের ঐ ঐ হইবেন।

শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ যশোহরের ঐ ঐ হইবেন।

শ্রীযুত বাবু পরমানন্দ সেট মালদহের ঐ ঐ হইবেন।

ছুটী।

পশ্চিম বর্দ্ধমানের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত বাবু দুর্গানারায়ণ রায়কে গত ১৬ জানুআরি তারিখে যে ছুটী দেওয়া গিয়াছিল তদতিরিক্ত চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে তিনি ছয় মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

ঢাকার সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত জে এফ জি কুক সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে মে মাসের মধ্যে দশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

পূরণিয়ার সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী গোলাম আশগর চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে গত মাসের ২৯ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

রঙ্গপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত সৈয়দ সদরউল হুসেন চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে পনের দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৪৩ সাল ১৮ আপ্রিল।

যশোহরের একটিং মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত জে এফ কোবরণ সাহেব ১৮৪০ সালের ২৯ জানুআরি তারিখের বিধির ১১ ধারানুসারে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। তিনি আপনার কর্ম্মের ভার ঐ জিলার কালেক্টর শ্রীযুত এফ জে মরিস সাহেবের প্রতি অর্পণ করিবেন এবং ঐ সাহেব অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত আপনার কর্ম্মের অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুত এফ বি কেম্প সাহেব দিনাজপুরের কালেক্টরী কর্ম্মের ভার বর্ত্তমান মাসের ৫ তারিখে শ্রীযুত সি ষ্টিয়র সাহেবের প্রতি অর্পণ করিলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ এচ মার্টিন সাহেব ঠগের বিচারসম্পর্কীয় সেশন জজী কর্ম্মের ভার বর্ত্তমান মাসের ৮ তারিখে মুরশিদাবাদের সেশন জজ শ্রীযুত এচ পি রসেল সাহেবের প্রতি অর্পণ করিলেন।

শ্রীযুত জেম্স আলেকজান্দর সাহেব গত মাসের ৩১ তারিখে ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত এচ ডি এচ ফরগসন সাহেবের প্রতি অর্পণ করিলেন।

শ্রীযুত আর এচ রসেল সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৮ তারিখে মালদহের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত এফ বি কেম্প সাহেবের প্রতি অর্পণ করিলেন।

যশোহরের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এম এ জি শা সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১২ তারিখে আপনার মোকাম খুলনা স্থানে পঁহুছিয়াছেন এমত রিপোর্ট করিলেন।

পূরণিয়ার মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত জি মার্টিন সাহেবকে গত মাসের ২০ তারিখে যে ছুটী দেওয়া গিয়াছিল তাহা তাঁহার প্রার্থনায় রহিত হইয়াছে।

এফ জে হালিডে।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

SALES OF LAND. জমীদারী নীলাম।

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্‌টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর টাকা মোকাম বোয়ালিয়ার কুঠীর রিশিডেণ্ট মেষ্টর হাইড সাহেব রেস্পাণ্ডেণ্টের পাওনা রাধামাধব সরকার ও অন্য মালজামিন ফকিরচন্দ্র সরকারের আপেলাণ্টীয়ানের দেনা আদায় কারণ চতুর্দ্দশ বিভাগের প্রবল প্রতাপ শ্রীযুত রেবিনিউর কমিস্যনর বাহাদুরের সন ১৮৪৩ সালের ৪ আপ্রিল তারিখের চিঠী ও শহর মুরশিদাবাদের শ্রীযুত জজ্‌সাহেবের ঐ সনের ১৩ মার্চের রুবকারীর আজ্ঞানুযায়ি উক্ত মালজামিনের নীচের লিখিত সম্পত্তি সন ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন ও সন ১৭৯৬ সালের ১২ আইনের মর্ম্মানুসারে সন ১৮৪৩ সালের ২৪ মে মোতাবক সন ১২৫০ সালের ১১ মাহ জ্যৈষ্ঠ রোজ বুধবার নীলাম হওনের ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যদি দেনদার এই ইস্তাহারের লিখিত সমুদায় টাকা নীলামের তারিখে দ্বিতীয় প্রহর দিবসপর্য্যন্ত ডাক আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব দাখিল না করে তবে ঐ তারিখে দ্বিতীয় প্রহর দিবস বাজিবার সময় এই জেলার কালেক্‌টরী কাছারী মোকাম বহরমপুরাতে নীলাম হইবেক যে কেহ খরিদের বাসনা রাখহ ঐ তারিখে ডাক আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব ফিশত ১৫৲ টাকা হিসাবে ফিস সমেত হাজির হইয়া আইনমত খরিদ করহ এ বিষয় সকলের জ্ঞাত কারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪৩ তাং ১৭ আপ্রিল মোতাবক সন ১২৫০ তারিখ ৫ বৈশাখ।

নম্বর লাট	নম্বর রেজিষ্টরী	নাম মহাল	নাম তালুকদার	সদর জমা মালিয়ানা	তায়দাদ রকম যাহা নীলাম হইবেক	ডাইন ডিক্রী টাকা	নীলামী মহালের রাজস্বের বাকী যাহা খরিদারকে দিতে হইবেক।	কৈং
১	১৪০১	ডিহি গঙ্গড়া	শ্যামসুন্দর সরকার দখীলকার ফকিরচন্দ্র সরকার	২৬৬৬৸৶৴	এই মহালের মধ্যে ফকির চন্দ্র সরকারের হক নীলাম হইবেক	শ্রীযুত জজ সাহেবের রুবকারী অনুযায়ি ৫৮৩৬/১॥ উক্ত টাকার সুদ ইং জানুআরি সন ১৮৪৩লাগাইত ২৩ মেই সন ১৮৪৩ মুং ১।৪। ২৩ রোজের কাত ৯৭৮।৵৬ হাল খরচা ৭॥/০ ——— ৬৮২১৲৭॥	১৪।৵২	

সদর বোর্ডের সন ১৮৪১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২৫ নম্বরের সরকুলর চিঠীর আজ্ঞানুযায়ি বিজ্ঞাপন করা যায় যে উক্ত ভূমির সাবেক মালিকের উপর যে সকল দায় আছে তাহা খরিদারকে অর্শিবেক এবং মহালের পর সরকারের যে দাওয়া থাকে ঐ নীলামের দ্বারা কিছু লোপ হইবেক না ইতি।

Moorshedabad Collectorate, 17th April, 1843. W. J. H. Money, *Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্‌টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

শৈদাবাদ সাকিনের মদনমোহন দাস ভেয়া এক কেতা দরখাস্ত এই প্রার্থনায় গুজরাইলেক যে রামকৃষ্ণ দাসের নীলাম খরিদা মহাল কিসমত শৈদাবাদ যাহার সদর জমা কোম্পানির ২৸৶৪ পাই মজহরের পিতা কৃষ্ণনাথ দাস ভেয়া সন ১২৪৪ সালের ৫ বৈশাখ তারিখে মবলগে ৫০ টাকা মুল্যে দাস মজকুরের নিকটে খরিদ করিয়া রীতিমত কওয়ালা লেখাইয়া লইয়া দখিলকার থাকিয়া ফৌত করিয়াছে অতএব দাস মজকুরের নাম খারিজ করিয়া মজহর ও মজহরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামনারায়ণ দাস ভেয়ার নাম উক্ত তাহুতে জারী করা যায় মতে ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সেওয়ায় মজহরান উক্ত তাহুতের অন্য যে কেহ ওয়ারিস ও দাবিদার থাকে ১৫ রোজ মধ্যে হাজির হইয়া মায় সাবুদ দরখাস্ত করে নচেৎ মেয়াদ গতে উচিত হুকুম হইবেক এবিষয় সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাত জন্য ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪৩ সাল তাং ১০ আপ্রিল।

Moorshedabad Collectorate, 10th April, 1843. W. J. H. Money, *Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্‌টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

থানা দুলি গ্রামের সংক্রান্ত মহেশপুর সাকিনের গোলাম হুসেন সেখ এক কেতা দরখাস্ত এই প্রার্থনায় গুজরাইলেক যে অত্র জেলা মোতালক কিসমত পরগনে ধাঞা যাহার সদর জমা ২৬৫০।৵৫ টাকা রামপ্রসাদ দত্তপ্রভৃতির নামে লেখা যাইত উক্ত তাহুতের মধ্যে রামপ্রসাদ দত্ত ও পীতাম্বর দত্তওগয়রহের হিস্যা রকম ⁄১৩॥= তাহার সদর জমা ২৭৪/১১ টাকা মজহরের পিতা মহম্মদ ফরিদ সেখের নিকটে খোস কোওয়ালায় বিক্রী করায়

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৩। ২৫ আপ্রিল।]

মজহর ঐ রকমে দখীলকার থাকিয়া মালগুজারী করিতেছিল পরে সন ১৮৩৬ সালের ১ ফেব্রুআরি উক্ত মহলম মহাল সরকারের বাকী মালগুজারী কারণ ৪৫০০৲ টাকা পর্ণবাহাতে বিক্রয় হওয়ায় অন্যান্য সরিকান আপনং হিস্যার টাকা লইয়াছে অতএব দত্ত মজকুরানের উক্ত রকমের পণ ফাজিলের টাকা মজহরকে দেওয়া যায় মতে ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে মজহরের প্রাপ্য উক্ত রকমের পণ ফাজিলের তস্কার অন্য যেকেহ দাবিদার থাকহ ১৫ রোজ মধ্যে হাজির হইয়া মায় সাবুদ দরখাস্ত করহ নচেৎ মেয়াদ গতে উচিত হুকুম হইবেক এ বিষয় সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাত কারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪৩ সাল তাং ১০ আপ্রেল।

Moorshedabad Collectorate, 10th April, 1843. W. J. H. MONEY, *Collector.*

INSOLVENT COURT.

In the Matter of WILLIAM BRUCE, JOSEPH WEBBE CRAGG, WILLIAM PATRICK and HUGH MORTON SHAND, Insolvents.

Notice is hereby given, that by an order of the said Court in this matter made on the 1st day of April instant. It is ordered, that Saturday, the Sixth day of May next, be appointed for the further hearing of the matters of the Petition of the said Insolvents for the purpose of making a Dividend, on which day or on any other day to which the further hearing shall be adjourned, any creditors or other persons interested who may be desirous of establishing or opposing any claims, may attend and be heard upon any affidavits which shall have been filed by them in the Office of the Chief Clerk of this Court three clear days previous to the day of hearing.

THOMPSON AND ALLAN, *Attornies.*

Calcutta, 19th April, 1843.

যোত্রহীনেরদের আদালত।

উলিয়ম ব্রুস এবং জোজেফ ওএব ক্রাগ এবং উলিয়ম পাত্রিক এবং হিউ মর্টনসেণ্ড এই চারি জন অক্ষম ঋণিরদের বিষয়ে

সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই মোকদ্দমায় আপ্রিল মাসের ১ তারিখে আদালত এমত হুকুম করিলেন যে ডেবিডেণ্ড প্রকাশ করিবার নিমিত্ত উক্ত অক্ষম ঋণিরদের দরখাস্তের বিষয় আগামি ৬ মে শনিবার আদালতে পুনর্ব্বার শুনা যাইবেক। ঐ তারিখে এবং মোকদ্দমা যদি অন্য কোন তারিখপর্য্যন্ত শুনানির বিলম্ব করা যায় তবে সেই তারিখে যে মহাজন বা অক্ষম ঋণিরদের সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি কোন দাওয়া সাব্যস্ত করিতে চাহেন অথবা কোন দাওয়ার ওজর করিতে চাহেন তাঁহারা হাজির হইয়া আপনারদের সুকৃতিপত্রের অনুযায়ি যাহা এজহার করেন তাহা শুনা যাইবেক কিন্তু মোকদ্দমা শুননির সম্পূর্ণ তিন দিন পূর্ব্বে এই আদালতের প্রধান ক্লার্ক সাহেবের দফ্তরে ঐ সুকৃতিপত্র দাখিল করিতে হইবেক।

তামস এবং আলন উকীল।

১৮৪৩ সাল ১৯ ফেব্রুআরি।

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENTS.

সাধারণ ব্যক্তির ইশ্‌তিহার।

ADVERTISEMENT.

NOTICE.

Agra Government Gazette for the Upper Provinces, published every Tuesday morning.

Price to Subscribers 12 Rs. per annum, per copy, payable in advance. Post free from the Agra Post Office direct. Apply to the Editor.

A similar edition of the above applicable to the Bengal and Behar Provinces, on the same terms, published every Friday morning. Post free.

اشتهار

واضح هوكه اكرة گورنمنت گزت واسطے ممالك مغربي كے منگل كے روز چهپتا هي قيمت آسكي بارة روپيه سالانه هي اور پيشكي لي جاتي هي آينده سے جوگزت كه جريداروں كے پاس يهاں سے بهيجا جاٸيگا اسپر محصول ڈاك نه ليا جاٸيگا جس كسيكو كه گزت مذكور لينا مركوز هو صاحب ايڈيٹر كی خدمت ميں درخواست بهيجے *

اور واضح هوكه ايك اسيطرح كا گزت واسطے ممالك بنگاله وبهار كے بهي هرجمعه كو چهپتا هي اور شرايط مرقومه بالا پربطريق مذكورة الصدر يعنے سے اداے محصول ڈاك مل سكتا هي *

[*Government Gazette, 25th April*, 1843.]

আগামি বৃহস্পতিবার ২৭ আপ্রিল তারিখে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে এই পুস্তক প্রকাশ হইবেক

অর্থাৎ

দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ

শ্রীযুত জান মার্শমন সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

এই পুস্তকের মধ্যে ১৭৯৩ সালঅবধি ১৮৪৩ সালের আরম্ভপর্য্যন্ত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের নিমিত্ত যে সকল আইন ও আইনের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডর হইয়া অদ্যপর্য্যন্ত বহাল আছে তাহা দেওয়া গিয়াছে। আইনের যে তরজমা পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহা এই পুস্তকে ছাপা হইয়াছে কিন্তু আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর প্রথমবার বঙ্গভাষাতে তরজমা হইয়া এই পুস্তকে অর্পণ হইয়াছে।

যে কোন বিষয়ের আইন জানিবার আবশ্যক হয় তাহা অনায়াসে পাওয়া যায় এ নিমিত্ত এই পুস্তক ৭ অধ্যায়ে ও ২৮৩ ধারাতে বিভক্ত হইয়াছে। আইন বড় অক্ষরে ও আইনের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডর ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসে আইনের মর্ম্ম জানিতে পারেন্ এই নিমিত্ত প্রত্যেক আইন ও আইনের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা প্রস্তুত হইয়া মূল গ্রন্থের প্রথমে দেওয়া গিয়াছে। ঐ খোলাসা অতি সংক্ষেপে এবং সহজ ভাষাতে তরজমা হইয়াছে এবং যে আইনপ্রভৃতির খোলাসা হইয়াছে ঐ খোলাসাতে মূল আইনইত্যাদির অঙ্কের জিকির আছে।

প্রত্যেক বালমে যে আইন ও আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর আছে তাহার নির্ঘণ্ট প্রত্যেক বালমের শেষ ভাগে দেওয়া গিয়াছে তাহাতে পাঠকগণ অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে এই গ্রন্থের মধ্যে কোন্২ আইনপ্রভৃতি দেওয়া গিয়াছে এবং তাহা গ্রন্থের কোন্২ স্থানে পাওয়া যায়।

পাট্টার হার ও পত্তনি তালুকের বিষয়ি এবং বাকী খাজানার নিমিত্ত ভূমি নীলামের এবং ক্রোক করণের এবং দলীলদস্তাবেজের ইষ্টাম্প এবং জবরদস্তী করিয়া বেদখল করণের বিষয়ি নানা বিধান যদ্যপি দেওয়ানী আইনের মধ্যে গণ্য নহে তথাপি তাহা না জানিলে মোকদ্দমার নির্ব্বাহ সুন্দররূপে হইতে পারে না এই নিমিত্ত এই২ বিষয়ের সকল আইন আপেণ্ডিক্সের মধ্যে দেওয়া গিয়াছে।

এই দেওয়ানী আইনের সংগ্রহের মধ্যে যে সকল সংজ্ঞা আছে তাহার ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষার অভিধান দেওয়া গিয়াছে।

এই গ্রন্থ বর্ত্তমান মাসে প্রকাশ হইবেক। তাহার দুই বালমের মূল্য ২০৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। যাঁহারা আগামি মে মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থের মূল্য এবং আপনারদের ঠিকানা শ্রীযুত জান মার্শমন সাহেবের নিকটে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠান্ তাঁহারদের নিকটে ঐ গ্রন্থ বাঙ্গলা এবং উড়িষ্যা দেশে বিনাখরচে প্রেরণ করা যাইবেক। ১ মে তারিখের পর পাঠাওনের খরচ গ্রাহকেরদের লাগিবেক।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৪৩। ২৫ আপ্রিল।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জান মার্শমন সাহেবকর্ত্তৃকমুদ্রিত-হইল।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, MAY 2, 1843.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৪৩ সাল ২ মে।

DRAFTS OF ACTS.

FORT WILLIAM.
LEGISLATIVE DEPARTMENT.
THE 21ST APRIL, 1843.

The following Draft of a proposed Act was read in Council for the first time on the 21st of April, 1843.

ACT, No. —— OF 1843.

An Act for the more extensive employment of Uncovenanted Agency in the Judicial Department.

I. Whereas the exigencies of the public service require that the Police and Criminal Branch of the Judicial Department should be strengthened by the more extensive employment of Uncovenanted Agency. It is hereby enacted, that it shall be competent to the Local Governments of both Divisions of the Bengal Presidency to appoint in any Zillah or District one or more Uncovenanted Deputy Magistrates with the powers hereinafter specified.

II. And it is hereby enacted, that the Office of Deputy Magistrate shall be open to Natives of India of any class or religious persuasion. The persons selected shall receive their Commissions from Government in the usual mode, under the signature of the Secretary in the Judicial Department.

III. And it is hereby enacted, that every person appointed to the Office of Deputy Magistrate under this Act, shall, previously to entering upon the execution of the duties of his Office, make and subscribe before the Magistrate of the District to which he may be appointed, a declaration according to Act XXI. 1837.

IV. And it is hereby enacted, that the Deputy Magistrate appointed under this Act, shall be capable of being employed as a Judicial Officer or as an Officer of Police, or both at the discretion of the Local Government. As a Judicial Officer he shall exercise the powers of a Covenanted Assistant under Regulations XIII. 1797, IX. 1807, or III. 1821, or

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
লেজিসলেটিব ডিপার্টমেণ্ট।
ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২১ আপ্রিল।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২১আপ্রিল তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল —— আক্ট।

আদালতসম্পর্কীয় কার্য্যে অচিহ্নিত কার্য্যকারকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে নিযুক্ত করণের বিষয়ি আইন।

১ ধারা। যেহেতুক সরকারী কার্য্য উত্তম প্রকারে নির্ব্বাহ করণের নিমিত্তে অচিহ্নিত কর্ম্মকারকদিগকে আদালতসম্পর্কীয় পোলীস ও ফৌজদারীর কার্য্যে পূর্ব্বাপেক্ষা বাহুল্যরূপে নিযুক্ত করণের দ্বারা ঐ২ সিরিশ্‌তা পুষ্ট করণের আবশ্যক হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের রাজধানীর অধীন দেশের উভয় ভাগের গবর্ণমেণ্ট কোন জিলা বা প্রদেশে জনেক বা জন কএক অচিহ্নিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে নিযুক্ত করিতে এবং তাঁহারদিগকে পশ্চাৎ লিখিত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ জাতি কি ধর্ম্মের বিষয়ের বিবেচনাব্যতিরেকে ভারতবর্ষীয় সকল লোককে অর্পণ হইতে পারে। এই কর্ম্মে মনোনীতহওয়া ব্যক্তিরা রীতিমতে সরকারহইতে জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টসম্পর্কীয় সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখতে এক২ সনদ পাইবেন ইতি।

৩ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদে নিযুক্তহওয়া প্রত্যেক ব্যক্তি আপন২ পদের ভার গ্রহণ করণের পূর্ব্বে যে জিলাতে নিযুক্ত হন্ সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে ১৮৩৭ সালের ২১ আইনের নির্দ্দিষ্ট সুকৃতি করিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।

৪ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনামতে বিচারসংক্রান্ত কার্য্যে কিম্বা পোলীসী কার্য্যে অথবা উভয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন্। বিচারসংক্রান্ত কার্য্যের উপলক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ক্রমে যেমত হুকুম করেন্ সেই মতে তিনি ১৭৯৭ সালের ১৩ আইন কিম্বা ১৮০৭ সালের ৯ আইন বা

the full powers of a Magistrate according to such Orders as may from time to time be issued in that respect by the Local Government, and in such cases he shall be subject to such authority in regard to Appeals from his decisions and Judicial Orders as is provided for the decisions and Orders of a Covenanted Assistant under the above Regulations, or of a Magistrate respectively. As an Officer of Police he shall be in all respects subordinate to the Magistrate under whom he may be placed; he shall exercise such powers as the Government, or the Magistrate with the sanction of Government, may commit to him, and shall obey all Orders that may be issued, and perform all duties that may be assigned to him by that functionary, who shall be at all times competent, subject to such Orders as he may receive from the Local Government, to extend, limit or resume the powers committed to such Deputy.

V. And it is hereby enacted, that a Deputy appointed under this Act, shall not be dismissed from Office for misconduct, without the sanction of the Local Government. Whenever there may be reason to believe that a Deputy is disqualified by neglect, incapacity or corruption for continuance in Office, a report shall be submitted by the Local Magistrate for the consideration and Orders of the Local Government which shall be competent to suspend him, and order a further enquiry into his conduct, or to direct his immediate dismissal as may appear just and proper.

Ordered, that the Draft now read be published for general information.

Ordered, that the said Draft be reconsidered at the first meeting of the Legislative Council of India after the 21st day of June next.

F. J. HALLIDAY,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

NOTIFICATIONS.

APPOINTMENTS BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

THE 15th APRIL, 1843.

Mr. J. Snell, Moonsiff of Noaparah, to be Moonsiff of the 2d Town Division, Chittagong.

Baboo Ramgopal Shome (who has obtained a Diploma) to be Moonsiff of Noaparah in the same Zillah.

THE 21st APRIL, 1843.

Mr. H. S. Thompson, additional Moonsiff, to be Moonsiff of Jungypore, Zillah Moorshedabad, in the room of Sreenath Chowdhree, 1st grade Moonsiff, dismissed for unfitness.

J. HAWKINS, *Register.*

১৮২১ সালের ৩ আইনানুসারে চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট সাহেবের ক্ষমতার তুল্য অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্পূর্ণ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং এইং গতিকে চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিষ্পত্তি ও হুকুমের উপর আপীল উক্ত আইনানুসারে যেং কার্য্যকারকের নিকটে হইতে পারে ঐ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তি ও বিচারসম্পর্কীয় হুকুমের উপর আপীল সেইং কার্য্যকারকের নিকটে হইবেক। এবং পোলীসী ভারের উপলক্ষে তিনি যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাবে নিযুক্ত হন্ সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের অধীন থাকিবেন এবং গবর্ণমেণ্ট অথবা গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার প্রতি যেং ক্ষমতার্পণ করেন্ সেইং ক্ষমতানুসারে তিনি কার্য্য করিবেন এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে সকল হুকুম দেন্ তাহা মানিবেন এবং যে সকল কার্য্যের ভার দেন্ সেইং কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটহইতে যে সকল হুকুম পান্ তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদাই ঐ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণহওয়া ক্ষমতা বাড়াইতে কিম্বা তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে অথবা তাহা ফিরিয়া লইতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতিবিনা দুষ্কর্ম্মের জন্য তগীর হইবেন না। যখন কোন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শৈথিল্য কি অক্ষমতা কি ঘুষ লওনপ্রযুক্ত কর্ম্মে থাকনের অযোগ্য বোধ হন্ তখন তৎস্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার এক রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা ও হুকুম পাইবার নিমিত্ত তথায় পাঠাইবেন এবং গবর্ণমেণ্টের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে তাঁহাকে সস্পেণ্ড করিয়া তাঁহার আচারব্যবহারের অধিক তদারক করিতে হুকুম দিতে অথবা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কর্ম্মহইতে তগীর করিতে পারেন্ ইতি।

হুকুম হইল যে এক্ষণে পাঠকরা মুসাবিদা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

হুকুম হইল যে আগামি জুন মাসের ২১ তারিখের পর ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের যে প্রথম বৈঠক হয় তাহাতে এই মুসাবিদা পুনর্ব্বার বিবেচনা করা যাইবেক।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

বিজ্ঞাপন।

সদর দেওয়ানী আদালতের নিয়োগ।

১৮৪৩ সাল ১৫ আপ্রিল।

নওয়াপাড়ার মুনসেফ শ্রীযুত জে স্নেল সাহেব চাটিগাঁ শহরের দ্বিতীয় মহল্লার মুনসেফ হইবেন।

যোগ্যতার পত্রপ্রাপ্ত শ্রীযুত বাবু রামগোপাল সোম ঐ জিলাতে নওয়াপাড়ার মুনসেফ হইবেন।

১৮৪৩ সাল ২১ আপ্রিল।

অতিরিক্ত মুনসেফ শ্রীযুত এচ এস তমসন সাহেব অযোগ্যতার নিমিত্ত তগীরহওয়া প্রথম শ্রেণীর মুনসেফ শ্রীযুত শ্রীনাথ চৌধুরীর পরিবর্ত্তে জিলা মুরশিদাবাদের জঙ্গীপুরের মুনসেফ হইবেন।

জে হকিন্স। রেজিষ্টর।

CIVIL APPOINTMENTS.

No. 263.
FORT WILLIAM.
GENERAL DEPARTMENT.
The 29th April, 1843.

The Honourable the President in Council is pleased to make the following Appointments:

Mr. J. Thomason to be Secretary to the Government of India in the Foreign Department, and to be in charge of all the Civil Departments of the Supreme Government with the Governor General.

Mr. G. A. Bushby to be Secretary to the Government of India in the Home Department.

Mr. T. R. Davidson to officiate as Home and Foreign Secretary to the Government of India, until further orders.

Mr. P. Melvill to officiate, until further orders, as Under Secretary in the Home and Foreign Offices.

T. R. Davidson,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

No. 582.
FORT WILLIAM.
GENERAL DEPARTMENT.
The 19th April, 1843.

Mr. J. R. Hutchinson, of the Civil Service, who was reported qualified for the Public Service by proficiency in two of the Native Languages, viz. Persian and Hindee, is permitted, at his own request, to remain attached to the College of Fort William, for the purpose of prosecuting his study in a third language, Hindoostanee.

T. R. Davidson,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২৬৩ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
জেনরল ডিপার্টমেণ্ট।
১৮৪৩ সাল ২৯ আপ্রিল।

শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত নিয়োগ করিয়াছেন।

বিদেশসংক্রান্ত ডিপার্টমেণ্টে শ্রীযুত জে তমাসন সাহেব ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী হইবেন এবং শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সমভিব্যাহারে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের দেওয়ানীসম্পর্কীয় সকল ডিপার্টমেণ্ট তাঁহার অধীনে থাকিবেক।

শ্রীযুত জি এ বুশবি সাহেব দেশীয় কার্য্যসংক্রান্ত ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী হইবেন।

অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত শ্রীযুত টি আর ডেবিডসন সাহেব ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দেশীয় কার্য্যের এবং বিদেশের কার্য্যসংক্রান্ত ডিপার্টমেণ্টে সেক্রেটারীর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

দেশীয় এবং বিদেশীয় কার্য্যসংক্রান্ত দপ্তরে শ্রীযুত পি মেলবিল সাহেব নায়েব সেক্রেটারীর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

---

৫৮২ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
জেনরল ডিপার্টমেণ্ট।
১৮৪৩ সাল ১৯ আপ্রিল।

সিবিলসম্পর্কীয় শ্রীযুত জে আর হচিনসন সাহেব এদেশীয় দুই ভাষা অর্থাৎ পারসী ও হিন্দী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া সরকারী কর্ম্মের নিমিত্ত উপযুক্ত এমত রিপোর্ট হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি তৃতীয় অর্থাৎ হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষাকরণার্থ আপনার প্রার্থনায় ফোর্ট উলিয়ম কালেজে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

টি আর ডেবিডসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS.

গবর্ণমেণ্টের ইশ্‌তিহার।

SALT.

নিমক।

এস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত পাঙ্গা নেমক পশ্চাদুক্ত নিরিখ দরে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে খরিদারানের উচিত যে ঐ নেমকের রকম জিলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত গোলায় নমুনা দৃষ্টে খাতিরজমামত বুঝিয়া খরিদ করেন আর যে ব্যক্তি মোকাম মজকুরে প্রথমে রওয়ানা দাখিল করিবেক সেই ব্যক্তি পহিলা ওজন পাইবার যোগ্য হইবেক।

নেমকের বেওরা।

এজেন্সী অর্থাৎ জেলার নাম	ঘাটের নাম	কোন্ সনের পোক্তান	মওয়াজি নেমক	নিরিখদর ফি ১০০/ মোন
জেলা ২৪ পরগনা	বাক্সিয়াঘাটা	১২৪৯ সাল	১৭৪০/ মোন	কোং ৪৫০৲ টাকা
	বেঁওতা	„	১৩৭০/	„ ৪৫০৲
	নারায়ণপুর প্রথম	„	৩১৭০/	„ ৪৫৫৲
	রকম গোবদা	„	১০৬৮০/	„ ৪৫৬৲

বোর্ড পরিমিট নিমক ও আফিম তাং ২৬ এপ্রেল সন ১৮৪৩ সাল। এচ টরেন্স। সেক্রেটারী।

[*Government Gazette,* 2d *May,* 1843.]

এস্তেহার দেওয়া যাইতেছে যে শন ১৮৪৩ শাল তারিখ ১ মে রোজ সোমবার বেলা দুই প্রহর এক ঘন্টার পূর্ব্বে যে কোন সময়ে হউক নীচের লিখিত মোয়াজি হায় নেমক যাহা জেলা ২৪ পরগনার মোকাম নারায়ণপুরের গোলায় মৌজুদ আছে তাহার খরিদের জন্য দরখাস্ত সিল মোহর বন্দকরা এই দপ্তরখানায় লওয়া যাইবেক তদনন্তর ঐ নেমকের দর শ্রীযুত সাহেবান আলিসান বোর্ড পরমিট নেমক ও আফিমের হুকুমানুসারে নির্দ্ধারিত হইবেক ঐ সকল দরখাস্তে ফিশত মোন নেমকের উপর যে ব্যক্তি যত মুল্য দিতে চাহিবেক তাহা কোম্পানির টাকায় লিখিতে হইবেক আর ঐ দরখাস্তের উপর এমত জিকির থাকিবেক যে নারায়ণপুর করকচ এবং দ্বিতীয় রমক নেমকের বাবদ দরখাস্ত এবং দরখাস্তের শিরনামার উপর দরখাস্তকারি অথবা তাহার মোক্তার কিম্বা তাহার গোমাস্তার নাম লিখিত থাকিবেক ও দরখাস্ত খুলিবার নিরুপিত সময়ে দরখাস্তকারি অথবা তাহার মোক্তার কিম্বা গোমাস্তা কেহ এক জন উপস্থিত না থাকিলে দরখাস্ত খোলা যাইবেক না এবং দরখাস্তের মাতবরির জন্য এক২ শত টাকা আমানতের স্বরূপ দাখিল করিতে হইবেক তদ্ব্যতীত কোন দরখাস্ত মাতবর জ্ঞান করা যাইবেক না ঐ ১০০৲ টাকা যে ব্যক্তির দরখাস্ত মনজুর হইবেক তাহার নামে এই নেমক খরিদের হিসাবে জমা হইবেক কিম্বা দরখাস্ত মনজুর না হইলে ফেরত দেওয়া যাইবেক।

যে সকল ব্যক্তি নেমক খরিদের জন্য দরখাস্ত করিবেক তাহারদিগের উচিত যে দরখাস্ত করণের পূর্ব্বে ঐ নেমকের নমুনা মোং নারায়ণপুরের গোলায় স্বচক্ষে দেখিয়া নেমকের রকম বুঝিয়া আপনার খাতিরজমামতে দরখাস্ত করে ইতি।

নেমকের বেওরা।

এজেন্সী অর্থাৎ জেলার নাম	ঘাটের নাম	কোন্ সনের পোক্তান	মওয়াজিয়ে নেমক
২৪ পরগনা নারায়ণ পুর করকচ ঐ দ্বিতীয় রকম	নারায়ণপুর ঐ	১২৪৯ সাল " "	মোন—৭১০/ " ১৩২০/

বিমৌজিব হুকুম সাহেবান আলিসান বোর্ড পরমিট নিমক ও আফিম ইতি। সন ১৮৪৩ সাল তাং ২৬ আপ্রিল।

এচ টরেন্স। সেক্রেটারী।

SALES OF LAND. জমীদারী নীলাম।

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

জেলা চব্বিশপরগনাসংক্রান্ত শালিখানিবাসি মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আপন মোখ্তার ভগবানচন্দ্র বাগচীদিগরের দ্বারা এক কেতা দরখাস্ত এই মর্ম্মে দাখিল করিলেক যে অত্র জিলা মোতালক কীং মৌজে সেনপাড়া যাহার সদর জমা ৩৭৬।/১ পাই উহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামনিধি বন্দ্যোপাধ্যায় খরিদ করিয়া আপন নাম জারীপূর্ব্বক মফঃসল দখিলকার থাকিয়া লোকান্তর হওয়া মজহরের পিতা মৃত লালবেহারি বন্দ্যোপাধ্যায় আপন নাম জারী-করে কিন্তু উহার পিতা বর্ত্তমানে উক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বনিতা জয়মণি দেব্যা মফঃসলে দখিলকার ছিল পরে সন ১২৪৯ সালের ২৬ ফাল্গুণ তারিখে উক্ত দেব্যা শারীরিক পিড়িত হইয়া উক্ত মহাল ৵ চণ্ডীঠাকুরাণী ও লক্ষ্মীনারায়ণ জির সেবার্থে অর্পণ করিয়া মজহরকে সেবাইত মোকরর করিয়া রীতিমত উইলনামা লিখিয়া দিয়া ঐ সনের ৬ চৈত্র তারিখে ফৌত করিয়াছে অতএব উক্ত মৃত লালবেহারি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম পরিবর্ত্তে মহাল মজকুরে উক্ত ঠাকুর-দিগের নাম মজহরের সেবাইতিতে জারী করা যায় মতে ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত মহালের অন্য যে কেহ ওয়ারিস ও দাবিদার থাকে ১৫ রোজ মধ্যে হাজির হইয়া মায় সাবুদ দরখাস্ত করে এবিষয় সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাত কারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ২০ আপ্রিল।

Moorshedabad Collectorate, 10th April, 1843. W. J. H. MONEY, *Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

সৈদাবাদনিবাসি রামগতি চট্টোপাধ্যায় এক কেতা দরখাস্ত এই প্রর্থনায় গুজরাইলেক যে পরগনে চুণাখালি মধ্যে এক তাজন যাহার সদর জমা ১৫৩০৶৮ টাকা রামরত্ন সান্যাল ও ভগীরথ দফাদারপ্রভৃতির নামে তালুক লেখা যাইত উক্ত মহাল সরকারের বাকীর কারণ নীলাম হওয়াতে বলদেব শাহা ৩১৫০০৲ টাকা মূল্যে খরিদ করিয়া নীলাম মঞ্জুরীর পর পণবাহার টাকা দাখিল করে সরকারের বাকী খাজানা বাদে ২৮৬১৩।/ টাকা তহবিলে আমানৎ আছে অতএব উহারদিগের নিজ হিস্যা যাহা প্রাণনাথ চট্টোপাধ্যায় ও রূপলাল চট্টোপাধ্যায়ের নামে সদর জমা ৭৪॥৶৮ টাকা লেখা যাইত তাহার সরিকী হিস্যা বাদে মবলগে ১৩৯৫/৭ টাকার নিস্ফী ৬৯৭॥৯ টাকা উক্ত প্রাণনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পাওনা সে ব্যক্তি ফৌত হইয়াছে মজহর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওয়ারিস বিধায় উক্ত ৬৯৭॥৯ টাকা মজহরকে দেওয়ান যায় মতে ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে সেওয়ায় মজহর উক্ত তঙ্কার অন্য যে কেহ ওয়ারিস ও দাবিদার থাকে ১৫ রোজ মধ্যে হাজির হইয়া মায় সাবুদ দরখাস্ত করে এ বিষয় সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাত কারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি। সন ১৮৪৩ সাল তাং ২০ আপ্রেল।

Moorshedabad Collectorate, 20th April, 1843. W. J. H. MONEY, *Collector.*

SHERIFF'S SALE. সরিফের নীলাম।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে গেব্রিএল আবেটিক টের স্টেফানুস সাহেবের বিরুদ্ধে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনাসনামক যে এক পরওয়ানা কলিকাতার সরিফ সাহেবের হাতে আছে তাহার ক্ষমতাতে তিনি আগামি ২৫ মে তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফ সাহেবের দফ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকটে নীচের লিখিত বিষয় নীলাম হইবেক।

১ দফা। ঢাকা জিলার মাহুৎটুলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ॥০ দশ কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত গেব্রিএল আবেটিক টের স্টেফানুসের যে স্বত্ব ও অধিকার সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এই-রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগে দাউদ

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৩। ২ মে।]

সাহেবের বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে গলি উত্তর দিগে মীর মহম্মদ আলীর এক খণ্ড ভূমি।

২ দফা। এবং উক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি কমবেশ ॥২ বার কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত গেব্রিএল আবেটিক টের ষ্টেফানূসের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে জলা ভূমি পশ্চিম দিগে আসামীর অপর এক বাটী দক্ষিণ দিগে দাউদ সাহেবের বাগাৎ ভূমি এবং উত্তর দিগে উক্ত মীর মহম্মদ আলীর এক খণ্ড ভূমি।

৩ দফা। এবং উক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি কমবেশ ২॥০ দুই বিঘা দশ কাটা তাহাতে নানা জাতীয় বৃক্ষ আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহর উপর উক্ত গেব্রিএল আবেটিক টের ষ্টেফানূসের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগে গলি দক্ষিণ দিগে চাতুর সাহেবের বাটী ও ভূমি উত্তর দিগে পুরাণা জেলখানা।

৪ দফা। এবং উক্ত বাগানের নিকটে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ /৩ তিন কাটা এবং তাহাতে দুইটা ইষ্টকনির্ম্মিত এক তালা বাটী আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত গেব্রিএল আবেটিক টের ষ্টেফানূসের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে গলি পশ্চিম ও উত্তর দিগে জেলখানা দক্ষিণ দিগে উক্ত বাগান।

৫ দফা। এবং উক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ৩/ বিঘা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত গেব্রিএল আবেটিক টের ষ্টেফানূসের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ওসম্পর্ক আছে তাহানীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ব দিগে গলি পশ্চিম দিগে উক্ত আসামীর অপর এক বাটী ও ভূমি দক্ষিণ দিগে জলা ভূমি।

৬ দফা। এবং উক্ত জিলায় রূপগঞ্জের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক আছে তাহার ।৬= চারি আনা ছয় গণ্ডা দুই ক্রান্তিতে ও তাহার ।৬= চারি আনা ছয় গণ্ডা দুই ক্রান্তির মধ্যে ও তাহার ।৬= চারি আনা ছয় গণ্ডা দুই ক্রান্তির উপর উক্ত গেব্রিএল আবেটিক টের ষ্টেফানূসের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক।

৭ দফা। এবং উক্ত জিলার ভোবাবনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত অপর যে এক তালুক আছে তাহার ।৬= চারি আনা ছয় গণ্ডা দুই ক্রান্তির ভাগে ও তাহার ঐ ভাগের মধ্যে ও তাহার ঐ ভাগের উপর উক্ত গেব্রিএল আবেটিক টের ষ্টেফানূসের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক।

৮ দফা। এবং সুধারাম জিলার দক্ষিণ শাহাবাদপুর পরগনার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত অপর যে এক তালুক অথবা জমীদারী আছে তাহার /১৬= এক আনা ষোল গণ্ডা দুই ক্রান্তির ভাগে ও তাহার ঐ ভাগের মধ্যে ও তাহার ঐ ভাগের উপর উক্ত গেব্রিএল আবটিক টের ষ্টেফানূসের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা-নীলাম হইবেক।

৯ দফা। এবং উক্ত জিলার হাটা পরগনায় চরলক্ষ্মী নামক অপর যে এক তালুক আছে তাহার।৬= চারি আনা ছয় গণ্ডা দুই ক্রান্তির ভাগে ও তাহার ঐ ভাগের মধ্যে ও তাহার ঐ ভাগের উপর উক্ত গেব্রিএল আবেটিক টের ষ্টেফানূসের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক।

১০ দফা। এবং উক্ত জিলার পরসথ পরগনার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত চর আবাজুল ফকিরা নামক অপর যে এক তালুক আছে তাহার ।৬= চারি আনা ছয় গণ্ডা দুই ক্রান্তির ভাগে ও তাহার ঐ ভাগের মধ্যে ও তাহার ঐ ভাগের উপর উক্ত গেব্রিএল আবেটিক টের ষ্টেফানূসের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক।

সরিফ সাহেবের দফ্তরখানায় অন্বেষণ করিলে নীলামের নিয়ম জানা যাইবেক।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে যে মোকদ্দমাতে গুরুচরণ সেন ফরিয়াদী এবং শিবচন্দ্র মল্লিক আসামী সেই মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে বেন্দিসিয়োনৈ এক্স পোনাস নামক যে এক পরওয়ানা কলিকাতার সরিফ সাহেবের হাতে আছে তাহার ক্ষমতাতে তিনি ৪ মে তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফ সাহেবের দফ্তরখানায় প্রবেশদ্বারের নিকট নীচের লিখিত বিষয় নীলাম করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের মীর্জাপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ১৪৯ নম্বরী যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ৫২ সতর কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে তাহার উপর উক্ত গুরুচরণ সেনের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে স্মিথসাহেবের বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে বাবুরাম শীলের বাটী ও ভূমি উত্তরদিগে সরকারী রাস্তা দক্ষিণ দিগে পিটর্স সাহেবের বাটী ও ভূমি।

২দফা। এবং কলিকাতা শহরে বহুবাজারের মদন দত্তের গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ।৩ আট কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত গুরুচরণ সেনের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে হৃদয়রাম বাঁড়ুয্যের বাটী ও ভূমি দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা উত্তর দিগে উদয়চাঁদ মল্লিকের বাটী ও ভূমি এবং পূর্ব্ব দিগে সনাতন আঢ্যের বাটী ও ভূমি।

৩ দফা। এবং বহু বাজারের পঞ্চাননতলার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যেএক পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ॥০ দশ কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত গুরুচরণ সেনের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রামকিশোর ধোপার বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে মদন মল্লিকের বাটী ও ভূমি দক্ষিণ দিগে নীলমণি সেনের বাটী ও ভূমি উত্তর দিগে নিমাই দের বাটী ও ভূমি।

৪ দফা। এবং উক্ত কলিকাতা নগরের বহুবাজারের মদন দত্তের গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৮৮ নম্বরী যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ /৩ তিন কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত গুরুচরণ সেনের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে শিবচন্দ্র পালের বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে গোলোকচন্দ্র সেনের বাটী ও ভূমি উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা এবং দক্ষিণ দিগে হৃদয়রাম বাঁড়ুয্যের গলি।

৫ দফা। এবং উক্ত কলিকাতা নগরের ব্যাপারী টোলার ইমামবাড়ীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ /৩ তিন কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত গুরুচরণ সেনের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রামতনু সরকারের বাটী ও ভূমি পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা এবং উত্তর দিগে ব্লাকিয়র সাহেবের বাটী ও ভূমি।

[*Government Gazette*, 2d *May*, 1843.]

৬ দফা। এবং জিলা চব্বিশ পরগনার খুঁড়ার নারি কেলডাঙ্গার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি কমবেশ ২০ কুড়ি বিঘা তাহাতে নানা জাতীয় বৃক্ষ আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত গুরুচরণ সেনের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে সোনা উল্লার বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে কাশীনাথ বসুর বাটী ও ভূমি দক্ষিণ দিগে সরকারী রাস্তা এবং উত্তর দিগে উক্ত সোনা উল্লার বাটী ও ভূমি।

৭ দফা। এবং উক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত অপর যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি কমবেশ /২ দুই বিঘা তাহাতে নানা জাতীয় বৃক্ষ আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত গুরুচরণ সেনের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে গোলাম সওদাগরের বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে মধুসূদন শিকারীর বাটী ও ভূমি দক্ষিণ দিগে কালু কামারের ভূমি এবং উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা।

সরিফ সাহেবের দফ্তরখানায় অন্বেষণ করিলে নীলামের নিয়ম জানা যাইতে পারিবেক।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে অভয়াচরণ মল্লিক ও জয়নারায়ণ দের নামে বেন্দিসিয়োনৈ এক্সপোনাস নামক যে এক পরওয়ানা কলিকাতার সরিফ সাহেবের হাতে আছে তাহার ক্ষমতাতে তিনি আগামি মে মাসের ৪ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফ সাহেবের দফ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট নীচের লিখিত বিষয় নীলাম করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ ।০ পাঁচ কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত অভয়াচরণ মল্লিকের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম ও উত্তর দিগে সরকারী রাস্তা পূর্ব্ব দিগে কৃষ্ণচন্দ্র বড়ালের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে বলিরায়ের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং উক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত অপর যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ /২ দুই কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত জয়নারায়ণ দের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে সরকারী রাস্তা উত্তর দিগে অভয়াচরণ মল্লিকের বাটী ও ভূমি দক্ষিণ দিগে মৃত রাজনারায়ণ রায়ের বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে সরকারী নরদমা।

৩ দফা। এবং উক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক এক তালা ইষ্টক নির্ম্মিত বসত বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি কমবেশ /৩ তিন কাটা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর উক্ত জয়নারায়ণ দের যে স্বত্ত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা নীলাম হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে গলি পূর্ব্বদিগে রাজনারায়ণ দাঁর বাটী ও ভূমি পশ্চিম দিগে রাজনারায়ণ বসাকের বাটী ও ভূমি উত্তর দিগে ছিদাম চন্দ্রের বাটী ও ভূমি।

সরিফ সাহেবের দফ্তরখানায় অন্বেষণ করিলে নীলামের নিয়ম জানা যাইতে পারিবেক।

INSOLVENT COURT. — যোত্রহীনেরদের আদালত।

কলিকাতার যোত্রহীনেরদের আদালত।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতা নগরের বনফিল্ড গলি নিবাসি

কারাপিট গ্রেগরি সেথ এবং কাচিক গ্রেগরি সেথ

নামক যে সাহেবেরা পূর্ব্বে সেথ ব্রদর্স কোম্পানি নামে কলিকাতার সওদাগরী ও এজেন্টের কর্ম্ম করিত এবং এইক্ষণে কলিকাতার সাধারণ জেলখানায় কয়েদ আছে তাহারা পূর্ব্ব ভারতবর্ষে যোত্রহীন ঋণিরদের উপকারার্থে আইন নামক চতুর্থ জর্জের নবম বৎসরীয় আইনের ৭৩ অধ্যায়ের দ্বারা উপকার প্রাপণার্থ প্রার্থনা করাতে উক্ত আদালতের হুকুমক্রমে তাহারদের দরখাস্তের মর্ম্ম আগামি জুন মাসের ৩ তারিখ শনিবারে ঐ আদালতে শুনা যাইবেক উক্ত কারাপিট গ্রেগরি সেথ এবং কাচিক গ্রেগরি সেথ সাহেবেরদের মহাজনেরদের নাম তাহারদের উক্ত দরখাস্তের সঙ্গে উক্ত আদালতের প্রধান ক্লার্কের দফ্তরখানায় দাখিল হইয়াছে মহাজনেরা তাহা দেখিতে পারেন্।

ডবলিউ এন হেজর।
যোত্রহীনেরদের উকীল।

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENTS. — সাধারণ ব্যক্তির ইশ্‌তিহার।

ADVERTISEMENT.

NOTICE.

Agra Government Gazette for the Upper Provinces, published every Tuesday morning.

Price to Subscribers 12 Rs. per annum, per copy, payable in advance. Post free from the Agra Post Office direct. Apply to the Editor.

A similar edition of the above applicable to the Bengal and Behar Provinces, on the same terms, published every Friday morning. Post free.

اشتہار

واضح هوکه اگره گورنمنت گزٹ واسطے ممالك
مغربي کے منگل کے روز چهپتا هی
قیمت آسکي باره روپیه سالانه هی اور
پیشگي لي جاتي هي آینده سے جوگزٹ که
خریداروں کے پاس یہان سے بهیجا جائیگا
اسپر محصول ڈاک نه لیا جائیگا جس کسیکو
که گزٹ مذکور لینا مرکوز هو صاحب ایڈیٹر
کی خدمت میں درخواست بهیجے *

اور واضح هوکه ایک اسیطرح کا گزٹ
ممالك بنگاله وبهار کے بهي واسطے هرجمعه
کو چهپتا هي اور شرایط مرقومه بالا پربطریق
مذکورة الصدر بے ادائے محصول
ڈاک مل سکتا هي *

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট ১৮৪৩। ২ মে।]

গত বৃহস্পতিবার ২৭ আপ্রিল তারিখে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে এই পুস্তক
প্রকাশ হইয়াছে

অর্থাৎ

দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ

শ্রীযুত জান মার্শমন সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

এই পুস্তকের মধ্যে ১৭৯৩ সালঅবধি ১৮৪৩ সালের আরম্ভপর্য্যন্ত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের নিমিত্ত যে সকল আইন ও আইনের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডর হইয়া অদ্য-পর্য্যন্ত বহাল আছে তাহা দেওয়া গিয়াছে। আইনের যে তরজমা পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহা এই পুস্তকে ছাপা হইয়াছে কিন্তু আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর প্রথমবার বঙ্গভাষাতে তরজমা হইয়া এই পুস্তকে অর্পণ হইয়াছে।

যে কোন বিষয়ের আইন জানিবার আবশ্যক হয় তাহা অনায়াসে পাওয়া যায় এ নিমিত্ত এই পুস্তক ৭ অধ্যায়ে ও ২৮৩ ধারাতে বিভক্ত হইয়াছে। আইন বড় অক্ষরে ও আইনের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডর ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসে আইনের মর্ম্ম জানিতে পারেন এই নিমিত্ত প্রত্যেক আইন ও আই-নের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা প্রস্তুত হইয়া মূল গ্রন্থের প্রথমে দেওয়া গিয়াছে। ঐ খোলাসা অতি সংক্ষেপে এবং সহজ ভাষাতে তরজমা হইয়াছে এবং যে আইনপ্রভৃতির খোলাসা হইয়াছে ঐ খোলাসাতে মূল আইনইত্যাদির অঙ্কের জিকির আছে।

প্রত্যেক বালমে যে আইন ও আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর আছে তাহার নির্ঘণ্ট প্রত্যেক বালমের শেষ ভাগে দেওয়া গিয়াছে তাহাতে পাঠকগণ অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে এই গ্রন্থের মধ্যে কোন্২ আইনপ্রভৃতি দেওয়া গিয়াছে এবং তাহা গ্রন্থের কোন্২ স্থানে পাওয়া যায়।

পাট্টার হার ও পত্তনি তালুকের বিষয়ি এবং বাকী খাজানার নিমিত্ত ভূমি নীলামের এবং ক্রোক করণের এবং দলীলদস্তাবেজের ইষ্টাম্প এবং জবরদস্তী করিয়া বেদখল করণের বিষয়ি নানা বিধান যদ্যপি দেওয়ানী আইনের মধ্যে গণ্য নহে তথাপি তাহা না জানিলে মোকদ্দমার নির্ব্বাহ সুন্দররূপে হইতে পারে না এই নিমিত্ত এইং বিষয়ের সকল আইন আপেণ্ডিক্সের মধ্যে দেওয়া গিয়াছে।

এই দেওয়ানী আইনের সংগ্রহের মধ্যে যে সকল সংজ্ঞা আছে তাহার ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষার অভিধান দেওয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ বাঙ্গলা ভাষাতে প্রস্তুত হইয়াছে এবং পারসী ভাষাতেও তরজমা হইয়াছে কিন্তু পারসী ভাষায় ঐ গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে প্রায় আর চারি মাস বিলম্ব হইবেক।

[*Government Gazette*, 2d *May*, 1843.]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জান মার্শমন সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।



গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, MAY 9, 1843.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৪৩ সাল ৯ মে।

ACTS.

FORT WILLIAM.
LEGISLATIVE DEPARTMENT.

THE 21ST APRIL, 1843.

The following Act is passed by the Honourable the President of the Council of India in Council, on the 21st of April 1843, with the assent of the Right Honourable the Governor General of India, which has been read and recorded.

Ordered, that the Act be promulgated for general information.

ACT No. VI. OF 1843.

An Act for amending the Law concerning the jurisdiction and procedure of the Courts of Ameens and Moonsiffs.

I.—In modification of Clause 4, Section 18, Regulation V. of 1831, Bengal Code, it is hereby enacted, that in the trial and decision of all original Suits referred to them by the Judge, the Principal Sudder Ameens shall be guided by the rules established for the conduct of business in the Courts of the Zillah and City Judges.

II.—And it is hereby enacted, that the provisions of Section 4, Act No. XXV. of 1837, in respect to appeals from decisions passed by Principal Sudder Ameens, in Suits of the nature specified therein, be extended to all interlocutory orders passed by those Officers in such Suits.

III.—And it is hereby enacted, that such parts of Regulation XXII. 1814, as prohibit the Sudder Ameens and Moonsiffs from requiring security from defendants; or from attaching their property in cases pending before them; or from realizing fines imposed by them without first obtaining the sanction of the Zillah Judge, be repealed.

[*Government Gazette, 9th May,* 1843.]

আইন।

ফোর্ট উলিয়ম।
লেজিসলেটিব ডিপার্টমেণ্ট।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২১ আপ্রিল।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২১ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৬ আইন।

আমীনেরদের এবং মুনসেফেরদের আদালতের এলাকা ও কার্য্যবিষয়ক আইন সংশোধনের আইন।

১ ধারা।—বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণ মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব প্রধান সদর আমীনকে প্রথমত উপস্থিত যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করণেতে জিলা এবং শহরের জজ সাহেবদিগের আদালতের কার্য্য চালাওনের নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুসারে প্রধান সদর আমীনেরা কার্য্য করিবেন ইতি।

২ ধারা।—এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকার মোকদ্দমার প্রধান সদর আমীনেরদের ডিক্রীর উপর আপীলের বিষয়ে ঐ ধারাতে যে২ বিধান আছে সেই২ বিধান ঐ প্রকার মোকদ্দমার বিচারকালীন ঐ বিচারকের করা সকল হুকুমের বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

৩ ধারা।—আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২২ আইনের যে২ ভাগে সদর আমীন ও মুনসেফদিগের প্রতি আসামীর স্থানে জামিন চাহিবার অথবা তাঁহারদের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমাতে আসামীর সম্পত্তি ক্রোককরণের অথবা জিলার জজ সাহেবের অনুমতিবিনা তাঁহারদের হুকুমকরা জরীমানা উসুল করণের নিষেধ আছে সেই২ ভাগ রদ হইল ইতি।

IV.—And it is hereby enacted, that it shall be competent to the Sudder Ameens and Moonsiffs to demand security from the defendant, under the provisions of Sections 4 and 5, Regulation II. 1806, in cases pending before them; and also to proceed, without reference to the *Zillah* Judge, to the realization of fines imposed by them, provided that all orders passed by the Sudder Ameens and Moonsiffs under this Section, be subject to an appeal to the Zillah Judge.

V.—And it is hereby enacted, in modification of Section 22, Regulation V. of 1831, that decrees passed in the Courts of the Judges or Principal Sudder Ameens, in cases of appeal from the decisions of the Sudder Ameens or Moonsiffs, shall be executed by the Courts in which the original decisions were passed, under the general rules prescribed for the execution of decrees passed by those Courts—applications for the execution of such decrees shall be presented, together with a certified copy of the decree of the Judge of Principal Sudder Ameen to the Court of original jurisdiction. In appeals from the orders of the Moonsiff or Sudder Ameen in such cases, the decision of the Zillah or City Judge shall be final.

VI.—And it is hereby enacted, that Clause 2, Section 13, Regulation XXIII. 1814, and Clause 4, Section 5, Regulation V. 1831, be repealed.

VII.—And it is hereby enacted, that no person whatever shall, by reason of place of birth, or by reason of descent, be in any Civil proceeding whatever, exempted from the jurisdiction of the Courts of the Moonsiffs, in the Territories subject to the Presidency of Fort William in Bengal.

VIII.—And it is hereby enacted, that persons invested with the powers of Moonsiff shall be competent to receive, try, and determine suits of every description under the restrictions as to local jurisdiction and value of property mentioned in Clauses 1, 2 and 3, Section 5, Regulation V. 1831. Provided, however, that no Moonsiff shall try any suit, in which he himself, or any of his relatives, or dependants, or any of the Vakeels or Officers of his Court shall be a party.

IX.—And it is hereby enacted, that in cases, where by reason of the above Section, a Moonsiff cannot try a suit because he himself, or any of his relatives, or dependants, or any of the Vakeels or Officers of his Court is a party to the suit, it shall nevertheless be competent to the Moonsiff to receive the suit, and forward it to the Judge of the *Zillah* to which he is subordinate, who may thereupon refer the same for trial and decision to any other Moonsiff of the District.

F. J. Halliday,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৩। ৯ মে।]

৪ ধারা।—এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমায় তাঁহারা আসামীর স্থানে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ এবং ৫ ধারার বিধির অনুসারে জামিন চাহিতে পারেন্ এবং জিলার জজ সাহেবের অনুমতি না লইয়া আপনারদের হুকুমকরা জরীমানা উসুল করিতে পারেন্ কিন্তু এই ধারার অনুসারে সদর আমীন ও মুনসেফেরা যে সকল হুকুম করেন্ তাহার উপর আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারে ইতি।

৫ ধারা।—১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীনেরা যে ডিক্রী করেন্ যে২ আদালতে তাহার প্রথম ডিক্রী হইয়াছিল সেই২ আদালতের করা ডিক্রী জারীর বিষয়ে যে সাধারণ বিধি আছে তদনুসারে সেই আদালতের দ্বারা ঐ আপীল আদালতের ডিক্রী জারী হইবেক। এবং যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে ঐ২ ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনের ডিক্রীর সর্টিফিকটকরা নকলসমেত দিতে হইবেক। এই২ গতিকে মুনসেফ অথবা সদর আমীনের হুকুমের উপর আপীল হইলে জিলা অথবা শহরের জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৬ ধারা।—আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণ রদ হইল ইতি।

৭ ধারা।—এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন ব্যক্তি জন্মস্থানপ্রযুক্ত অথবা বংশপ্রযুক্ত কোন প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমায় মুনসেফের আদালতের এলাকার বহির্ভূত হইবেন না ইতি।

৮ ধারা।—আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ১। ২ এবং ৩ প্রকরণে স্থানবিশেষের এলাকার ও সম্পত্তির মূল্যের বিষয়ে যে নিষেধ আছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া মুনসেফেরা সর্ব্বপ্রকার মোকদ্দমা লইতে ও বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্। কিন্তু যে মোকদ্দমায় কোন মুনসেফ স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন কুটুম্বেরা কি তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিরা অথবা তাঁহার আদালতের কোন উকীল বা আমলা এক পক্ষ হন্ সেই প্রকার মোকদ্দমার বিচার কোন মুনসেফ করিতে পারিবেন না ইতি।

৯ ধারা।—এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ধারাপ্রযুক্ত যে২ গতিকে কোন মুনসেফ স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন কুটুম্ব কি তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার আদালতের উকীল বা আমলা মোকদ্দমার এক পক্ষ হওয়াতে তিনি সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন্ না সেই২ গতিকে মুনসেফ তথাপি ঐ মোকদ্দমা লইতে পারেন্ এবং যে জিলার অধীন সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে পারেন্ পরে জজ সাহেব তাহা ঐ জিলার অন্য কোন মুনসেফের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।
John C. Marshman, *Bengalee Translator.*

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

No. 10.

To the Civil Judges in the Lower Provinces, the Governor General's Agent at Hazareebaugh and the Commissioner of Assam.

Under Act III. 1843, which comes into operation on the 1st May next, no Applications for the admission of Special Appeals will be receivable by the Zillah Courts. As this will afford the Judges leisure to decide more appeals from the decisions of the Sudder Ameens and Moonsiffs than they were able to do, when they had to receive Petitions for Special Appeals and to try the Appeals specially admitted, the Court are desirous that the Judges should bestow their primary attention on the disposal of the Special Appeals and the petitions for the admission of such Appeals which may be pending on their files at the date above mentioned, to admit of a judgment being formed of the extent to which they are able to try regular appeals from the orders of the lower grades of Native Judges.

W. Kirkpatrick, *Deputy Register.*

Fort William, 28th April, 1843.

সদর দেওয়ানী আদালতের সরকুলর অর্ডর।

১০ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের শ্রীযুত সিবিল জজ সাহেব ও হাজারীবাগের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের এজেন্ট সাহেব ও আসামের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেব বরাবরেষু।

১৮৪৩ সালের ৩ আইন আগামি ১ মে তারিখঅবধি আমলে আসিবেক ঐ আইনানুসারে জিলার জজ সাহেবেরা খাস আপীল গ্রাহ্য করণের কোন দরখাস্ত লইতে পারিবেন না। অতএব যে কালে ঐ জজ সাহেবেরদের খাস আপীলের দরখাস্ত লইতে এবং খাস আপীলের মোকদ্দমার বিচার করিতে হইত সেই কালঅপেক্ষা এক্ষণে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর অধিক আপীল নিষ্পত্তি করিতে অবকাশ হইবেক। অতএব সদর আদালতের ইচ্ছা আছে যে উক্ত তারিখে যে সকল খাস আপীলী মোকদ্দমা এবং খাস আপীলের দরখাস্ত তাঁহারদের নথীতে ছিল তাহা নিষ্পত্তি করিতে তাঁহারা প্রথমে মনোযোগ করেন্ তাহার তাৎপর্য্য এই যে এদেশীয় অধস্থ শ্রেণীর বিচারকেরদের নিষ্পত্তির উপর জাবেতামত আপীল কিপর্য্যন্ত ঐ জজ সাহেবেরা বিচার করিতে পারেন্ তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

ডবলিউ কর্কপাত্রিক। ডেপুটী রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৩। ২৮ আপ্রিল।

John C. Marshman, *Bengalee Translator.*

CIVIL APPOINTMENTS.

GENERAL DEPARTMENT.

The 26th April, 1843.

Mr. W. H. Elliott, of the Civil Service, embarked for England on board the Steamer "Hindostan," which Vessel was left by the Pilot at Sea on the 18th instant.

T. R. Davidson,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 18.
FORT WILLIAM.
GENERAL DEPARTMENT.
The 12th April, 1843.
EDUCATION.

The Honourable the President in Council is pleased to appoint F. Mouat, Esq. M. D., to be Secretary to the Council of Education. The Appointment to take effect from the 1st proximo.

H. V. Bayley,
Depy. Secy. to the Govt. of India.

No. 606.
FORT WILLIAM.
The 1st May, 1843.

The Honourable the Deputy Governor of Bengal has this day been pleased to make the following Appointment:

Mr. Frederick James Halliday to be Secretary to the Government of Bengal.

F. J. Halliday,
Secy. to the Govt. of Bengal.

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

জেনরল ডিপার্টমেন্ট।
১৮৪৩ সাল ২৬ আপ্রিল।

সিবিলসম্পর্কীয় শ্রীযুত ডবলিউ এচ এলিয়াট সাহেব "হিন্দুস্থান" নামক বাষ্পীয় জাহাজে আরোহণ করিয়া ইঙ্গলণ্ডে গমন করিয়াছেন ঐ জাহাজ বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখে আড়কাটি সমুদ্রপথে ছাড়িয়া আইসে।

টি আর ডেবিডসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

১৮ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
জেনরল ডিপার্টমেন্ট।
১৮৪৩ সাল ১২ আপ্রিল।
বিদ্যাধ্যাপন।

শ্রীযুত কৌন্সেলের প্রসীডেন্ট সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর মোআট সাহেবকে বিদ্যাধ্যাপনের কৌন্সেলের সেক্রেটারী করিয়াছেন। ঐ নিয়োগ বর্ত্তমান মাসের ১ তারিখ অবধি চলিবেক।

এচ বি বেলি।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের ডেপুটী সেক্রেটারী।

৬০৬ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৪৩ সাল ১ মে।

শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর্ সাহেব অদ্য নীচের লিখিত নিয়োগ করিয়াছেন।

শ্রীযুত এফ জে হালিডে সাহেব বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী হইবেন।

এফ জে হালিডে।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

[*Government Gazette, 9th May,* 1843.]

No. 612.

ORDERS BY THE HONOURABLE THE DEPUTY GOVERNOR OF BENGAL.

JUDICIAL AND REVENUE DEPARTMENT.

The 26th April, 1843.

LEAVE OF ABSENCE.

Mr. H. V. Hathorn, Officiating Civil and Sessions Judge of the 24-Pergunnahs, for seven days, under Medical Certificate, from the 22d instant.

APPOINTMENTS.

Mr. F. Stainforth to officiate as Civil and Sessions Judge of the 24-Pergunnahs during the absence of Mr. Hathorn.

Mr. L. J. H. Grey to be Magistrate of Moorshedabad, to take effect from the 18th instant, the date of Mr. W. H. Elliot's departure to Europe on Furlough.

Mr. A. G. Macdonald to be Magistrate of Rungpore, from the same date.

Mr. G. F. Cockburn to be Joint Magistrate and Deputy Collector of the 2d grade at Jessore.

Moulvie Lootf Hussein to be 2d Principal Sudder Ameen of Jessore, vice Baboo Ramcoomar Chowdry deceased.

Moulvie Abdoollah to be Sudder Ameen of Dacca.

Mr. J. N. Thomas to be ditto ditto of Jessore.

NOTIFICATIONS.

Mr. W. J. H. Money made over charge of the Magistracy of Moorshedabad to Mr. R. H. Russell on the 12th idem.

The appointment of Mr. A. R. Young, under date the 3d instant, to be Joint Magistrate and Deputy Collector of the 2d grade at Balasore, has been cancelled at his request.

F. J. HALLIDAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

৬১২ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর সাহেবের হুকুম।

জুডিসিয়ল ও রেবিনিউ ডিপার্টমেন্ট।

১৮৪৩ সাল ২৬ আপ্রিল।

ছুটী।

চব্বিশপরগনার একটিং সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত এচ বি হথর্ণ সাহেব চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে ২২ তারিখঅবধি সাত দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

নিয়োগ।

শ্রীযুত হথর্ণ সাহেব অনুপস্থিত থাকিতে শ্রীযুত এফ ষ্টেনফোর্থ সাহেব একটিংরূপে চব্বিশপরগনার সিবিল ও সেশন জজী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত এল জে এচ গ্রে সাহেব মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট হইবেন ঐ নিয়োগ শ্রীযুত ডবলিউ এলিয়াট সাহেবের বিলায়তে গমনের তারিখঅবধি অর্থাৎ বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখঅবধি আরম্ভ হইবেক।

শ্রীযুত এ জি মাকডনাল্ড সাহেব ঐ তারিখঅবধি রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

শ্রীযুত জি এফ কোবর্ণ সাহেব যশোহরের দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

মৃত বাবু রামকুমার চৌধুরীর পরিবর্ত্তে শ্রীযুত মৌলবী লুৎফ হুসেন যশোহরের দ্বিতীয় প্রধান সদর আমীন হইবেন।

শ্রীযুত মৌলবী আবদুল্লা ঢাকার সদর আমীন হইবেন।

শ্রীযুত জে এন তামস সাহেব যশোহরের সদর আমীন হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুত ডবলিউ জে এচ মনি সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১২ তারিখে মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত আর এচ রসেল সাহেবের প্রতি অর্পণ করিলেন।

শ্রীযুত এ আর ইয়ং সাহেব ৩ আপ্রিল তারিখে বালেশ্বরের দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেটী ও ডেপুটী কালেক্টরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু সেই নিয়োগ তাঁহার প্রার্থনাক্রমে রহিত হইয়াছে।

এফ জে হালিডে।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS. গবর্ণমেন্টের ইশ্‌তিহার।

SALT. নিমক।

এস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত পাঙ্গা নেমক পশ্চাদুক্ত নিরিখ দরে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে খরিদারানের উচিত যে ঐ নেমকের রকম জিলা ২৪ পরগনার মোং নারায়ণপুরের নমকের কারখানার নমুনা দৃষ্টে খাতিরজমামত বুঝিয়া খরিদ করেন আর যে ব্যক্তি মোকাম মজকুরে প্রথমে রওয়ানা দাখিল করিবেক সেই ব্যক্তি পহিলা ওজন পাইবার যোগ্য হইবেক।

নেমকের বেওরা।

এজেন্সী অর্থাৎ জেলার নাম	ঘাটের নাম	কোন্ সনের পোক্তান	মওয়াজি নেমক	নিরিখদর ফি ১০০/ মোন
নারায়ণপুর দ্বিতীয় রকম	নারায়ণপুর	১২৪৯ সাল	মোন ১৩২০/	কোং টাকা ৪২০৲

বোর্ড পরিমিট নিমক ও আফিম তাং ১ মে সন ১৮৪৩ সাল। এচ টরেন্স। সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৪৩। ৯ মে।]

SALES OF LAND. জমীদারী নীলাম।

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ

অত্র জেলার প্রধান সদর আমীনের ডিক্রীর টাকা সেখ মহম্মদ সমি'বাদীর পাওনা রামতনু চৌধুরী প্রতিবাদির দেনা আদায় কারণ চতুর্দ্দশ বিভাগের প্রবলপ্রতাপ শ্রীযুত রেবিনিউ কমিস্যনর বাহাদুরের সন ১৮৪১ সালের ২৪ ফিব্রুআরির চিঠী ও শহর মুরশিদাবাদের শ্রীযুত জজ সাহেবের ৬ তারিখ ও ঐ সনের ২২ মে তারিখের রুবকারির আজ্ঞানুসারে প্রতিবাদির সম্পত্তি ইতিপূর্ব্ব লাটবন্দি হইয়া প্রশংসিত জজ সাহেবের আজ্ঞামত নীলাম স্থগিত ছিল এইক্ষণে প্রধান সদর আমীনের সন ১৮৪৩ সালের ২১ ফিব্রুআরির রুবকারি ও শ্রীযুত জজ সাহেবের ১৫ আপ্রিলের রুবকারি নীলাম করণাদেশে পঁহুছে মতে সন ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন ও সন ১৭৯৬ সালের ১২ আইনের মর্ম্মানুযায়ি প্রতিবাদির সম্পত্তি নীচের তপসীলমত সন ১৮৪৩ সালের ৫ জুন মোতাবক সন ১২৫০ সালের তারিখ ২৩ জ্যৈষ্ঠ রোজ সোমবার নীলাম হওনের ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যদি প্রতিবাদী এই ইস্তাহারের লিখিত সমুদয় টাকা নীলামের তারিখে দ্বিতীয় প্রহর দিবসপর্য্যন্ত ডাক আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব দাখিল না করে তবে ঐ তারিখে দ্বিতীয় প্রহর দিবা বাজিবার সময় এই জেলার কালেক্টরির কাছারী মোকাম বহরমপুরাতে নীলাম হইবেক যে কেহ খরিদের বাসনা রাখহ আপন২ ডাক সংখ্যার ফিশত ১৫৲ টাকা হিসাবে ফিসসমেত হাজির হইয়া আইনমত খরিদ করহ এ বিষয় সকলের জ্ঞাত কারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ২৯ আপ্রিল মোতাবক সন ১২৫০ সাল তারিখ ১৭ বৈশাখ।

নম্বর লাট	নম্বর রেজেষ্টরী	নাম মহাল	নাম তালুকদারান	সদর জমা শালিয়ানা	তায়দাদ রকম যাহা নীলাম হইবেক।	তাইন ডিক্রীর টাকা মায় খরচা ও সুদ	নীলামী মহালের রাজস্বের বাকী যাহা খরিদারকে দিতে হইবেক।	কৈং
১	২৪৭৩	কিসমত পরগনে সমস খালি	নবকিশোর ও মাধবকিশোর ও সর্ব্বানন্দ ও রামমোহন ও গদাধর ও লোহারাম চৌধুরী ও গোপালদাস মহন্ত	১৮৬০॥৶৪ মধ্যে রকম ৶১০॥ কাত জমা ২৯৩॥৶৬	অত্র জেলার প্রধান সদর আমীনের সন ১৮৪৩সালের ২১ফিব্রুআরির রুবকারি অনুযায়ি এই মহালের রসক ৶১০॥ দুই আনা সাড়ে দশ গণ্ডা রামতনু চৌধুরি প্রতিবাদির হক নীলাম হইবেক	শ্রীযুত জজ সাহেবের সন ১৮৪১ সালের ৬ ফিব্রুআরির রুবকারি অনুযায়ি ৫৬৪৩৮/৭ আর আমল ৪৬৯২৲৬পাই সুদ ইস্তক ঐ সনের ৮ জানুআরি লাগাইদ সন ১৮৪৩ সালের ৪ জুন মুদ্দত ২।৪। ২৭ রোজের কাত ১৩৫৫॥৶৩	•	
						৬৯৯৯।৶১০		

সদর বোর্ডের সন ১৮৪১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২৫ নম্বরের সরক্যুলর চিঠীর আজ্ঞানুযায়ি বিজ্ঞাপন করা যায় যে উক্ত ভূমির সাবেক মালিকের উপর যে সকল দায় আছে তাহা খরিদারকে অর্শিবেক এবং মহালের পর সরকারের যে দাওয়া থাকে ঐ নীলামের দ্বারা কিছু লোপ হইবেক না ইতি।

Moorshedabad Collectorate, 29th April, 1843. W. J. H. Money, *Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

পাচনপাড়া সাকিনের কৈলাসনাথ চক্রবর্ত্তী এক কেতা দরখাস্ত এই মর্ম্মে গুজরায় যে কীসমত পাচনপাড়া যাহার সদর জমা ৬৬০৶১০ টাকা বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তিপ্রভৃতির নামে তাহুত লেখা যাইত ঐ তাহুতের মধ্যে রকম ।৶০ মজহরের ও রকম ॥৶০ আনা রামজয় চক্রবর্ত্তির সরকারের বাকী আদায় কারণ ৪২০০৲ টাকা মুল্যে নীলাম হইয়া সরকারের বাকী পাওনা বাদে বক্রী পণাধিক্য টাকা হজুর তহবিলে আমানৎ আছে মতে মজহর প্রার্থনা রাখে যে উক্ত মহালের পণাধিক্য টাকার মধ্যে মজহরের রকম ।৶০ আনার পণাধিক্য টাকা পায় এবিধায় ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে মহাল মজকুরের উক্ত রকমের পণাধিক্য টাকার সেওয়ায় মজহর অন্য কেহ দাবিদার থাকে তবে ১৫

রোজ মধ্যে হজুরে হাজির হইয়া তাহার দরখাস্ত করে নচেৎ মেয়াদ গতে উচিত হুকুম প্রকাশ হইবেক ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ২৭ আপ্রেল মোতাবেক সন ১২৫০ সাল তাং ১৫ বৈশাখ।

Moorshedabad Collectorate, 27th April, 1843. W. J. H. MONEY, *Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

রামসুন্দর ভট্টাচার্য্য এক কেতা দরখাস্ত এই মর্ম্মে গুজরায় যে কিসমত কামদেববাটী যাহার সদর জমা ৩১৵ মজহরের নামে তাছদ লেখা যাইত সরকারের বাকী আদায় কারণ ১৮০৲ টাকা পণবাহাতে নীলাম হইয়া পণাধিক্য টাকা সরকারের তহবিলে মজুদ আছে মতে মজহর প্রর্থনা রাখে যে সরকারের পাওনা বাদে বক্রী পণাধিক্য টাকা পায় এমতে এস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সেওয়ায় মজহর উক্ত পণাধিক্য টাকার দাবিদার থাকে তবে ১৫ রোজ মধ্যে হজুরে হাজীর হইয়া তাহার দরখাস্ত মায় সাবুদ গুজরায় নচেৎ মেয়াদ গতে উচিত হুকুম হইবেক ইতি সন ১৮৪৩ সাল তাং ২৯ আপ্রিল মং সন ১২৫০ সাল ১৭ বৈশাখ।

Moorshedabad Collectorate, 17th April, 1843. W. J. H. MONEY, *Collector.*

INSOLVENT COURT. যোত্রহীনেরদের আদালত।

IN THE COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of WILLIAM BRUCE, JOSEPH WEBB CRAGG, WILLIAM PATRICK, and HUGH MORTON SHAND, Insolvents.

NOTICE is hereby given, that upon the petition and affidavit of GEORGE WALKER WILSON FRASER, Executor of the last Will and Testament of ALEXANDER FRASER, formerly of Calcutta, Merchant, but now deceased, a creditor of the said Insolvents, the said Court by its order bearing date the twenty-eighth day of April last, was pleased to order that the Chief Clerk of this Court have leave to amend the Schedule filed by the Insolvents in this matter by striking out and expunging therefrom the statements now contained therein relating to the claim of the said GEORGE WALKER WILSON FRASER, and in lieu thereof inserting the name of the said GEORGE WALKER WILSON FRASER in the said Schedule as a Creditor of the said Insolvents to the extent of Company's Rupees Fifty-three thousand six hundred and thirty-one, fifteen annas and nine pie, and that thereupon the said GEORGE WALKER WILSON FRASER be at liberty to receive from the assignees and the assignees be at liberty to pay to the said GEORGE WALKER WILSON FRASER dividends upon the said sum of Company's Rupees Fifty-three thousand six hundred and thirty-one, fifteen annas and nine pie rateably and in proportion with the other Creditors of the said Insovents.

THOMPSON AND ALLAN, *Attornies.*

Calcutta, 5th May, 1843.

কলিকাতাস্থ যোত্রহীনেরদের উপকারার্থে আদালত।

উলিয়ম ব্রুস ও যোজফ ওএব ক্রেগ ও উলিয়ম পাত্রিক ও হিউ মার্টিন সেণ্ড দেউলিয়ার বিষয়ে

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঐ দেউলিয়ারদের এক জন মহাজন ইহার পূর্ব্বে কলিকাতানিবাসি সওদাগর কিন্তু এক্ষণে মৃত আলেকজাণ্ডর ফ্রেজরের দানপত্র ও উইলের একসেকিটর জর্জ ওয়াকর উইলসন ফ্রেজরের দরখাস্ত ও সুকৃতিক্রমে ঐ আদালত গত ২৮ আপ্রিল তারিখে হুকুম করিলেন যে এই আদালতের চিফ ক্লার্ক সাহেব ঐ যোত্রহীনেরদের তফসীল সংশোধন করিতে এবং তাহার মধ্যে উক্ত জর্জ ওয়াকর উইলসন ফ্রেজরের দাওয়ার বিষয়ে যে সকল কথা লেখা আছে তাহা উঠাইয়া ফেলিতে এবং তাহার পরিবর্ত্তে ঐ তফসীলের মধ্যে ঐ যোত্রহীনেরদের মহাজনের মধ্যে তিপ্পান্ন হাজার ছয় শত একত্রিশ টাকা পনের আনা নয় পাইয়ের মহাজনের ন্যায় জর্জ ওয়াকর উইলসন ফ্রেজরের নাম লিখিতে পারেন্। এবং জর্জ ওয়াকর উইলসন ফ্রেজর সাহেব ঐ যোত্রহীনেরদের অন্যান্য মহাজনেরদের অংশাংশানুসারে ঐ তিপ্পান্ন হাজার ছয় শত একত্রিশ টাকা পনের আনা নয় পাইয়ের উপর আসৈনি সাহেবেরদের স্থানে ডেবিডেণ্ড পাইতে পারেন্ এবং ঐ আসৈনি সাহেব জর্জ ওয়াকর উইলসন ফ্রেজর সাহেবকে ঐ ডেবিডেণ্ড দিতে পারেন্।

তামসন ও আলেন। উকীল।

কলিকাতা। ১৮৪৩ সাল ৫ আপ্রিল।

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENTS. সাধারণ ধ্যক্তির ইশ্তিহার।

বিজ্ঞাপন।

দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ বাঙ্গলা ভাষাতে প্রস্তুত হইয়াছে এবং পারসী ভাষাতেও তরজমা হইয়াছে কিন্তু পারসী ভাষায় ঐ গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে প্রায় আর চারি মাস বিলম্ব হইবেক।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৪৩। ৯ মে।]

গত ২৭ আপ্রিল তারিখে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে এই পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে

অর্থাৎ

দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ

শ্রীযুত জান মার্শমন সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

এই পুস্তকের মধ্যে ১৭৯৩ সালঅবধি ১৮৪৩ সালের আরম্ভপর্য্যন্ত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের নিমিত্ত যে সকল আইন ও আইনের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডর হইয়া অদ্য-পর্য্যন্ত বহাল আছে তাহা দেওয়া গিয়াছে। আইনের যে তরজমা পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহা এই পুস্তকে ছাপা হইয়াছে কিন্তু আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর প্রথমবার বঙ্গভাষাতে তরজমা হইয়া এই পুস্তকে অর্পণ হইয়াছে।

যে কোন বিষয়ের আইন জানিবার আবশ্যক হয় তাহা অনায়াসে পাওয়া যায় এ নিমিত্ত এই পুস্তক ৭ অধ্যায়ে ও ২৮৩ ধারাতে বিভক্ত হইয়াছে। আইন বড় অক্ষরে ও আইনের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডর ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসে আইনের মর্ম্ম জানিতে পারেন্ এই নিমিত্ত প্রত্যেক আইন ও আই-নের অর্থ এবং সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা প্রস্তুত হইয়া মূল গ্রন্থের প্রথমে দেওয়া গিয়াছে। ঐ খোলাসা অতি সংক্ষেপে এবং সহজ ভাষাতে তরজমা হইয়াছে এবং যে আইনপ্রভৃতির খোলাসা হইয়াছে ঐ খোলাসাতে মূল আইনইত্যাদির অঙ্কের জিকির আছে।

প্রত্যেক বালমে যে আইন ও আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর আছে তাহার নির্ঘণ্ট প্রত্যেক বালমের শেষ ভাগে দেওয়া গিয়াছে তাহাতে পাঠকগণ অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে এই গ্রন্থের মধ্যে কোন্২ আইনপ্রভৃতি দেওয়া গিয়াছে এবং তাহা গ্রন্থের কোন্২ স্থানে পাওয়া যায়।

পাট্টার হার ও পত্তনি তালুকের বিষয়ি এবং বাকী খাজানার নিমিত্ত ভূমি নীলামের এবং ক্রোক করণের এবং দলীলদস্তাবিজের ইষ্টাম্প এবং জবরদস্তী করিয়া বেদখল করণের বিষয়ি নানা বিধান যদ্যপি দেওয়ানী আইনের মধ্যে গণ্য নহে তথাপি তাহা না জানিলে মোকদ্দমার নির্ব্বাহ সুন্দররূপে হইতে পারে না এই নিমিত্ত এই২ বিষয়ের সকল আইন আপেণ্ডিক্সের মধ্যে দেওয়া গিয়াছে।

এই দেওয়ানী আইনের সংগ্রহের মধ্যে যে সকল সংজ্ঞা আছে তাহার ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষার অভিধান দেওয়া গিয়াছে।

[*Government Gazette*, 9*th May*, 1843.]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জান মার্শমন সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

Numb. 151. ১৫১)



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, MAY 16, 1843.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৪৩ সাল ১৬ মে ৭

DRAFTS OF ACTS.

FORT WILLIAM.
LEGISLATIVE DEPARTMENT.
THE 28TH APRIL, 1843.

The following Draft of a proposed Act was read in Council for the first time on the 28th April, 1843.

ACT No. —— OF 1843.

An Act concerning the time at which and the language in which the decisions of the Judges in the Courts of the East India Company are to be written.

I. Whereas it is expedient, that the decisions of Courts of Justice and the reasons for the decision should be written and signed by the Judge at the time of pronouncing his decision, and in the vernacular language of the Judge;—

It is hereby enacted, that in all the Presidencies so much of all Decrees as consists of the points to be decided, the decision thereon and the reasons for the decision, and all injunctions for the revision of Decrees in regular suits, and all orders upon Summary Appeals, and upon applications for Special Appeals, and for Reviews of Judgment, which shall be passed by Judges of the Sudder Courts, or by Judges of Zillah and City Courts, or by Subordinate or Assistant Judges of Zillahs, shall be written originally in English, and signed by the Judge or Judges at the time of pronouncing such decision and orders; and shall be accompanied by a translation thereof in the vernacular language, commonly used in the Court wherein the suit to which the Decree or Order relates, shall have been instituted; which translation shall be incorporated in the Decree.

II. Provided that nothing in this Act contained shall be construed to repeal or affect any Regulation of the Codes of the Presidencies of Fort St.

আইনের মুসাবিদা।

ফোর্ট উলিয়ম।
লেজিসলেটিব ডিপার্টমেণ্ট।
ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২৮ আপ্রিল।

প্রস্তাবিত আইনের নীচের লিখিত মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৮ আপ্রিল তারিখে হজুর কৌন্সেলে প্রথমবার পাঠ করা গেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল—আক্ট।

ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের জজেরা যে সময়ে এবং যে ভাষাতে আপন২ ডিক্রী লিখিবেন তাহার বিষয়ি আইন।

যেহেতুক দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী এবং সেই ডিক্রীর হেতু জজেরদের স্বকীয় ভাষায় ডিক্রী করণের সময়ে লেখা ও দস্তখৎকরা উচিত বোধ হইল

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর অধীন দেশে সকল ডিক্রীর যে ভাগে বিচার্য্য বিষয় এবং সেই বিষয়ের ডিক্রী এবং সেই ডিক্রীর হেতু লেখা আছে তাহা এবং জাবেতামত মোকদ্দমার ডিক্রী সংশোধনের হুকুম এবং সরসরী আপীল হইলে যে হুকুম হয় তাহা এবং খাস আপীল ও ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের বিষয়ে যে হুকুম হয় তাহা সদর আদালতের জজ সাহেবেরা অথবা জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা অথবা জিলার অধীন জজ কিম্বা আসিষ্টাণ্ট জজ সাহেবেরা প্রথমে ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিবেন এবং সেই ডিক্রী ও হুকুম করণের সময়ে জজ সাহেব অথবা জজ সাহেবেরা তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং ঐ ডিক্রী অথবা হুকুমসম্পর্কীয় মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের সামান্যতঃ চলন ভাষাতে তাহার তরজমা করা যাইবেক এবং সেই তরজমা ডিক্রীর অন্তর্গত করা যাইবেক ইতি।

২ ধারা। কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের অধীন দেশের চলিত যে কোন আইনে সদর আদালতের ডিক্রীসকল ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিবার হুকুম আছে তাহা এই আইনের

George and Bombay, by which the Decrees of the Sudder Courts are required to be written in English, nor to repeal or affect any Regulation of the Code of the Presidency of Fort St. George, by which the Decrees of the Provincial and Zillah Courts, and the Auxiliary Courts under Assistant Judges, and the orders of the Sudder Court and Provincial Courts on Petitions presented to them, are required to be written in English.

III. And whereas it is expedient, that excepting as regards the language to be used, Principal Sudder Ameens, Sudder Ameens and Moonsiffs should be guided by the same rules as are hereinbefore provided for the guidance of the Superior Judges;—

It is hereby enacted, that in all the Presidencies so much of all Decrees as consists of the points to be decided, the decision thereon and the reason for the decision, which shall be passed by Principal Sudder Ameens, Sudder Ameens or Moonsiffs, shall be written originally in the vernacular language of such Principal Sudder Ameen, Sudder Ameen or Moonsiff, and signed by such Principal Sudder Ameen, Sudder Ameen or Moonsiff at the time of pronouncing such decision and (in case such vernacular language shall not be the same as the vernacular language commonly used in the Court wherein the suit to which the Decree relates, shall have been instituted,) shall be accompanied by a translation thereof in such last mentioned vernacular language, which translation shall be incorporated in the Decree.

Ordered, that the Draft now read be published for general information.

Ordered, that the said Draft be re-considered at the first meeting of the Legislative Council of India, after the 28th day of July next.

F. J. Halliday,

Offg. Secy. to the Govt. of India.

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER DEWANNY AND NIZAMUT ADAWLUT.

No. 6.

To the Civil and Session Judges in the Lower Provinces.

There being reason to believe that specifications of additional documents are sometimes inserted in applications for copies of papers, after the presentation of the application and the passing of an order for granting copies of the papers originally applied for, the Court, with a view to prevent such a practice, direct that Petitioners be in future required to mention in words the number of documents of which transcripts are required, and to insert the date of application immediately after the list of papers.

W. Kirkpatrick, *Deputy Register.*

Fort William, 7th April, 1843.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৩। ১৬ মে।]

লিখিত কোন কথার দ্বারা রদ অথবা মতান্তর হইল এমত অর্থ করিতে হইবেক না। এবং মান্দ্রাজ রাজধানীর যে কোন আইনে প্রবিন্স্যল এবং জিলার আদালতের এবং আসিষ্টাণ্ট জজ সাহেবের সহকারি আদালতের ডিক্রী এবং সদর আদালত ও প্রবিন্স্যল আদালতের নিকটে দরপেশহওয়া দরখাস্তের বিষয়ি ঐ২ আদালতের হুকুম ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিবার বিধান আছে তাহা এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা রদ অথবা মতান্তর হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

৩ ধারা। এবং যেহেতুক যে ভাষা লইয়া ব্যবহার করিতে হইবেক তদ্বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে উপরিস্থ আদালতের উপদেশের নিমিত্ত এই আইনের পূর্ব্বোক্ত ধারায় যে সকল নিয়ম আছে সেই২ নিয়মানুসারে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন এবং মুনসেফেরদের কার্য্য করা উচিত বোধ হইল

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে সকল রাজধানীর অধীন দেশে প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন কি মুনসেফ যে সকল ডিক্রী করেন্ সেই সকল ডিক্রীর মধ্যে বিচার্য্য বিষয় এবং সেই বিষয়ের ডিক্রী এবং সেই ডিক্রীর হেতু ঐ প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফ প্রথমে স্বকীয় ভাষাতে লিখিবেন এবং ঐ প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন কি মুনসেফেরা ডিক্রী করণের সময়ে তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং ডিক্রী সম্পর্কীয় মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের চলন ভাষা যদি ঐ প্রধান সদর আমীনপ্রভৃতির স্বকীয় ভাষা না হয় তবে ঐ ডিক্রী সেই আদালতের চলন ভাষায় তরজমা করিতে হইবেক এবং সেই তরজমা ঐ ডিক্রীর অন্তর্গত করা যাইবেক ইতি।

হুকুম হইল যে এক্ষণে পাঠকরা মুসাবিদা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

হুকুম হইল যে আগামি ২৮ জুলাই তারিখের পর ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের প্রথম যে বৈঠক হয় তাহাতে এই মুসাবিদা পুনর্ব্বার বিবেচনা করা যাইবেক।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

John C. Marshman, *Bengalee Translator.*

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সরক্যুলর অর্ডর।

---

৬ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের শ্রীযুত সিবিল ও সেশন জজ সাহেব বরাবরেষু।

কাগজপত্রের নকল পাইবার দরখাস্ত দাখিল হইলে এবং সেই কাগজের নকল দেওনের হুকুম হইলে পর ঐ দরখাস্তের মধ্যে কখন২ অতিরিক্ত কাগজপত্রের বেওরা লেখা গিয়া থাকে এমত বোধ হওয়াতে সদর আদালত এই ব্যবহার নিবারণার্থ হুকুম করিতেছেন যে উত্তর কালে যত কাগজপত্রের নকলের দরখাস্ত হয় তাহার সংখ্যা অক্ষরে লিখিতে হইবেক এবং কাগজপত্রের ফিরিস্তির অব্যবহিত নিম্নে দরখাস্তের তারিখ দিতে হইবেক।

ডবলিউ কর্কপাত্রিক। ডেপুটী রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৩। ৭ আপ্রিল।

John C. Marshman, *Bengalee Translator.*

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

No. 7.

To the Civil Authorities in the Lower Provinces.

The Courts of Sudder Dewanny Adawlut having had under consideration the practice, which now obtains, in regard to the transmission of the requisitions of Moonsiffs to the several Judicial and Revenue authorities and from the representations laid before them on that subject, being of opinion, that the practice of constituting the Zillah Judge, to whom the Moonsiff may be subordinate, the channel for making such requisitions, answers no useful purpose, while it tends to impede the despatch of business in both Courts, are pleased to prescribe the following rules to be observed in future, in such cases.

2. Paragraph 5, of the Circular Order, dated 16th November 1839, is hereby rescinded, and the rules contained in the remaining paragraphs of that Circular are extended to the Courts of Moonsiffs, with the exception, that, when a Moonsiff may have occasion to employ the Government Post as the channel for conveying any requisition or application to the authorities, or persons referred to in the Circular Order above cited, or to Mahomedan or Hindoo Law Officers, as mentioned in Circular Order No. 1409, dated 5th August 1840, he shall enclose his requisition, or application, in an open envelope, and transmit the same to the Zillah Judge, who, with due observance of the Post Office rules, will seal, frank, and forward the same for despatch to its destination.

W. Kirkpatrick, *Deputy Register.*

Fort William, 15th April, 1843.

NOTIFICATIONS.

APPOINTMENTS BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

The 5th May, 1843.

Baboo Nobeenchunder Mitter (who has obtained a Diploma) to be Moonsiff of Mohunpore, Zillah Midnapore, vice Mr. Pennington transferred to Zillah Purneah.

Baboo Kassissur Mitter, Moonsiff of Sulkea, to be Moonsiff of Jessore.

Moulvy Abdool Rouf, Moonsiff of Beelmaria, Zillah Rajshahye, to be Moonsiff of Sulkea, Zillah Jessore.

Baboo Juggunnath Pershad Bonnerjee (who has obtained a Diploma,) to be Moonsiff of Beelmaria, Zillah Rajshahye.

J. Hawkins, *Register.*

CIVIL APPOINTMENTS.

No. 631.

ORDERS BY THE HONOURABLE THE DEPUTY GOVERNOR OF BENGAL.

JUDICIAL AND REVENUE DEPARTMENT.

The 3rd May, 1843.

LEAVES OF ABSENCE.

Mr. H. V. Hathorn, Officiating Civil and Ses-

সদর দেওয়ানী আদালতের সরকুলর অর্ডর।

৭ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের শ্রীযুত দেওয়ানীর কার্য্যকারক বরাবরেষু।

নানা আদালত ও কালেক্টরী সম্পর্কীয় কার্য্যকারকেরদের প্রতি মুনসেফেরদের আদেশ পাঠাওনের বিষয়ে এক্ষণে যে ব্যবহার চলিতেছে তাহা সদর আদালত বিবেচনা করিয়াছেন এবং সেই বিষয়ে তাঁহারদিগকে যাহা২ বিজ্ঞাপন করা গিয়াছে তাহার দ্বারা তাঁহারা বোধ করেন্ যে মুনসেফ যে জিলার জজ সাহেবের অধীন সেই জজ সাহেবের দ্বারা ঐ সকল আদেশ পাঠাওনের রীতিতে কোন উপকার নাই বরং তাহাতে উভয় আদালতের কর্ম্মের ব্যাঘাত হইতেছে অতএব সদর আদালত উত্তর কালের জন্য এমত গতিকে পশ্চাৎ লিখিত বিধান করিতেছেন।

২। ১৮৩৯ সালের ১৬ নবেম্বর তারিখের সরক্যলর অর্ডরের ৫ দফা রদ হইল এবং ঐ সরক্যুলর অর্ডরের অবশিষ্ট দফার বিধি মুনসেফের আদালতে চলন হইল কেবল এই বিষয় বর্জ্জিত থাকিল যে উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকারকের কিম্বা ব্যক্তিরদের নিকটে অথবা ১৮৪০ সালের ৫ আগস্ট তারিখের ১৪০৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের লিখনমতে মৌলবী বা পণ্ডিতেরদের নিকটে যখন মুনসেফের কোন আদেশ অথবা দরখাস্ত সরকারী ডাকের দ্বারা প্রেরণ করিতে হয় তখন তিনি ঐ আদেশ অথবা দরখাস্ত একটা খোলা খামের মধ্যে দিয়া জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং জজ সাহেব ডাক ঘরের নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাতে মোহর করিবেন ও বিনামাসুলে পাঠাওনের নিমিত্ত আপনার নাম দস্তখৎ করিবেন এবং তাহা ডাকের দ্বারা পাঠাইবেন।

ডবলিউ কর্কপাত্রিক। ডেপুটী রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম ১৮৪৩। ১৫ আপ্রিল।

John C. Marshman, *Bengalee Translator.*

বিজ্ঞাপন।

সদর দেওয়ানী আদালতের নিয়োগ।

১৮৪৩ সাল ৫ মে।

শ্রীযুত পেনিংটন সাহেব জিলা পূরণিয়াতে নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহার পরিবর্ত্তে য়োগ্যতার পত্রপ্রাপ্ত শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র জিলা মেদিনীপুরের মোহনপুরের মুনসেফ হইবেন।

শালিখার মুনসেফ শ্রীযুত কাশীশ্বর মিত্র যশোহরের মুনসেফ রইবেন।

জিলা রাজশাহীর বেলমারিয়াস্থানের মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী আবদুল রৌফ যশোহর জিলার শালিখার মুনসেফ হইবেন।

যোগ্যতার পত্রপ্রাপ্ত শ্রীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ বাঁড়ুয্যা জিলা রাজশাহীর বেলমারিয়ার মুনসেফ হইবেন।

জে হকিন্স। রেজিষ্টর।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৬৩১ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর সাহেবের হুকুম।

জুডিসিয়ল ও রেবিনিউ ডিপার্টমেন্ট।

১৮৪৩ সাল ৩ মে।

ছুটী।

চব্বিশপরগনার একটিং সিবিল ও সেশন জজ শ্রীযুত

sions Judge of the 24 Pergunnahs, for three weeks, under Medical Certificate, in extension of the leave granted to him on the 26th ultimo.

Mr. T. W. Wilson, Civil Assistant Surgeon of Mymensing, for four months, on private affairs.

Moulvie Ibrahim Ally, Sudder Ameen and Moonsiff of Gya, for fourteen days.

APPOINTMENTS.

Mr. R. H. Russell to officiate, until further orders, as Magistrate of Moorshedabad.

Mr. T. Hastings to officiate as Civil Assistant Surgeon at Mymensing, vice Mr. Wilson.

To be Members of the Municipal Committee at Midnapore.

Mr. J. Laughton,
Mr. J. Pagan,
Baboo Anundchunder Mittre,
Baboo Jadoobinder Bannerjee,
Syed Gholam Mynoodeen.

Dr. D. Begg to be a Member of the Ferry Fund Committee at Tirhoot, vice Dr. Mackinnon on leave.

Mr. J. Gibson to be a ditto of the ditto ditto at Maldah in the room of Mustapha Khan.

The 10th May, 1843.

Mr. C. W. Fuller, Civil Assistant Surgeon of Nuddea, to be Register of Deeds of that District under Act XXX. of 1838.

To be Under Secretaries to the Government of Bengal.

Mr. A. Turnbull,
Mr. C. Beadon.

Mr. Turnbull will make over charge of his office to the Officiating Collector Mr. Crawford, who will officiate as Magistrate as well as Collector of Burdwan until the arrival of Mr. Beaufort.

Mr. G. G. Mackintosh to be Magistrate of Burdwan, continuing to officiate, until further orders, as Magistrate and Collector of Cuttack.

Mr. L. Beaufort to officiate as Magistrate of Burdwan.

Mr. T. C. Loch to be Magistrate of Rajeshye.

Mr. H. M. Reid to be Joint Magistrate and Deputy Collector of the 2d grade at Purneah.

Mr. H. D. H. Fergusson to be ditto ditto at Tipperah.

LEAVE OF ABSENCE.

Mr. J. W. Allen, for six weeks, preparatory to proceeding to Europe on Furlough. Mr. J. G. Campbell will officiate as Collector, and Mr. B. Cooper as Magistrate of Dacca, during the absence of Mr. Allen, or until further orders.

NOTIFICATIONS.

Mr. D. J. O'Callaghan, Civil Assistant Surgeon of Pubna, reported his having assumed charge of the Medical duties of that Station on the 17th ultimo.

Baboo Oomakaunt Sein received charge of the

এচ বি হর্থর্ণ সাহেব গত মাসের ২৬ তারিখে যে ছুটী পাইয়াছিলেন তদতিরিক্ত চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে আর তিন সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

ময়মুনসিংহের সিবিল আসিষ্টান্ট চিকিৎসক শ্রীযুত টি ডবলিউ উইলসন সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে চারি মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

গয়ার সদর আমীন ও মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী ইবরাহিম আল্লী চৌদ্দ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

নিয়োগ।

অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত শ্রীযুত আর এচ রসল সাহেব মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত উইলসন সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত টি হেষ্টিংস সাহেব ময়মুনসিংহের সিবিল আসিষ্টান্ট চিকিৎসক হইবেন।

নীচের লিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুরের নগরীয় কমিটির মেম্বর হইবেন।

শ্রীযুত আই লটন।
শ্রীযুত আই পেগন।
শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র।
শ্রীযুত বাবু যাদবেন্দ্র বাঁড়ুয্যা।
শ্রীযুত সৈয়দ গোলাম ময়নুদ্দীন।

শ্রীযুত ডাক্তর মাকিনন সাহেব ছুটী লইয়া স্থানান্তর গমন করাতে শ্রীযুত ডাক্তর ডি বেগ সাহেব ত্রিহুতের খেদারার দ্বারা প্রাপ্ত টাকার কমিটির এক জন মেম্বর হইবেন।

শ্রীযুত মোস্তফা খাঁর পরিবর্ত্তে শ্রীযুত আই গিবসন সাহেব মালদহের ঐ ঐ হইবেন।

১৮৪৩ সাল ১০ মে।

নদীয়ার সিবিল আসিষ্টান্ট চিকিৎসক শ্রীযুত সি ডবলিউ ফুলর সাহেব ১৮৩৮ সালের ৩০ আইনানুসারে ঐ জিলার দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর হইবেন।

নীচের লিখিত সাহেবেরা বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটারী হইবেন।

শ্রীযুত এ টর্ণবুল সাহেব।
শ্রীযুত সি বিডন সাহেব।

শ্রীযুত টর্ণবুল সাহেব আপনার পদের ভার একটিং কালেক্টর শ্রীযুত ক্রাফর্ড সাহেবের প্রতি অর্পণ করিবেন এবং শ্রীযুত বোফর্ট সাহেবের না পঁহুছনপর্য্যন্ত শ্রীযুত ক্রাফর্ড সাহেব বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেটী ও কালেক্টরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত জি জি মাকিণ্টস সাহেব বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট হইবেন কিন্তু অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত কটকের মাজিষ্ট্রেটী ও কালেক্টরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুত এল বোফর্ট সাহেব বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুত টি সি লক সাহেব রাজশাহীর মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

শ্রীযুত এচ এম রীড সাহেব পূরণিয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

শ্রীযুত এচ ডি এচ ফরগিসন সাহেব ত্রিপুরার ঐ ঐ হইবেন।

ছুটী।

শ্রীযুত জে ডবলিউ আলেন সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ইউরোপে গমনার্থ ছয় সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন। শ্রীযুত আলেন সাহেবের অনুপস্থান অথবা অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত শ্রীযুত আই জি কাম্বেল সাহেব ঢাকার কালেক্টরী কর্ম্ম এবং শ্রীযুত বি কুপর সাহেব ঢাকার মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

পাবনার সিবিল আসিষ্টান্ট চিকিৎসক শ্রীযুত ডি জে ওকালাগন সাহেব গত মাসের ১৭ তারিখে ঐ স্থানের চিকিৎসকতা কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এমত রিপোর্ট করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত সেন ঐ তারিখে শ্রীযুত এম এ জি

office of Commissioner in the Soonderbuns from Mr. M. A. G. Shawe on the same date.

Mr. H. V. Bayley received charge of the offices of Special Deputy Collector and Superintendent of Settlements at Midnapore from Uncovenanted Deputy Collectors Roy Radhanath Gangoly and Roy Anundchunder Mittre on the 24th ultimo.

Mr. O. W. Malet received charge of the Special Deputy Collectorate of Cuttack from Uncovenanted Deputy Collector Rampersaud Roy on the 1st instant.

Mr. F. Stainforth received charge of the office of Civil and Sessions Judge of the 24-Pergunnahs from Mr. H. V. Hathorn on the 29th ultimo.

Captain J. T. Gordon made over charge of the District of Nowgong in Assam to Lieutenant A. A. Sturt on the 22d idem.

Mr. F. J. Morris received charge of the Jessore Magistrate's Office from Mr. G. F. Cockburn on the 24th idem.

The remaining portion of the leave granted to Baboo Lokenath Bose, Sudder Ameen of the 24-Pergunnahs, on the 20th March last, has been cancelled from the 15th ultimo, the date on which he resumed charge of his office.

F. J. Halliday,
Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 584.
FORT WILLIAM.
ECCLESIASTICAL DEPARTMENT.
The 26th April, 1843.

The Reverend Henry Thomas and Edward Knight Maddock, reported their arrival as Assistant Chaplains on the Bengal Establishment, on board the Ship "Zenobia," which vessel reached Kedgeree on the 21st instant.

T. R. Davidson,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 585.
FORT WILLIAM.
GENERAL DEPARTMENT.
The 26th April, 1843.

Mr. Philip Henry Egerton, appointed by the Hon'ble the Court of Directors, a Member of the Hon'ble Company's Civil Service, on the Bengal Establishment, reported his arrival at Agra on the 22d February 1843.

T. R. Davidson,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 586.
FORT WILLIAM.
SEPARATE DEPARTMENT.
The 26th April, 1843.

The Honourable the Deputy Governor of Bengal, in concurrence with the Honourable the President in Council, is pleased to resolve that the following Rule be adopted in modification of Clauses 4 and 5 of the "Rules regarding the Superintendence of

শ সাহেবের স্থানে সুন্দরবনের কমিস্যনরের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাধানাথ গাঙ্গুলী এবং শ্রীযুত রায় আনন্দচন্দ্র মিত্রের স্থানে শ্রীযুত এচ বি বেলি সাহেব মেদিনীপুরের স্পেসিয়ল ডেপুটী কালেক্টরী এবং বন্দোবস্তের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টী কর্ম্মের ভার গত মাসের ২৪ তারিখে গ্রহণ করিলেন।

অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত রামপ্রসাদ রায়ের স্থানে শ্রীযুত ও ডবলিউ মালেট সাহেব গত মাসের ১ তারিখে কটকের স্পেসিয়ল ডেপুটী কালেক্টরী কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুত এফ ষ্টেনফোর্থ সাহেব চব্বিশপরগনার সিবিল ও সেশন জজের কর্ম্মের ভার গত মাসের ২৯ তারিখে শ্রীযুত এচ বি হথর্ণ সাহেবের স্থানে গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুত কাপ্তান জে টি গর্ডন সাহেব গত মাসের ২২ তারিখে আসাম দেশস্থ নওগাঁ প্রেদেশের ভার শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট এ এ ষ্টর্ট সাহেবের প্রতি অর্পণ করিলেন।

শ্রীযুত এফ জে মরিস সাহেব গত মাসের ২৪ তারিখে যশোহরের মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত জি এফ কোবর্ণ সাহেবের স্থানে গ্রহণ করিলেন।

চব্বিশপরগনার সদর আমীন শ্রীযুত বাবু লোকনাথ বসুকে গত ২০ মার্চ তারিখে যে ছুটী দেওয়া গিয়াছিল তাহার অবশিষ্ট কাল গত মাসের ১৫ তারিখ অর্থাৎ যে তারিখে তিনি সেই কর্ম্মের ভার পুনর্গ্রহণ করিলেন সেই তারিখঅবধি রহিত হইয়াছে।

এফ জে হালিডে।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

---

৫৮৪ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
ইক্লিসিয়াষ্টিকেল ডিপার্টমেণ্ট।
১৮৪৩ সাল ২৬ আপ্রিল।

শ্রীযুত হেনরি তামস সাহেব এবং শ্রীযুত এড্বার্ড নাইট মাডক সাহেব বঙ্গ দেশের সিরিশ্তার আসিষ্টাণ্ট ধর্ম্মোপদেশকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া গত মাসের ২১ তারিখে "জিনোবিয়া" নামক জাহাজের দ্বারা খাজুরীতে পঁহুছিলেন এমত রিপোর্ট করেন্।

টি আর ডেবিডসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

---

৫৮৫ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
জেনরল ডিপার্টমেণ্ট।
১৮৪৩ সাল ২৬ আপ্রিল।

শ্রীযুত ফিলিপ হেনরি এজর্টন সাহেব শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের দ্বারা কোম্পানি বাহাদুরের সিবিলসম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে ১৮৪৩ সালের ২২ ফেব্রুআরি তারিখে আগ্রাতে পঁহুছিলেন এমত সম্বাদ দিয়াছেন।

টি আর ডেবিডসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

---

৫৮৬ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
স্বতন্ত্র ডিপার্টমেণ্ট।
১৮৪৩ সাল ২৬ আপ্রিল।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর সাহেব হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেবের সম্মতিক্রমে হুকুম করিতেছেন যে ১৮২৯ সালের ৪ আগষ্ট তারি-

Stamp Revenue and the powers of the Board and Revenue Commissioners," prescribed in the Resolution of the Government, dated the 4th August, 1829:

RULE.

The authority vested in Commissioners of Revenue by the 4th and 5th Clauses of the "Rules regarding the Superintendence of the Stamp Revenue and the powers of the Board and Revenue Commissioners," prescribed in the Resolution of the Government, dated the 4th August, 1829, is hereby transferred to the Superintendent of Stamps, to which Officer references by Collectors or other Functionaries in charge of this branch of the Revenue, regarding the affixing of Stamps to unstamped or inadequately stamped Documents shall be made. Collectors or other Functionaries aforesaid, on the presentation of such Documents to be [redacted]d, are required to levy the penalty to which they consider them liable, in addition to the value of the Stamp, or the difference of value when the Document bears a Stamp of inadequate amount. The Documents are then to be transmitted to the Superintendent of Stamps, who, if he concurs in the award of the Collector or other Officer by whom the Documents have been transmitted, will cause them to be properly stamped and returned immediately to that Officer. If the Superintendent shall see cause to differ from the Collector in opinion in regard to the amount of the Stamp to be charged or the penalty to be awarded, he shall without delay refer the proceeding of the Collector, and the reasons for his difference of opinion with that Officer, to the Board of Customs, Salt and Opium, whose decision shall be final. In cases which come by this Rule under the cognizance of the Board of Customs, Salt and Opium, where the decision of the Collector shall be modified or reversed by that authority, the Collector will refund any surcharge or levy any additional penalty, according to the award recorded by the Board. The Board shall nevertheless continue in the exercise of the power with which it is vested by Clause 5 of the Rules that are hereby modified, to remit penalties in excess of the Government Duty, whenever under the circumstances established before that authority, a party subjected to a penalty shall appear to be a fit object for the mitigation thereof.

By order of the Honourable the Deputy Governor of Bengal.

T. R. Davidson,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 19.
FORT WILLIAM.
GENERAL DEPARTMENT.
The 19th April, 1843.
EDUCATION.

Mr. Fergusson is appointed a Member of the Local Committee of Education at Commillah.

H. V. Bayley,
Depy. Secy. to the Govt. of India.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৩। ১৬ মে।]

খের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণের লিখিত "ইষ্টাম্পের রাজস্বের কর্ত্তৃত্বের এবং বোর্ডের ও রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবেরদের ক্ষমতার" বিষয়ি বিধির ৪ এবং ৫ দফা মতান্তর হইয়া নীচের লিখিত বিধি চলিবেক।

বিধান।

ইষ্টাম্পের রাজস্বের কর্ত্তৃত্বের এবং বোর্ডের ও রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবেরদের ক্ষমতার বিষয়ে যে বিধান ১৮২৯ সালের ৪ আগষ্ট তারিখের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণের মধ্যে লিখিত ছিল সেই বিধানের ৪ ও ৫ দফার দ্বারা রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রতি অর্পিত ক্ষমতা এই বিধানের দ্বারা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি অর্পণ হইল। এবং ইষ্টাম্প না হওয়া অথবা কম মূল্যের ইষ্টাম্পে লিখিত দলীলদস্তাবেজে ইষ্টাম্প বসাওনের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব অথবা ঐ রাজস্বের কার্য্য ভারাক্রান্ত সাহেবেরদের কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে তাঁহারা ঐ ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরদের নিকটে করিবেন। কালেক্টর সাহেবেরদের অথবা সেই কর্ম্মের ভারাক্রান্ত অন্য সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে ঐ প্রকার দলীলদস্তাবেজ ইষ্টাম্প হওনার্থ দাখিল হইলে ইষ্টাম্পের যথার্থ মূল্যের অতিরিক্ত অথবা কম মূল্যের ইষ্টাম্পে লিখিত হইলে যত কমে লিখিয়া থাকে তাহার অতিরিক্ত যে দণ্ড উচিত বোধ হয় তাহা উসুল করেন্। পরে ঐ দলীলদস্তাবেজ ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং ঐ দলীলদস্তাবেজ প্রেরণকারি কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য কর্ম্মকারক যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহাতে যদি ঐ ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সম্মত হন্ তবে তিনি তাহাতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসাইয়া ঐ কাগজপত্র সেই কর্ম্মকারকের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইবেন। কিন্তু ইষ্টাম্পের মূল্যের বিষয়ে অথবা দণ্ডের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব যে নিষ্পত্তি করিলেন তাহাতে যদি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সম্মত না হন্ তবে তিনি কালেক্টর সাহেবের রুবকারী তৎক্ষণাৎ হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের সমীপে অর্পণ করিবেন এবং আপনার অসম্মতির হেতু জানাইবেন এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহা চূড়ান্ত হইবেক। এই বিধির অনুসারে যে সকল বিষয় হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে অর্পণ হয় তাহাতে যদি তাঁহারা কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি মতান্তর অথবা অন্যথা করেন্ তবে কালেক্টর সাহেব যত অধিক টাকা লইয়াছিলেন তাহা বোর্ডের সাহেবেরদের লিখিত নিষ্পত্তির অনুসারে ফিরিয়া দিবেন অথবা বোর্ডের হুকুমে কিছু অধিক দণ্ড করিতে হইলে তাহা করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তির দণ্ড হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি বোর্ডের সাহেবেরদের সম্মুখে প্রমাণহওয়া বিষয় দৃষ্টে ক্ষমা পাইবার যোগ্য বোধ হয় তবে এক্ষণে মতান্তরহওয়া বিধির ৫ দফাতে দণ্ড মাফ করণের যে ক্ষমতা বোর্ডের সাহেবদিগকে দেওয়া গিয়াছিল সেই ক্ষমতানুসারে তাঁহারা কার্য্য করিতে থাকিবেন।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর্ সাহেবের হুকুমক্রমে।

টি আর্ ডেবিডসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

---

১৯ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
জেনরল ডিপার্টমেণ্ট।
১৮৪৩ সাল ১৯ আপ্রিল।
বিদ্যাধ্যাপন।

শ্রীযুত ফারগিসন সাহেব কমিল্লার বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বর হইবেন।

এচ বি বেলি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ডেপুটী সেক্রেটারী।

No. 638.

ORDERS BY THE HONOURABLE THE DEPUTY GOVERNOR OF BENGAL.

JUDICIAL AND REVENUE DEPARTMENT.

The 3d May, 1843.

LEAVE OF ABSENCE.

Baboo Nubboochunder Chatterjee, Deputy Collector under Regulation IX. of 1833 in Tipperah, from the 11th March to 6th April 1843, in further extension of the leave granted to him on the 27th February last.

APPOINTMENTS.

Mr. T. Leckie, Civil Assistant Surgeon of Bhaugulpore, to be Register of Deeds under Act XXX. of 1838 in that District.

Mr. J. P. Kelly to be attached as Civil Assistant Surgeon at Maunbhoom, until further orders.

NOTIFICATIONS.

Mr. J. Grant resumed charge of the office of Civil and Sessions Judge of Dinagepore, from Moulvie Mahomed Khoorshed, the Principal Sudder Ameen of the District, on the 5th instant.

Mr. C. Beadon assumed charge of the office of Under Secretary to the Government of Bengal on the 11th idem.

The appointment of Mr. W. Martin on the 26th ultimo, to officiate as Civil Assistant Surgeon at Sarun, has been cancelled at his own request.

F. J. HALLIDAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

৬৩৮ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর্ সাহেবের হুকুম।

জুডিসিয়ল ও রেবিনিউর ডিপার্টমেন্ট।

১৮৪৩ সাল ৩ মে।

ছুটী।

১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে ত্রিপুরার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবচন্দ্র চাটুয্যা গত ২৭ ফেব্রুআরি তারিখে যে ছুটী পাইয়াছিলেন তদতিরিক্ত ১৮৪৩ সালের ১১ মার্চঅবধি ৬ আপ্রিলপর্য্যন্ত ছুটী পাইয়াছেন।

নিয়োগ।

ভাগলপুরের সিবিল আসিষ্টান্ট চিকিৎসক শ্রীযুত টি লেকি সাহেব ১৮৩৮ সালের ৩০ আইনানুসারে ঐ জিলার দলীল দস্তাবেজের রেজিষ্টর হইবেন।

শ্রীযুত জে পি কেলি সাহেব অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত মানভূমের সিবিল আসিষ্টান্ট চিকিৎসক হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

দিনাজপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী খুরসেদের স্থানহইতে বর্ত্তমান মাসের ৫ তারিখে শ্রীযুত জে গ্রান্ট সাহেব ঐ জিলার সিবিল ও সেশন জজী কর্ম্মের ভার পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুত সি বিডন সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১১ তারিখে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

গত মাসের ২৬ তারিখে শ্রীযুত ডবলিউ মার্টিন সাহেবের সারণের সিবিল আসিষ্টান্ট চিকিৎসকতা কর্ম্ম গ্রহণ করা তাঁহার প্রার্থনাতে রহিত হইয়াছে।

এফ জে হালিডে।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS.

গবর্ণমেন্টের ইশ্তিহার।

SALT.

নিমক।

এস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত পাঙ্গা নেমক পশ্চাদুক্ত নিরিখ দরে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে খরিদারানের উচিত যে ঐ নেমকের রকম মোং চট্টগ্রামে সরকারি গোলায় নমুনা দৃষ্টে খাতির জমায়ত বুঝিয়া খরিদ করেন্ আর যে ব্যক্তি মোকাম মজকুরে প্রথমে রওয়ানা দাখিল করিবেক সেই ব্যক্তি পহিলা ওজন পাইবার যোগ্য হইবেক।

নেমকের বেওরা।

এজেন্সী অর্থাৎ জেলার নাম	ঘাটের নাম	কোন্ সনের আমদানি	মওয়াজি নেমক	নিরিখদর ফি ১০০/ মোন
চট্টগ্রাম আরাকেন পাঙ্গা	সদর ঘাট	১৮৪২। ৪৩ সাল	মোন ৫০০০০/	কোং টাকা ৪১২৲

বোর্ড পরিমিট নিমক ও আফিম তাং ৮ মে সন ১৮৪৩ সাল।

এচ টরেন্স। সেক্রেটারী।

ইস্তেহার দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত করকচ নেমক পশ্চাদুক্ত নিরিখদরে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে খরিদারানের উচিত যে ঐ নেমকের রকম মোং শালিখার সরকারি গোলায় নমুনাদৃষ্টে খাতিরজমায়ত বুঝিয়া খরিদ করেন আর যে ব্যক্তি মোকাম মজকুরে প্রথমে রওয়ানা দাখিল করিবেক সেই ব্যক্তি পহিলা ওজন পাইবার যোগ্য হইবেক।

[*Government Gazette, 16th May*, 1843.]

নেমকের বেওরা।

এজেন্সী অর্থাৎ জেলার নাম	ঘাটের নাম	কোন্ সনের আমদানী	মওয়াজি নেমক	নিরিখদর ফি ১০০/ মোন
মাদরাজ পরমিট তৃতীয় রকম	শালিখা	১৮৪১। ৪২ সাল	২৭০০০/ মোন	কোং টাকা ৩২০৲

বোর্ড পরমিট নিমক ও আফিম তাং ১৩ মে সন ১৮৪৩ সাল। এচ টরেন্স। সেক্রেটারী।

বাকীজাত নমক সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ৩১ মার্চ।

হিজলী।

ঘাট দক্ষিণ কালীনগর	১২৪৭ সাল	৩৮৭৮৮৪॥০ মোন
ঐ ঐ	১২৪৮	৭১০৫৭৩॥০
ঐ ঐ	১২৪৯	৫৫৫৬৯/০
উত্তর কালীনগর	১২৪৭	৯১৬৪৪/০
[redacted] পাইকা	১২৪৮	৩৬৬৩৬০/০
ঐ	১২৪৯	৪৫৯৭০/০
কৃষ্ণনগর	১২৪৮	৪১০৭৫৮/০
ঐ	১২৪৯	৫০৯৫২/০
রামনগর	১২৪৮	৮৮২৬৮/০
ঐ	১২৪৯	৫৭০২১/০

তমলুক।

নারায়ণপুর	১২৪৭	১০০২৪॥৶॥
ঐ	১২৪৮	৪৫৩৭৭২/৶।
ঐ	১২৪৯	৮৪৭৯৯/০
ক্রোকী নমক	,,	১০৮৸৴০

২৪ পরগনা

নারায়ণপুর বাহির বুনি	১২৪৮	১৩৫৩/০
ঐ নারায়ণপুর	,,	২৭১৩৫।০
বেঁওতা	,,	৫৩২॥০
শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেবের নারায়ণপুর প্রথম রকম	,,	৩৬৫/০
ঐ ঐ	১২৪৯	৪০৯৩/০
ঐ ঐ দ্বিতীয় রকম	১২৪৪	২।১
ঐ ঐ ঐ	১২৪৮	২০৯৮।০
ঐ ঐ ঐ	১২৪৯	৬১/১।
বালিয়াঘাটা	১২৪৮	৩৩২॥০
ডাএমন হারবোর	১২৪৭	২৮৭২/৫
ঐ	১২৪৮	৭৪৭২/০
বাগুণ্ডী	১২৪৭	৯/০
ঐ	১২৪৮	৩৭৪৭৬৸০

চট্টগ্রাম।

নেজামপুর ডোমখালি	১২৪৮	২২১৩৸০
আরাকেন পাঙ্গা	১৮৪১। ৪২	৭২২।০
ঐ ঐ	১৮৪২। ৪৩	১৪৭৯২৯/৫
ক্রোক নেমক	১৮৪৩	৯৩॥৫

শালিখা।

মাদরাজ পরমিট	১৮৪১। ৪২	১৭২২১১/১
ঐ ঐ	১৮৪২। ৪৩	৫৪৮৩৫৬৸৫
গুড়াসৈন্ধব ইনফিরিয়র	১৮৪০। ৪১	৭৮॥৭॥/
ক্রোকী করকচ	১৮৪২। ৪৩	১৪।১
ঐ সৈন্ধব	,,	।৬।
কটক পাঙ্গা	১২৪৭	১৫২৫৯২॥৯
ঐ ঐ	১২৪৮	৩৩৬৭১৪।০
ঐ ঐ	১২৪৯	১২৫০/
খারদা পাঙ্গা	১২৪৫	৮০০/০
ঐ ঐ	১২৪৬	১১৫২/০
ঐ ঐ	১২৪৭	১৪৯৯২৸৫
ঐ ঐ	১২৪৮	১২৭৯১৭/০
বালেশ্বর পাঙ্গা	১২৪৭	৩৩৮/৪

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৪৩। ১৬ মে।]

বালেশ্বর পাঙ্গা	১২৪৮	৩৭০০৭৯/২॥
ঐ ঐ	১২৪৯	৮৯০৩৮॥০
ক্রোকী পাঙ্গা	১৮৪২। ৪৩	৩৩১।১৸

বিমৌজিব হুকুম সাহেবান আনিশান বোর্ড পরমিট নেমক ও আফিম ইতি সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ২৯ আপ্রিল।

এচ টরন্সে। সেক্রেটারী।

OPIUM. আফিম।

ফোর্ট উলিয়ম আফিম দপ্তর সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ২৬ আপ্রিল মোতাবকে সন ১২৫০ সাল তারিখ ১৪ বৈশাখ।

ইস্তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৪৩ সাল তারিখ ২২ মে মোতাবকে বাঙ্গলা সন ১২৫০ সাল তারিখ ৯ জ্যৈষ্ঠ সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে দিবা এগার ঘণ্টার সময় মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে নীচের লিখিত মেকদার সন ১৮৪১। ৪২ সালের পয়দায়শী আফিম সমুদ্র পথে রফ্তানির জন্য নীলামে পশ্চাৎ লিখিত সরূতে বিক্রয় হইবেক।

বেহারের পয়দায়শী আফিম...	১২০০
বানারসের পয়দায়শী আফিম	৮০০
জুমুলা সিন্দুক...	...২০০০

নীলামের শরত।

১ দফা। পূর্ব্বোক্ত আফিম সকল সমুদ্র পথে রফ্তানির জন্য বিক্রয় করা যাইবেক এবং এইরূপ রফ্তানির মাল ভিন্ন অন্য কোন বাবতে সর্টিফিকেট দেওয়া যাইবেক না।

২ দফা। ফি সিন্দুক আফিম ন্যূন সংখ্যা কোং ৪০০৲ টাকা দরে নীলামে ধরা যাইবেক তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে চাহিবেক তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক।

৩ দফা। যদি ঐ দিবসের নীলামে সমুদয় ২০০০ সিন্দুক আফিম বিক্রয় না হয় তবে পরমিট নেমক ও আফিম বোর্ডের সাহেবান আলিশানের এক্তিয়ার রহিল যে যে সকল লাটহায় বাকী থাকিবেক তাহা তাহার পর আগামি নীলামে বিক্রয়ার্থে অর্পণ করিবেন।

৪ দফা। ঐ আফিমের ফি লাট ৫ পাঁচ সিন্দুকে হইবেক।

৫ দফা। ঐ নীলামে আফিম খরিদ করণের সময় নীলাম ঘরের ভিতর ও খরিদারের নামে লাট রেজেষ্টরি হওনের পূর্ব্বে ফি লাট ১০০০৲ টাকার অর্থাৎ ফি সিন্দুক ২০০৲ টাকার হিসাবে আমানত পেশগী বাবতে দর্শনি প্রামিস্বরি নোটঅর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিতে হইবেক আর আগামি ২৬ মে শুক্রবার ১৮৪৩ সাল বেলা দুই প্রহর চারি ঘণ্টার পূর্ব্বে বোর্ডের দফ্তরখানায় আনিয়া সবত্রেজরর সাহেবের রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ এওজ দিয়া পূর্ব্বোক্ত দর্শনি প্রামিস্বরি নোট সকল খালাস করিতে হইবেক কিন্তু নিরূপিত সময় মধ্যে যদি খালাস না করে তবে যে সকল লাটহায়ের আমানত পেশগী হিসাবের টাকা সবত্রেজরর সাহেবের রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ দাখিল না হইবেক তাহা বোর্ডের সাহেবান যে সময় ও নিয়ম স্থির করিবেন সেই সময়ে সেই নিয়মানুসারে ছানি নীলামে বিক্রয় হইবেক তাহাতে যে নোকসান ও খরচখরচা পড়িবেক তাহা পূর্ব্বোক্ত মতে যাহারদিগের আমানত পেশগী দাখিল করিতে ক্রটি হইবেক তাহারদিগকে দিতে হইবেক ও মুনফা যদ্যপি হয় তাহা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারে জব্দ হইবেক।

৬ দফা। ঐ নীলামের দিবস পূর্ব্বোক্ত শরতমতে যে সকল প্রামিস্বরি নোট লওয়া যাইবেক তাহা যদি আগামি পূর্ব্বোক্ত সন ১৮৪৩ সালের ২৬ মে তারিখে খালাস না হয় তবে ঐ সকল নোট কোম্পানির তরফ উকিলের স্থানে দেওয়া যাইবেক তাঁহাকে যেমত উচিত বোধ হইবেক সেই মত তিনি ঐ নোটের বাবদ টাকা আদায় করিবেন।

৭ দফা। যে আফিমের বাবত আমানত পেশগী টাকা ২৬ মে দিবা দুই প্রহর চারি ঘণ্টার পূর্ব্বে দাখিল না হইবেক তাহার হিসাবে কোন টাকা সবত্রেজরর সাহেবের রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ পশ্চাৎ লওয়া যাইবেক না।

৮ দফা। যে সকল আফিম বিক্রয়ার্থে এক্ষণে এস্তেহার দেওয়া যাইতেছে তাহার কিম্মতের বেবাক টাকা নীলামের তারিখঅবধি এক মাহার মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক অর্থাৎ সন ১৮৪৩ সালের ২২ জুন বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর চারি ঘণ্টার পর উক্ত কিম্মতের বাবৎ ত্রেজরির রসিদ আর লওয়া যাইবেক না ও যে আফিমের কিম্মত পূর্ব্ব লিখিত মেয়াদের দিবস কিম্বা মেয়াদের পূর্ব্বে দাখিল হইয়া রফা না হইবে তাহার ঐ পূর্ব্বোক্ত ফি লাট ১০০০৲ টাকার অথবা ফি সিন্দুক ২০০৲ টাকার হিসাবে যে আমানত পেশগীর নগদ টাকা অথবা কোন রকম কোম্পানির কাগজ যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকিবেক তাহা সরকারে জব্দ হইবেক পরে বোর্ড পরমিট নমক ও আফিমের সাহেবান আলিশান দ্বারা যে তারিখ যে প্রাকর নীলাম করা উচিত বিবেচনা হইবেক সেই দিবস সেই প্রকার ঐ আফিম সরকার বাহাদুরের নিজ হিসাবে বিক্রয় হইবেক।

৯ দফা। যে সকল খরিদারাণ পূর্ব্বোক্ত মতে বেবাক টাকা দাখিল করিয়া আফিমের সর্টিফিকেট অর্থাৎ আফিম বাহির করিবার হুকুম লইবেক তাহারদিগের এক্তিয়ার রহিল যে আপন খরিদা আফিমের প্রত্যেক সর্টিফিকেটের মধ্যে কত লাট আফিম দরজ করিতে চাহে তাহা বিশেষ করিয়া জানায় কারণ ইহা স্পষ্টরূপে জানা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্ত মতে যে সকল সর্টিফিকেট একবার লইয়া যাইবেক তাহাতে চূড়ান্ত হইবেক এবং ঐ সর্টিফিকেটের পরিবর্ত্তে পশ্চাৎ অন্য কোন সর্টিফিকেট অথবা হুকুম যাহাতে এক এক লাট করিয়া খালাস হইতে পারে অথবা প্রথম যত লাট কিম্বা সিন্দুকের জন্য সর্টিফিকেট দেওয়া যায় তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে কমি বেশী পরিমাণ খালাস হইতে পারে এমত সর্টিফিকেট এওজ দেওয়া যাইবেক না।

১০ দফা। এই ইস্তাহারের ৫ দফার লিখিত নিয়মানুযায়ি আমানতের হিসাবে যে কোন কোম্পানির কাগজ অথবা সব ত্রেজরর সাহেবের রসিদ দাখিল করিয়া লইতে হইবেক তাহা কেবল যে সকল খরিদারের নাম সেল বহিতে লেখা থাকে তাহারদিগের নিকটহইতে অথবা তাহারদিগের এজেন্ট অর্থাৎ মোখ্তারের নিকটহইতে লওয়া যাইবেক এবং এইমত আমানৎ পেশগী দাখিলের রসিদ ঐ পূর্ব্বোক্ত খরিদারের নামে হইবেক ও আফিম মজকুর খালাস হইলে পরে পূর্ব্বোক্ত কোম্পানির কাগজ তাহারদিগকে অথবা তাহারদিগের বরাতি লোককে ফেরাইয়া দেওয়া যাইবেক।

[*Government Gazette*, 16th *May*, 1843.]

১১ দফা। শ্রীযুত সাহেবান আলিশান বোর্ডের তরফ যে সাহেব নীলামে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন তাঁহার এমত এক্তিয়ার আছে যে তিনি তাঁহার বিবেচনানুসারে কোন ব্যক্তির ডাক অগ্রাহ্য করেন্ কিন্তু যদিস্যাৎ তাহারা যত লাট খরিদ করণার্থে ডাকিবেক তাহার ফি লাট ১০০০৲ এক হাজার টাকার হিসাবে অর্থাৎ ফি সিন্দুক ২০০৲ টাকার হিসাবে বাঙ্গাল বেঙ্ক নোট কিম্বা সব ত্রেজরর সাহেবের রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ দাখিল করে তবে তাহারদিগের ডাক অগ্রাহ্য করিবেন না।

১২। নীলামী খরিদারের এমত এক্তিয়ার আছে যে প্রথম যে লাট খরিদ করিবেক সেই লাট নম্বরহইতে যত লাট সেই মোকামের মাল খরিদ করিতে চাহে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিয়া কহে এবং তদনুসারে খরিদ করে এমত পহিলা লাটঅবধি ৫০ লাটের অধিক না হয় ও ঐ প্রকার খরিদা লাটহায়ের ফি লাট ১০০০৲ টাকা করিয়া ডিপাজিট অর্থাৎ আমানৎ পেশগী দিতে হইবেক এবং এই দরে অর্থাৎ প্রথম লাটের দরে বাকী লাটহায়ের কিম্মত ফি সিন্দুক হিসাব করিয়া দাখিল করিতে হইবেক এমতে যদিস্যাৎ এত লাট গর বিক্রী থাকে যাহাতে ঐ ৫০ লাট পূরা হইতে পারে তবে পাইবেক নতুবা পাইবেক না।

১৩। এই ইস্তেহারের লিখিত আফিমের বিক্রীসম্পর্কীয় কিম্বা ঐ আফিমের হিসাব রফার বিষয়ে কোন বিবাদ অথবা গরমেল উপস্থিত হইলে তাহা সুবে বাঙ্গালার সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বিচারে নিষ্পত্তি হইবেক আর খরিদারেরদিগের মধ্যে কেহ ঐ আদালতের এলাকার অধীন নহে বলিয়া কোন আপত্তি করিলে গ্রাহ্য হইবেক না।

১৪ দফা। নীচের তফসীল মাফিক কাগজাত ও যে আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার নমুনা নীলামের দিবস দেখান যাইবেক অথবা তাহার পূর্ব্বে বোর্ড পরমিট নমক ও আফিমের সেক্রেটারি সাহেবের দফ্তরখানায় অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবেক।

১ নং যে আফিম বিক্রয় কারণ এক্ষণে ইস্তেহার হইল তাহার সর্টিফিকেট।

২ নং ঐ আফিম তজবিজের রিপোর্ট।

১৫ দফা। সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৪১।৪২ সালের বেহার ও বারাণসের আফিম তৈয়ারি কারণ গত সন হায়ের মত এহতিয়াত ও খবরদারি করা গিয়াছে বিশেষত আফিমের লোচ সুদ্ধা নিভাঁজ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে এবং গুটি তৈয়ারি কারণ নিয়মিত পরিমাণ পাতি ব্যবহার করিতে এবং প্রতি গুটিতে সমান ভাগ আফিম রাখিতে সাবধান হওয়া গিয়াছে আফিম মজকুরের বেহার ও বানারসের মোকামি ওজনের হিসাব ও ঐ মোকামের ফি চালান হইতে ছয় সিন্দুক করিয়া কলিকাতায় যে ওজন করা যায় তাহার গড় ওজনের হিসাব বোর্ড পরমিট নমক ও আফিমের সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরখানায় তত্ত্ব করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবেক।

১৬ দফা। গত দুই সনের পয়দায়শী যে চারি সিন্দুক বেহার ও বানারসের আফিম রাখা গিয়াছে তাহা নীলামের দিবস খরিদারান লোককে দেখান যাইবেক তদ্দৃষ্টে বেপারিয়াণ বিবেচনা করিতে পারিবেন যে কিপ্রকার নির্বিঘ্নাবস্থায় ঐ আফিম রহিয়াছে।

১৭ দফা। সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উপরের লিখিত মেকদার আফিম সেওয়ায় ইমসন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমিবেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক।

	বেহারের আফিম সিন্দুক	বানারসের আফিম সিন্দুক	জুমলা সিন্দুক
২৬ জুন অথবা কিঞ্চৎ অগ্র বা পশ্চাৎ	১৭৯৯	১৩৬৯	৩১৬৮

জানুআরি মাহার নীলামে	৩৫
ফিব্রুআরি ... „	১০
এপ্রেল .. “	৬৫
মে ... .. „	৪০
জুন .. ... „	১৫০
সিন্দুক	৩০০

১৮ দফা। ইঙ্গরেজ ও করাসিস উভয় ১৮১৫ সালের ৭ মার্চ তারিখের একরারনামার ৬ দফা বিমৌজিব ফরাসের হাকিমানকে ৩০০ সিন্দুক আফিম দেয় তাহা হাশীয়ার লিখিত দফানুসারে লওনার্থে তাঁহারা দরখাস্ত করিয়াছেন তদর্থে এস্তেহার দেওয়া যাইতেছে যে যদ্যপি নিয়মিত মেয়াদ মধ্যে অর্থাৎ নীলামের দিবসঅবধি এক মাহার মধ্যে ঐ আফিমের তাবৎ অথবা তাহার মধ্যে কতক আফিম খালাস না করেন তবে সেই আফিম কিম্বা যে পরিমাণ আফিম গর খালাসি থাকিবেক তাহা হয় কিম্মত আদায়ের মেয়াদগতে যে নীলাম উপস্থিত হইবেক সেই নীলামে অথবা এক স্বতন্ত্র নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক।

বিমৌজিব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড পরমিট নমক ও আফিম ইতি। এচ টরেন্স। সেক্রেটারী।

SALES OF LAND. জমীদারী নীলাম।

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে মাহামুদ বক্সের তালুক কীসমত ঝাউখোলা সন ১২৪৯ সালের লাগাইদ কিস্তি ফাল্গুণের সরকারের রাজস্ব বাকী আদায় জন্য সন ১৮৪১ ইংরেজীর দ্বাদশ আইনের ৩। ৬ ধারার হুকুমানুসারে সন ১৮৪৩ ইংরেজীর ৩০ মার্চ তারিখে নীলাম হওয়াতে ধনবর মুখোপাধ্যায় ১১ টাকা মুল্যে খরিদ করিয়া ফিসের টাকা দাখিল করে পরে নিয়মমত বক্রী পণবাহার টাকা দাখিল না করাতে ঐ আইনের ৮ ধারার মর্ম্মানুযায়ি ও এই কালেক্টরির ১ মে তারিখের হুকুম সুরত উক্ত মহাল নীচের তপশিলমত সন ১৮৪৩ ইংরেজীর তারিখ ২৪ মেই মোতাবেক সন ১২৫০ সাল তারিখ ১১ জ্যৈষ্ঠ এই কালেক্টরীতে ছানি নীলাম হইবেক যে কেহ খরিদ করণের বাসনা রাখহ আপন২ ডাক সংখ্যার ফি শত ২৫৲ টাকার হিসাবে ফিস সম্বলিত হাজির হইয়া আইনমত খরিদ করহ এ বিষয় সকলের জ্ঞাতকারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪৩ ইংরেজীর তারিখ ৪ মেই মোতাবেক সন ১২৫০ সাল তারিখ ২২ বৈশাখ।

নম্বর লাট	নম্বর রেজেষ্টরী	নাম মহাল	নাম তালুকদার	সদর জমা সালিয়ানা	তায়দাদ রকম যাহা বিক্রী হইবেক	বাকী মালগুজারী লাং ফাল্গুণ সন ১২৪৯	কৈফিয়ত
১	২০৬৬	কীংঝাউ খোলা	মাহামুদ বক্স	১৸৶৬	মছলম মহাল	১/১	ইস্তক আশ্বিন লাং ফাল্গুণ সন১২৪৯

Moorshedabad Collectorate, 4th May, 1843. W. J. H. MONEY, *Collector.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট ১৮৪৩। ১৬ মে।]



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, MAY 23, 1843.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৪৩ সাল ২৩ মে।

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER DEWANNY AND NIZAMUT ADAWLUT.

No. 8.

To the Civil and Session Judges and the Magistrates and Joint Magistrates in the Lower Provinces and the Authorities in the Extra Regulation Districts.

Pursuant to the orders of Government, the Court are pleased to direct that you will submit through them all references you may have to make for the opinion of the Advocate General on points of English law.

W. KIRKPATRICK, *Deputy Register.*

Fort William, 21st April, 1843.

No. 9.

To the Civil and Session Judges in the Lower Provinces and the Authorities in the Extra Regulation Provinces.

Pursuant to instructions from the Government, the Court request that all communications, heretofore made to them, on the following subjects, be, in future, addressed direct to the Judicial Secretary :—

1. Application for leave of absence whether on the part of the Judges themselves or on the part of the Principal Sudder Ameens and Sudder Ameens.

2. Appointment, Promotion, and Transfer of Uncovenanted Judges above the grade of Moonsiff. Reports of vacancies in the Offices of Principal Sudder Ameey, Sudder Ameen, and Moonsiff of the 1st grade, to be made direct, so that the Government may receive without delay all information necessary to make the required appointments. With regard to Moonsiffs of the 1st grade, a report is also to be made to the Court, to enable them to

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সরকুলর অর্ডর।

৮ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের শ্রীযুত সিবিল ও সেশন জজ ও মাজিষ্ট্রেট ও জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও আইনবহির্ভূত প্রদেশের শ্রীযুত কর্ম্মকারক বরাবরেষু।

গবর্ণমেন্ট হুকুম করিতেছেন যে ইঙ্গলণ্ড দেশের আইনের যে কোন বিষয়ে শ্রীযুত আডবোকেট জেনরল সাহেবের মত জানিতে চাহ তাহা এই সদর আদালতের দ্বারা উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবা।

ডবলিউ কর্কপাত্রিক। ডেপুটী রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৩। ২১ আপ্রিল।

৯ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের শ্রীযুত সিবিল ও সেশন জজ সাহেব ও আইন বহির্ভূত প্রদেশের শ্রীযুত কর্ম্মকারক বরাবরেষু।

গবর্ণমেন্টের হুকুমক্রমে সদর আদালত আদেশ করিতেছেন যে নীচের লিখিত বিষয়ে যে সকল পত্রাদি ইহার পূর্ব্বে সদর আদালতে পাঠান যাইত তাহা ইহার পর জুডিসিয়ল সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাইবা।

১। জজ সাহেবেরদের এবং প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীনেরদের ছুটী পাইবার দরখাস্ত।

২। মুনসেফঅপেক্ষা উচ্চপদস্থ অচিহ্নিত বিচারকেরদের কর্ম্মে নিযুক্ত করণ এবং উচ্চ পদ দেওন এবং এক স্থানহইতে অন্য স্থানে নিযুক্ত করণ। প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও প্রথম শ্রেণীর মুনসেফেরদের পদ শূন্য হইলে তাহার সম্বাদ একেবারে গবর্ণমেন্টকে এই অভিপ্রায়ে দিতে হইবেক যে ঐ২ পদে অন্য ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করণার্থ যে সকল বৃত্তান্ত পাইবার আবশ্যক তাহা অগৌণে গবর্ণমেন্টের নিকটে পঁহুছে। এবং প্রথম শ্রেণীর মুনসেফেরদের পদ শূন্য হইলে তাহাতে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এই নিমিত্ত ঐ শূন্য

make arrangements for filling up the vacant office.

3. Erection and repair of public works and buildings.

W. Kirkpatrick, *Deputy Register.*

Fort William, 27th April, 1843.

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER BOARD OF REVENUE.

No. 5.

From the Officiating Secretary to the Sudder Board of Revenue, to the Commissioner of Revenue for the Division of ———

To enable the Sudder Board of Revenue to prepare a Return required by the Government of Bengal for the use of the Honourable the Court of Directors, I am instructed to request that you will cause to be prepared and submitted with the least practicable delay, a statement in the annexed Form, of all Uncovenanted officers, not being Natives, employed in your Division as Deputy Collectors or in other Revenue situations of trust and responsibility, and that on all future occasions of such appointments you will furnish the Board with similar particulars in the same Form regarding each individual.

G. A. C. Plowden, *Secretary.*

Fort William, 28th April, 1843.

FORM.

Statement of Uncovenanted Deputy Collectors and other Uncovenanted Officers, not being Natives, employed in Revenue situations of trust and responsibility in the ——— Division.

Name.	1
Birth place.	2
Age.	3
Term of residence in India.	4
Date of appointment.	5
Past occupation.	6
Abstract of Acquirements.	7
Abstract of Testimonials.	8
Remarks.	9

PRESENTATION OF A GOLD MEDAL FROM *THE COURT OF DIRECTORS* TO DWARKANAUTH TAGORE.

A very numerous and splendid gathering of the

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৪৩। ২৩ মে।]

পদের এক রিপোর্ট এই সদর আদালতেও করিতে হইবেক।

৩। সমস্ত সরকারী কর্ম্ম এবং এমারৎগাঁথন ও মেরামৎ করণ।

ডবলিউ কর্কপাত্রিক। ডেপুটী রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৩। ২৭ আপ্রিল।

John C. Marshman, *Bengalee Translator.*

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরক্যুলর অর্ডর।

৫ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের নিকটে সদর বোর্ডের একটিং সেক্রেটারীর পত্র।

শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেকটর্স সাহেবেরদের নিমিত্ত বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্ট যে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন তাহা সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা প্রস্তুত করিতে পারেন এই নিমিত্ত তোমাকে হুকুম করিতেছি যে দেশীয় লোক ছাড়া অন্য যে সকল অচিহ্নিত কার্য্যকারক তোমার এলাকার মধ্যে ডেপুটী কালেক্টরী কর্ম্মে অথবা রাজস্বসংক্রান্ত ভারি ও বিশ্বস্ত অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারদের বিষয়ের এক কৈফিয়ৎ পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে যত শীঘ্র হইতে পারে প্রস্তুত করিয়া বোর্ডে পাঠাইবা। এবং ইহার পর সেই২ কর্ম্মে সেই প্রকার ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে সেই পাঠানুসারে সেই প্রকার বৃত্তান্ত বোর্ডকে জানাইবা।

জি এ সি প্লোডন। সেক্রেটারী।

ফোর্ট উলিয়ম ১৮৪৩। ২৮ আপ্রিল।

পাঠ।

এদেশীয় লোকছাড়া অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর এবং অন্য২ যে অচিহ্নিত কর্ম্মকারকেরা রাজস্বসম্পর্কীয় ভারি ও বিশ্বস্ত কর্ম্মে অমুক এলাকার মধ্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদের কৈফিয়ৎ।

নাম	১
জন্মস্থান	২
বয়স	৩
ভারতবর্ষে কত কাল বাস করিতেছেন	৪
নিযুক্ত হওনের তারিখ	৫
ইহার পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা	৬
তাঁহারদের গুণের খোলাসা	৭
যে প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন তাহার খোলাসা	৮
মন্তব্য কথা	৯

John C. Marshman, *Bengalee Translator.*

শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা। শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিমিত্ত। যে সোণার মুদ্রা পাঠাইয়াছিলেন তাহা প্রদান করণ।

কলিকাতানিবাসি দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিমিত্ত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা যে সোণার মুদ্রা পাঠাইয়া-

most distinguished Members of the community of Calcutta, both Native and European, took place at the Government House on Wednesday morning, on the interesting occasion of presenting to our worthy fellow-citizen Dwarkanauth Tagore a gold medal, on behalf of the Court of Directors. This testimonial it will be remembered was voted in the month of October last; but as the medal had to be struck, it did not arrive until the last overland. The presentation took place in the Marble Hall, in which was stationed a guard of honour composed of a detachment from one of the native regiments.

Soon after half past ten, the Deputy Governor, the Honourable William Wilberforce Bird entered, attended by Sir William Casement, Mr. Maddock, Mr. Cameron and the members of the Government. The Deputy Governor took his seat in the Chair of State. At this moment the appearance of the splendid hall was peculiarly striking. The chairs forming the inner circle were filled with elegantly dressed ladies, of whom a large number were present. Near the chair were a number of Military gentlemen, amongst whom we recognised, some of the heroes of Affghanistan, besides a large number of native gentlemen. The entire space within the pillars was crowded with spectators. It would be impossible to give any thing like a complete list of those who attended to manifest their sympathy with the Honourable Court, but as our eye glanced over the assembly, we recognized among the native gentlemen, the Nawab of Patna, Raja Kali Kishen Bahadoor, Raja Radhacant Deb Bahadoor, Raja Narundur Kishen, Raja Opoovu Kishen, Baboo Radhamadhub Bannerjee, Russomoy Dutt, Nobin Kishen Singh, Seeb Narrain Ghose, Ashootos Deb, Anund Narrain Ghose, Mutty Loll Seal, Ram Comal Sen, Cower Sutter Kenker Ghosal, Prossonno Comar Tagore, Rammanauth Tagore, Roy Bycauntonauth Chowdry, Mutthranauth Chowdry, Hurrochunder Ghose, Beernursing Mullick, Pran Kissen Mullick, Aga Kerbili Mahomed, Rustomjee Cowasjee; Messrs. Halliday, Davidson, Plowden, D'Oyly, Patton, Mytton, Robison, W. W. Bird, Junr. Leith, Hume, Prinsep, W. P. Grant, Ryan, Drs. Egerton, Raleigh, Messrs. Patrick, Longueville Clarke, Beckwith, George Thompson, Newcomen, Allen, Larpent, Frazer, Captain Birch, Colonel Warren, Messrs. Deans Campbell, &c. &c. &c.

The Aide-de-Camp of the Deputy Governor having conducted Dwarkanauth Tagore into the centre of the circle, his honour rose and said :—

DWARKANAUTH TAGORE,—On your departure from England to return to your native country, the Honourable the Court of Directors of the East India Company, requested your acceptance of a Gold Medal as a Testimonial of their esteem and of the approbation with which they regard the public benefits you have conferred upon British India, by the encouragement of native education, by the introduction of the Arts and Sciences, and by the generous support which you have given to the Charitable Institutions of Calcutta, whether established for the relief of the Native or of the British

[*Government Gazette*, 23*d May*, 1843.]

ছিলেন তাহা তাঁহাকে প্রদান করণের সময়ে গত বুধবার প্রাতঃকালে কলিকাতাস্থ অনেক ইউরোপীয় ও এদেশীয় সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরদের গবর্ণমেণ্ট হৌসে সমাগম হইয়াছিল। পাঠকেরদের স্মরণে থাকিবেক যে ঐ সোণার মুদ্রা তাঁহাকে প্রদান করিতে কোর্টের সাহেবেরা গত অক্টোবর মাসে স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু তৎপরে সেই মুদ্রা অঙ্কিত করিতে হইল তাহাতে গত মাসের পূর্ব্বে কলিকাতায় পঁহুছে নাই। অপর মর্ম্মর প্রস্তর শালাতে ঐ মুদ্রার প্রদান হইল এবং তৎসময়ে এদেশীয় পল্টনের এক দল সম্ভ্রমের নিমিত্ত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিল।

অপর সাড়ে দশ ঘণ্টার কিঞ্চিৎ পরে শ্রীযুত সর উলিয়ম কেসমণ্ট সাহেব ও শ্রীযুত মাডক সাহেব ও শ্রীযুত কামরণ সাহেব ও গবর্ণমেণ্টের সম্পর্কীয় অন্যান্য প্রধান সাহেব লোকের সমভিব্যাহারে শ্রীযুত উলিয়ম উইলবরফোর্স বর্ড ডেপুটী গবরনর্ সাহেব মর্ম্মর শালাতে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। এই সময়ে ঐ সুশোভিত শালার দর্শন অতিমনোহর হইল আন্তরিক চক্রের চৌকীতে অতিসুপরিচ্ছন্ন ইউরোপীয় নানা বিবি সাহেবেরা উপবিষ্ট ছিলেন ও সিংহাসনের নিকটে অনেক সেনাপতি সাহেবেরা তাঁহারদের মধ্যে কেহ২ আফগান দেশের যুদ্ধেতে খ্যাত্যাপন্ন এবং এদেশীয় অনেক মহাশয়েরাও ছিলেন। স্তম্ভের মধ্যবর্ত্তি স্থান দিদৃক্ষু ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের এই কর্ম্মেতে আপনারদের সন্তোষ জানাইবার নিমিত্ত যত মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন সকলের নাম প্রকাশকরা অসাধ্য কিন্তু তাহার মধ্যে এই২ মহাশয়েরদিগকে দেখা গেল শ্রীযুত পাটনার নওয়াব ও শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও রাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ ও বাবু রাধামাধব বাঁড়ুয্যা ও রসময় দত্ত ও নবীনকৃষ্ণ সিংহ ও শিবনারায়ণ ঘোষ ও আশুতোষ দেব ও আনন্দনারায়ণ ঘোষ ও মতিলাল শীল ও রামকমল সেন ও সত্যকিঙ্কর ঘোষাল ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুর ও রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী ও মথুরানাথ চৌধুরী ও হরচন্দ্র ঘোষ ও বীর নৃসিংহ মল্লিক ও প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক ও আগাকর বোলাই মহম্মদ ও রস্টমজি কওয়াসজী ও শ্রীযুত হালিডে সাহেব ও ডেবিডসন সাহেব ও প্লোডন সাহেব ও ডয়লি সাহেব ও পাটন সাহেব ও মিটন সাহেব ও রাবিসন সাহেব ও কনিষ্ঠ বর্ড সাহেব ও লিথ সাহেব ও হিউম সাহেব ও প্রিন্সেপ সাহেব ও ডবলিউ পি গ্রাণ্ট সাহেব ও রৈয়ন সাহেব ও ডাক্তর এজের্টন সাহেব ও রালি সাহেব ও পাত্রিক সাহেব ও লংগিবিল ক্লার্ক সাহেব ও বেকউইথ সাহেব ও জর্জ তমসন সাহেব ও নিউকমন সাহেব ও আলেন সাহেব ও লার্পেণ্ট সাহেব ও ফ্রেজর সাহেব ও কাপ্তান বর্চ সাহেব ও কর্ণেল ওয়ারেন সাহেব ও ডিন্স কাম্বেল সাহেবইত্যাদি।

পরে শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর্ সাহেবের মুসাহেব দ্বারকানাথ ঠাকুরকে ঐ চক্রের মধ্য স্থানে উপবেশন করাইলে শ্রীযুক্ত উঠিয়া তাঁহাকে ইহা কহিলেন যে।

এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থিরদের উৎসাহ বৃদ্ধি করণের এবং নানা প্রকার বিদ্যা এদেশে সংস্থাপনের এবং এদেশীয় এবং ইউরোপীয় লোকেরদের উপকারার্থ যে সমাজ আছে তাহা অতিবদান্যতারূপে পোষকতা করণের দ্বারা ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের যে উপকার আপনি করিয়াছেন তাহাতে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা আপনারদের সন্তোষ জানাইবার নিমিত্ত চিহ্নস্বরূপ ইঙ্গলণ্ডহইতে আপনার স্বদেশে প্রত্যাগমনের সময়ে এক সোণার মুদ্রা আপনাকে প্রদান করিতে স্থির করিয়াছিলেন। কোর্টের সাহেবেরা আরো তৎসময়ে কহিলেন যে আমারদের অধীন এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় ব্যক্তিরদের মন ও লাভালাভ অভেদ হয় এবং ভারতবর্ষ ও ইঙ্গলণ্ড দে-

community. The Court at the same time expressed their expectation, that the noble course which you had pursued would have the effect of contributing to the accomplishment of the object which it had ever been their anxious desire to promote, viz. the identification of the feelings and interests of the Native and European population committed to their Government, and the consolidation of the bonds which unite India with Great Britain.

That Medal has now been received, with directions to take an early opportunity of presenting you with the same in the name and on the behalf of the Court, and it has appeared to us that we could not better carry these directions into effect than by presenting you with it in the presence of the ladies and gentlemen here assembled, who are the representatives of that European and Native population, the identification of whose feelings and interests is thus sought to be promoted.

But before I present to you this testimonial, I wish to dwell for a few moments on the lesson to be learnt from it. It shows, that there is every disposition in the highest quarters to reward merit in the Natives of India, and that there is nothing in an Indian Sun to prevent the growth of those qualifications and the exercise of those virtues which lead to such rewards. But these distinctions are only obtainable after a long course of industry and perseverance. No one knows better than the distinguished individual now before me, how long he had to labour in obscurity and neglect, what prejudices he had to overcome, what difficulties to encounter, before he attained that high place in public opinion, which has brought him to the proud position in which he at present stands. Let me, therefore, exhort my Native friends, who are looking for high situations to profit by his example, to display in the first instance the same zeal, ability, energy, and perseverance in the discharge of their public duties, to satisfy the public mind that they possess the same high qualifications as this testimonial is intended to recognise, and then they may rest assured, that they will not fail in obtaining such advancement and such rewards as may be justly due to their merits and services.

(The Medal was then presented, after which the President of the Council concluded in the following words.)

Having now discharged the duty entrusted to me, there remains only to assure you of the satisfaction which it has afforded me, and that I join with the Honourable Court in the hope, that your future career may be remarked by happiness and prosperity. I hope, also, that you may long live to be an example to your fellow countrymen, and that they, influenced by that example, may more and more be convinced of what you have so frankly and honourably declared, viz. that the happiness of India is best secured by her connexion with Great Britain, and that the Government under which you live has nothing more at heart than the improvement and welfare of the vast and populous Empire, which Providence has committed to its charge.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ।১৮৪৩ ।২৩ মে।]

শের পরস্পর সম্বন্ধের দৃঢ়তা হয় এই বিষয়ে আমারদের যে পরমাকাঙ্ক্ষা আছে তাহা সফল করণের এক মুখ্য উপায় আপনকার উদ্যোগের দ্বারা হইবেক আমারদের এমত ভরসা আছে।

এই মুদ্রা এক্ষণে এদেশে পঁহুছিয়াছে এবং কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা আপনারদের নামে আপনাকে শীঘ্র প্রদান করিতে আদেশ করিয়াছেন। তাহাতে আমারদের বোধ হইল যে যে ইউরোপীয় এবং এদেশীয় লোকেরদের মন ও লাভালাভ অভেদ করণের চেষ্টা আছে তাঁহারদের প্রতিনিধিস্বরূপ যে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের এক্ষণে সমাগম হইয়াছে তাঁহারদের সম্মুখে এই মুদ্রা আপনাকে প্রদান করণের দ্বারা কোর্টের সাহেবেরদের অভিপ্রায় বিলক্ষণরূপে সিদ্ধ হইতে পারে।

কিন্তু আপনাকে এই সম্ভ্রমের চিহ্ন প্রদান করণের পূর্ব্বে এই কর্ম্মের দ্বারা কি উপলব্ধি হয় তাহার যৎকিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করি। ইহাতে দৃষ্ট হয় যে ভারতবর্ষীয় লোকের গুণের পুরস্কার দিতে রাজ্যাধিপতিরদের পরম চেষ্টা আছে এবং যে গুণ ও যে ধর্ম্ম সেই পুরস্কারের পথ ভারতবর্ষের মধ্যে তাহার উন্নতি হওনের কোন বাধা নাই। কিন্তু এই সকল সম্ভ্রম বহু কালের পরিশ্রম ও অবিরত উদ্যোগ বিনা পাওয়া যাইতে পারে না। আপনি সাধারণ ব্যক্তিরদের সম্মতিক্রমে যে সম্ভ্রান্ত অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা পাইবার পূর্ব্বে আপনার কত কালপর্য্যন্ত অপ্রকাশরূপে ও অন্যেরদের উপেক্ষিত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং কি২ বিঘ্ন খণ্ডন করিতে হইয়াছিল এবং অন্যেরদের কি২ অবিবেচিত মতি ত্যাগ করিতে হইয়াছিল তাহা আপনি যেমন অবগত আছেন তেমন অন্য কেহ অবগত নহেন। অতএব আমার এদেশীয় যে মিত্রেরা এক্ষণে সম্ভ্রান্ত পদ পাইবার আকাঙ্ক্ষী আছেন তাঁহারদিগকে আমি পারামর্শ দিই যে আপনার নিদর্শনঅনুসারে তাঁহারা স্ব২ পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে আপনার তুল্য উৎসাহ ও নৈপুণ্য ও শক্তি ও স্থিরপ্রতিজ্ঞতা দর্শাউন তাহাতে সর্ব্ব সাধারণ লোক স্বীকার করিবেন যে এই মহাসম্ভ্রমের চিহ্ন যে মহাগুণের পুরস্কার সে গুণ তাঁহারদের আছে এবং তৎপরে তাঁহারা আপনারদের সেই২ গুণ ও কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কারের যোগ্য হইবেন।

(তৎপরে ঐ মুদ্রা দ্বারকানাথ ঠাকুরকে ডেপুটী গবর্নর সাহেব প্রদান করিয়া কহিলেন।)

আমার প্রতি যে কর্ম্মের ভারার্পণ হইয়াছিল তাহা এক্ষণে আমি সম্পন্ন করিলাম আর আমার কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে এই কর্ম্মেতে আমার অত্যন্ত সন্তোষ আছে। এবং উত্তর কালে আপনার সুখ ও মঙ্গলের বৃদ্ধির বিষয়ে অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের যে অভিলাষ আমারও এরূপ অভিলাষ আছে। আমি ভরসা করি যে আপনি অনেক কালপর্য্যন্ত বাঁচিয়া আপন দেশীয় লোকেরদের পথদর্শক হন এবং ভারতবর্ষ ইঙ্গলণ্ড দেশের সংবদ্ধ থাকাতেই দেশের সুখ এবং এই যে মহা ও প্রজাপূর্ণ সাম্রাজ্য ঈশ্বর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের জিম্মায় রাখিয়াছেন তাহার উন্নতি ও মঙ্গল অপেক্ষা এই গবর্ণমেন্টের অধিক কিছু বাঞ্ছা নাই আপনার এই কথা আপনার নিদর্শনের দ্বারা তাঁহারদের মনে অধিক লগ্ন হয়।

BABOO DWARKANAUTH TAGORE replied in the following words:—

HONORABLE SIR,—If any circumstances could enhance the value of the flattering testimonial which you have conferred upon me in the name of the Honourable the Court of Directors, they are those in which I this day find myself.

It is most grateful to my feelings, Sir, to receive this gift at the hands of so distinguished a servant of the East India Company, for whose public virtues and private excellences, I, in common with all who know you, entertain the highest admiration.

It is gratifying, too, to have this honour bestowed in the place of my birth, and amongst so many of my fellow citizens, and no less gratifying to receive it accompanied by the sentiments you have just expressed.

But I must be permitted to mention another circumstance, which will I am confident, give pleasure to all who hear me. During my visit to England, and while in habits of daily intercourse with those who from their lofty stations, control to so great a degree the destinies of this my native land, it was my privilege to listen to the most emphatic assurances of the heartfelt desire of Her Majesty's Minister at the head of Indian affairs, and of the Court of Directors, to promote those measures which are most calculated to advance the intellectual, the moral, and the social welfare and happiness of Her Majesty's subjects, the Natives of British India. If I had before reason to be thankful for the union that existed between India and Great Britain, I could not but feel my gratitude greatly increased, by such repeated evidences of a deep and growing anxiety to make that union subservient to the highest and best interests of my fellow countrymen. The proofs of the sincerity of these declarations, as well as of the earnest wish of the Local Government to carry out such noble intentions, are every day furnished in the measures adopted for the improvement of the laws and institutions of this country, and the impartial and equitable administration of public affairs.

When apprized of the intention of the Honourable Court to bestow the medal with which you have now invested me, I could not bring myself to believe, that any thing in my conduct had rendered me pre-eminently worthy of such a distinction, and I was, therefore led to regard the vote which had been passed, less as a compliment to myself, than as a pledge conveyed through me to the Natives of India, that their happiness and elevation are objects dear to their rulers, and that the humblest efforts to serve the country to which they belong, will neither pass unnoticed or unrewarded.

Sir, having attempted to express my gratitude in a letter already in the hands of the Honourable Court, it is only necessary on this occasion to say, that I shall with steadiness and renewed ardour pursue, with those around me, that course which has obtained for me so flattering a token of approbation. Were any motive wanting to ensure my fidelity to the cause of my country, or my loyal attachment to

[*Government Gazette*, 23d *May*, 1843.]

পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর এইরূপে উত্তর দিলেন।

হে সম্ভ্রান্ত মহাশয় কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবের দের নামে আপনি আমাকে এক্ষণে যে সম্ভ্রমের চিহ্ন প্রদান করিয়াছেন তাহার ঔৎকর্ষ যদি কোন কর্ম্মের দ্বারা বৃদ্ধি হইতে পারে তবে অদ্যকার কর্ম্মের দ্বারা বৃদ্ধি হইবেক।

কোম্পানি বাহাদুরের যে অতিসম্ভ্রান্ত কর্ম্মকারকের রাজকীয় কর্ম্মে নৈপুণ্য এবং সাংসারিক ভদ্রতা আমি ও অন্য সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করি এমত ব্যক্তির স্থানে এই দানপাওয়াতে আমার তুষ্টি আরো বাড়িয়াছে।

এবং আপনার জন্মস্থানের এবং আপনার সহবাসি লোকেরদের সাক্ষাৎ এই দান প্রাপ্ত হওয়াতে এবং আপনার সম্ভ্রমসূচক সদ্বক্তৃতার দ্বারা তাহার মুল্য বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে।

কিন্তু আমার অন্য বিষয় বক্তব্য তাহা শ্রবণেতে সকল লোকেরদের অবশ্য সন্তোষ হইতে পারে আমি যে সময়ে ইঙ্গলণ্ড দেশে ছিলাম এবং আমার জন্মদেশের কর্ত্তৃত্ব কারি মহানুভব মহাশয়েরদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন আলাপ হইত সে সময়ে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে মন্ত্রির প্রতি ভারতবর্ষের কর্ম্মের ভার বিশেষরূপে অর্পিত ছিল তাঁহার স্থানে এবং কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের স্থানে বারম্বার শুনিলাম যে ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজারদের যে উপায়েতে বিদ্যা ও সুনীতি ও সাংসারিক মঙ্গল হইতে পারে সেই উপায় সফল করিতে তাঁহারদের নিয়ত চেষ্টা আছে। যদ্যপি ভারতবর্ষ ইঙ্গলণ্ডের সম্মিলিত হওয়াতে আমি ইহার পূর্ব্বে ধন্যবাদ করিতাম তথাপি সেই সম্মিলনের দ্বারা আমার দেশীয় লোকেরদের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বৃদ্ধিকরণার্থ যে মহাকাঙ্ক্ষার প্রমাণ আমি নিয়ত পাইলাম তাহাতে আমার আরো বাধ্যতা জন্মিল। তাঁহারদের ঐ আকাঙ্ক্ষা প্রকৃত ইহার প্রমাণ ইহাতে দেখা যাইতেছে যে এ দেশের ব্যবস্থা ও আচারের সুনিয়ম করণার্থ এবং বিনাপক্ষপাতে যথার্থরূপে সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহ করণার্থ তাঁহারা প্রতিদিন মহোদ্যোগ করিতেছেন।

আপনি যে মুদ্রা আমাকে প্রদান করিয়াছেন তাহা দিতে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের অভিপ্রায় যখন প্রথম শুনিলাম তখন আমার বোধ হইল যে এমত সম্ভ্রমের যোগ্য আমার ক্রিয়ার মধ্যে কি আছে অতএব আমি ভাবিলাম যে এই চিহ্ন কেবল আমার নিজ সম্ভ্রমকরণের নিমিত্ত নহে কিন্তু ইহার দ্বারা ভারতবর্ষস্থ লোকেরদের প্রতি দেশের কর্ত্তারদের অঙ্গীকার হইল যে তাঁহারদের সুখ ও উন্নতির বিষয়ে ঐ কর্ত্তারা নিয়ত চেষ্টা করিতে থাকিবেন এবং দেশের উপকার করণের অকিঞ্চন ব্যক্তিরদেরও উদ্যোগ হইলে তাহাতে সম্মান ও পুরস্কার করিতে ত্রুটি করিবেন না।

আমার কৃতজ্ঞতাসূচক এক পত্র শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইয়াছি অতএব এক্ষণে আমার কেবল আরো এই মাত্র কহিবার আবশ্যক বোধ হয় যে আমি যেং কার্য্যপ্রযুক্ত কোম্পানিবাহাদুরের তুষ্টির এইরূপ মনোহর চিহ্ন প্রাপ্ত হইয়াছি সেই প্রকার কার্য্যের বিষয়ে আমি আরো মনোযোগী ও চেষ্টান্বিত হইব। যদ্যপি আমার দেশের মঙ্গলের চেষ্টাকরণের এবং যে গবর্ণমেন্টের আশ্রয়েতে আছি তাঁহার প্রতি প্রভুভক্ততা প্রকাশকরণের অধিক প্রবৃত্তি জন্মাইবার

the Government under which we live, this medal would supply it. While I live, it will constantly remind me of my duty, and when I die, I trust it will be to my posterity a stimulus to pursue the path which I have chosen, in the confident assurance, that a life of devotion to useful purposes, is the best way to secure the confidence of our fellow citizens, the good opinion of the Government, and the favor of the Sovereign.

Suffer me, Sir, to offer my warmest thanks for the manner in which you have fulfilled the wishes of the Honourable Court, and to express my earnest hope, that prosperity and happiness may attend you, both in the administration of the affairs of this important dependency, and in all the relations of domestic life.

In conclusion, I beg you to convey to the Honourable Court, an expression of my humble but lasting gratitude, for the testimonial you have conferred upon me by their authority. Many of my countrymen may have higher claims, but no one amongst them could more highly appreciate the honour for which I now return my most heartfelt acknowledgements.

The worthy Baboo then received the congratulations of the Deputy Governor and his numerous friends, and the meeting shortly broke up.

আবশ্যক থাকিত তবে এই মুদ্রাতে সেই প্রবৃত্তি হইত। আমি যত কাল বাঁচি তত কাল ইহার দ্বারা আমার কর্ত্তব্য কার্য্য নিত্য স্মরণ হইবেক এবং কাল হইলে যে পথ আমি অবলম্বন করিয়াছি সেই পথে আমার সন্তানেরদের গমনের উদ্দীপক ঐ মুদ্রা হইবেক। তাঁহারদের নিশ্চয় এই বোধ হইবেক যে পরের উপকারক কর্ম্মেতে রতহওয়া অপেক্ষা স্বদেশীয় লোকেরদের বিশ্বাস এবং গবর্ণমেন্টের সন্তোষ এবং রাজার অনুগ্রহ পাইবার অন্য কোন শ্রেষ্ঠ উপায় নাই।

হে মহাশয় শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের অভিপ্রায় আপনি যেরূপে সফল করিয়াছেন তাহাতে অত্যন্ত বাধিত হইলাম এবং এ মহারাজ্যের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে এবং আপনার সাংসারিক ব্যাপারেতে নিত্য কৃতকার্য্য ও সুখী থাক ইহা আমার পরম বাঞ্ছা আছে।

পরিশেষে শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে আমাকে যে সম্ভ্রমের চিহ্ন প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আমি চিরবাধিত হইলাম ইহা ঐ সাহেবদিগকে জ্ঞাত করিবেন। এমত হইতে পারে যে আমার দেশীয় লোকের মধ্যে অনেকে এই চিহ্ন পাইবার আমাঅপেক্ষা যোগ্য কিন্তু যে সম্ভ্রমের নিমিত্ত এক্ষণে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি তাহা আমি যে মত বহুমূল্য জ্ঞান করি তদপেক্ষা অধিক মূল্যবান আর কেহ জ্ঞান করিতে পারেন্ না।

তৎপরে শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর্ সাহেব এবং শ্রীযুত দ্বারকাথ ঠাকুরের মিত্রেরা তাঁহার সহিত সদালাপ করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

CIVIL APPOINTMENTS.

No. 1.
FORT WILLIAM.
GENERAL DEPARTMENT.
The 3d May, 1843.
EDUCATION.

Mr. F. Reid, Mr. E. V. Irwin, Mr. E. Latour, and Major Napleton, commanding the Hill Rangers, are appointed Members of the Local Committee of Education at Bhaugulpore.

F. J. HALLIDAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 586.
FORT WILLIAM.
The 3d May, 1843.

Major G. Broadfoot, C. B. assumed charge of the Office of Commissioner in the Tenasserim Provinces on the 18th ultimo.

F. J. HALLIDAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 588.
FORT WILLIAM.
The 10th May, 1843.

Mr. J. F. Hyde, Superintendent of Stationery, has obtained leave of absence for six months, on private affairs.

Mr. John Burkinyoung will officiate as Superintendent of Stationery during Mr. Hyde's absence.

F. J. HALLIDAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
জেনরল ডিপার্টমেন্ট।
১৮৪৩ সাল ৩ মে।
বিদ্যাধ্যাপন।

শ্রীযুত এফ রীড সাহেব ও শ্রীযুত ই বি আরবিন সাহেব ও শ্রীযুত ই লাটূর সাহেব ও পর্ব্বতের পল্টনের অধ্যক্ষ শ্রীযুত মেজর নেপল্টন সাহেব ভাগলপুরেরর বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বরী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

এফ জে হালিডে।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

৫৮৬ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৪৩ সাল ৩ মে।

শ্রীযুত মেজর ব্রডফুট সাহেব থনাসরিম প্রদেশে কমিস্যনর সাহেবের পদের ভার গত মাসের ১৮ তারিখে গ্রহণ করিলেন।

এফ জে হালিডে।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

৫৮৮ নম্বর।
ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৪৩ সাল ১০ মে।

লিখিবার কাগজইত্যাদির সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এফ জে হাইড সাহেব স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে ছয় মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

শ্রীযুত হাইড সাহেবের অনুপস্থানপর্য্যন্ত শ্রীযুত জান বর্কিনয়ং সাহেব লিখিবার কাগজইত্যাদির সুপরিন্টেণ্ডেন্টী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

এফ জে হালিডে।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

No. 590.

FORT WILLIAM.

The 10th May, 1843.

Mr. L. J. H. Grey, appointed under date the 26th ultimo, Magistrate of Moorshedabad, will continue to officiate as Post Master General, until further Orders.

F. J. HALLIDAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 591.

FORT WILLIAM.

The 10th May, 1843.

The Honourable the Deputy Governor of Bengal is pleased to make the following appointments:

Mr. R. Ince to be Assistant to the Salt Agent and Superintendent of Chokies at Chittagong, vice Mr. W. Kennedy deceased.

Mr. H. J. Muston to succeed Mr. Ince as Superintendent of Salt Chokies at Backergunge.

F. J. HALLIDAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 702.

ORDERS BY THE HONOURABLE THE DEPUTY GOVERNOR OF BENGAL.

APPOINTMENTS.

The 3d May, 1843.

Mr. C. A. Lushington, Assistant to the Magistrate and Collector of Sarun, to exercise the powers described in Section II. Regulation III. of 1821.

Moulvie Imdad Ullee, Moonsiff of Mulfutgunge, in Dacca, to be a first grade Moonsiff, vice Baboo Sreenath Chowdry dismissed.

Moulvie Warris Ullee, Moonsiff of Nehasi, in Midnapore, to be a ditto ditto, vice Mr. R. D. Freitas deceased.

NOTIFICATIONS.

The 17th May, 1843.

Mr. J. G. Campbell made over charge of the office of Special Deputy Collector of Nuddea, &c. to Mr. J. S. Torrens on the 11th instant.

Mr. A. Turnbull assumed charge of the office of Under Secretary to the Government of Bengal on the 16th idem.

The Honourable the Deputy Governor of Bengal is pleased to permit Mr. J. R. Hutchinson to remain attached to the College of Fort William, for a further period, for the purpose of continuing his studies in the Hindoostanee Language.

Messrs. G. P. Money and E. Sandys, of the Civil Service, are reported qualified for the Public Service by proficiency in two of the Native Languages.

The 18th May, 1843.

The Reverend A. Garstin, Chaplain of Assam, is permitted to remain three months at Sylhet, to perform Chaplain's duties at the latter Station.

F. J. HALLIDAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 23d *May*, 1843.]

৫৯০ নম্বর।

ফোর্ট উলিয়ম।

১৮৪৩ সাল ১০ মে।

শ্রীযুত এল জে এচ গ্রে সাহেব গত মাসের ২৬ তারিখে মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত ডাকঘরের অধ্যক্ষতা কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

এফ জে হালিডে।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

---

৫৯১ নম্বর।

ফোর্ট উলিয়ম।

১৮৪৩ সাল ১০ মে।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর্ সাহেব নীচের লিখিত নিয়োগ করিয়াছেন।

মৃত ডবলিউ কেনেডি সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত আর ইন্স সাহেব চাটিগাঁর নিমকের এজেন্ট ও চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

শ্রীযুত এচ জে মষ্টন সাহেব শ্রীযুত ইন্স সাহেবের পরিবর্ত্তে বাকরগঞ্জের নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এফ জে হালিডে।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

---

৭০২ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর্ সাহেবের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৪৩ সাল ৩ মে।

সারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত সি এ লশিংটন সাহেব ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

তগীরহওয়া বাবু শ্রীনাথ চৌধুরীর পরিবর্ত্তে জিলা ঢাকার মুলফতগঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী এমদাদ আলী প্রথম শ্রেণীর মুনসেফ হইবেন।

মৃত আর ডি ফ্রিটাস সাহেবের পরিবর্ত্তে জিলা মেদিনীপুরের নেহাসির মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী ওয়ারিস আলী প্রথম শ্রেণীর মুনসেফ হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৩ সাল ১৭ মে।

শ্রীযুত জে জি কাম্বেল সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১১ তারিখে নদীয়ার স্পেসিয়ল ডেপুটী কালেক্টরীপ্রভৃতি কার্য্যের ভার শ্রীযুত জে এস টরেন্স সাহেবের প্রতি অর্পণ করিলেন।

শ্রীযুত এ টর্ণবুল সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের নায়েব সেক্রেটারীর কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

বঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর্ সাহেব শ্রীযুত জে আর হচিনসন সাহেবকে হিন্দুস্থানী ভাষা শিখিবার নিমিত্ত ফোর্ট উলিয়ম কালেজে আর কিছু দিন থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন।

সিবিলসম্পর্কীয় শ্রীযুত জি পি মনি সাহেব ও শ্রীযুত ই সণ্ডিস সাহেব দুই ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া সরকারী কর্ম্মের উপযুক্ত এমত রিপোর্ট হইয়াছে।

১৮৪৩ সাল ১৮ মে।

আসামের ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত এ গাষ্টিন সাহেব তিন মাসপর্য্যন্ত ছিলটে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছেন এবং সেই স্থানে ধর্ম্মোপদেশকতা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

এফ জে হালিডে।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS. — গবর্ণমেণ্টের ইশ্‌তিহার।

SALT. — নিমক।

এস্তেহার দেওয়া যাইতেছে যে শন ১৮৪৩ শাল তারিখ ২৫ মে রোজ বৃহস্পতি বার বেলা দুই প্রহর এক ঘন্টার পূর্ব্বে যে কোন সময়ে হউক নীচের লিখিত মোয়াজি নেমক যাহা মোং বাগুণ্ডীর সরকারী গোলায় মৌজুদ আছে তাহার খরিদের জন্য দরখাস্ত সিল মোহর বন্দকরা এই দপ্তরখানায় লওয়া যাইবেক তদনন্তর ঐ নেমকের দর শ্রীযুত সাহেবান আলিসান বোর্ড পরমিট নেমক ও আফিমের হুকুমানুসারে নির্দ্ধারিত হইবেক ঐ সকল দরখাস্তে ফিশত মোন নেমকের উপর যে ব্যক্তি যত মূল্য দিতে চাহিবেক তাহা কোম্পানির টাকায় লিখিতে হইবেক আর ঐ দরখাস্তের উপর এমত জিকির থাকিবেক যে বাগুণ্ডীর নেমকের বাবদ দরখাস্ত এবং দরখাস্তের শিরনামার উপর দরখাস্তকারি অথবা তাহার মোক্তার কিম্বা তাহার গোমাস্তার নাম লিখিত থাকিবেক ও দরখাস্ত খুলিবার নিরূপিত সময়ে দরখাস্তকারি অথবা তাহার মোক্তার কিম্বা গোমাস্তা কেহ এক জন উপস্থিত না থাকিলে দরখাস্ত খোলা যাইবেক না এবং দরখাস্তের মাতবরির জন্য এক২ শত টাকা আমানতের স্বরূপ দাখিল করিতে-হইবেক তদ্ব্যতীত কোন দরখাস্ত মাতবর জ্ঞান করা যাইবেক না ঐ ১০০৲ টাকা যে ব্যক্তির দরখাস্ত মনজুর হইবেক তাহার নামে এই নেমক খরিদের হিসাবে জমা হইবেক কিম্বা দরখাস্ত মনজুর না হইলে ফেরত দেওয়া যাইবেক।

যে সকল ব্যক্তি নেমক খরিদের জন্য দরখাস্ত করিবেক তাহারদিগের উচিত যে দরখাস্ত করণের পূর্ব্বে ঐ নেমকের নমুনা মোং বাগুণ্ডীর গোলায় স্বচক্ষে দেখিয়া নেমকের রকম বুঝিয়া আপনার খাতিরজমামতে দরখাস্ত করে ইতি।

নেমকের বেওরা।

এজেন্সী অর্থাৎ জেলার নাম	ঘাটের নাম	কোন্ সনের পোক্তান	মোয়াজিয়ে নেমক
২৪ পরগনা বাগুণ্ডী নেমক	বাগুণ্ডী	১২৪৮ সাল	২০০০০৴ মোন

বিমৌজিব হুকুম সাহেবান আলিসান বোর্ড পরমিট নিমক ও আফিম ইতি। সন ১৮৪৩ সাল তাং ১৯ মে।

এচ টরেন্স। সেক্রেটারী।

SALES OF LAND. — জমীদারী নীলাম।

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

অত্র জেলা মোতালক থানা সমসেরগঞ্জের সংক্রান্ত ধুলিয়ান সাকিনের মহেশলাল শাহা এক কেতা দরখাস্ত আপন মোক্তার দোলগোবিন্দ দাসের দ্বারা এই প্রার্থনায় গুজরাইলেক যে উহারদিগের তালুক পরগনে রাজশাহির মধ্যে মৌজে অর্জ্জুনপুর যাহার সদর জমা ২০১৸৶১ পাই মজহরের পিতা হুলাসচন্দ্র শাহা আর তিলকচন্দ্র শাহা ও খিয়ালচন্দ্র শাহা ও শিবু শাহার নামে এজমালিতে তালুক লেখা যায় উক্ত মৌজার রকম।১০ আনা যাহার সদর জমা ৫৬৸৯ টাকা উহার পিতার বাকী রকম ॥৶১০ উক্ত তিন সরিকের এইক্ষণ উহার পিতা ফৌত করিয়াছে তাহার ফৌত পর মজহর ঐ।১০ আনা রকমে দখিলকার থাকিয়া সরকারের মালগুজারির সরবরাহ করিয়া আসিতেছে অতএব উক্ত।১০ আনা রকমের সরিকান এজমালে মজহরের নাম জারীকরা যায় মতে ইস্তেহার দেওয়া যাইতেছে যে উল্লিখিত।১০ সাড়ে চারিআনা রকমের অন্য যে কেহ দাবিদার থাকহ ১৫ রোজ মধ্যে হাজির হইয়া মায় সাবুদ দরখাস্ত করহ নচেৎ মেয়াদ গতে উচিত হুকুম হইবেক এবিষয় সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাত কারণ ইস্তেহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪৩। তারিখ ৮ মে।

Moorshedabad Collectorate, 8th May, 1843. — W. J. H. Money, *Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

অত্র জেলা সংক্রান্ত তালিবপুর সাকিনের সেখ গোলাম ছমদানি ও সেখ গোলাম রব্বানি এক কেতা দরখাস্ত এই প্রার্থনায় দাখিল করিলেক যে খোনকার মুকরুল্লার আয়মা তাল্লুক কীং সাহাপুর যাহার সদর জমা ১৮৶৫ টাকা সন ১২৪৮ সালের সরকারের বাকী রাজস্ব আদায় কারণ নীলাম হওয়াতে সাবানানি মং ১১৫৲ টাকা মুল্যে খরিদ করিয়া পণবাহার টাকা দাখিল করিলে পর সরকারের বাকী বাদে ফাজিল টাকা উহারদিগের পাওনা সরকারের তহবীলে যে মৌজুদ ছিল তাহার মধ্যে কাজি করিমুল্লে।৶ আনা রকমের হিস্যাদার আপন হিস্যার টাকা লইয়াছে বাকী মজহরদিগের রকম ॥০ আনা ও রকম ৶ আনার সরিক দেওয়ান এনাতুল্লা চৌধুরী অতএব উহারদিগের প্রাপ্য নিক্ষী রকমের পণ ফাজিল দেওয়ান যায় মতে ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত রকম ॥০ আট আনার পণ ফাজিলের অন্য যে কেহ দাবিদার থাকহ ১৫ রোজ মধ্যে হজুরে হাজির হইয়া মায় সাবুদ দরখাস্ত করহ নচেৎ মেয়াদ গতে উচিত হুকুম হইবেক এবিষয় সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাত কারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪৩। তারিখ ৯ মে।

Moorshedabad Collectorate, 9th May, 1843. — W. J. H. Money, *Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে তরফ যাদবপুরের তালুকদার প্রমথনাথ রায় নাবালকের এলাকা দেবোত্তর রাজেয়াপ্তী ৺ ভাগীরথীর গুজরঘাটের ইজারাদার পঞ্চানন মাঝির মালজামিনীতে

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট ১৮৪৩। ২৩ মে।]

নীচের লিখিত জামিনদারের জায়দাদ জামিনীতে আবদ্ধ করিলেক মতে ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে যদি ঐ জামিনদারের জায়দাদের প্রতি কাহার কোন দাবি ও দাওয়া থাকে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে এই ইস্তাহারের তারিখ হইতে এক মাস মেয়াদ মধ্যে আপন২ ওজর হজুরে দরপেশ করে নচেৎ মেয়াদ গত হইলে কাহার কোন ওজর সুনা যাইবেক না এ বিষয় সকলের জ্ঞাত কারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪৩ সাল ১০ মেই মোতাবেক সন ১২৫০ সাল ২৮ বৈশাখ।

তফশীল জায়দাদ।

নাম জামিনদার	নাম জায়দাদ
কৃষ্ণকিশোর চক্রবর্ত্তী সাং জিয়াদাড়া	থানা বাণীপুরের শামিল মৌং বেলুনে বেড়ের বাগীচা আম্রগাছ ৩৫ টা ও বাঁশ ২ কুড়ী তাল গাছ ৬৮ টা।

Moorshedabad Collectorate, 10th May, 1843. W. J. H. Money, *Collector.*

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা মুরশিদাবাদ এই যে

জিলা বীরভূমের প্রধান সদর আমীনের ডিক্রীর টাকা শম্ভুনাথ প্রামাণিক ডিক্রীদারের পাওনা প্রাণকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী মতোফার ওয়ারিসান রাধাকিশোর রায় চৌধুরী ও নাবালগ কিশোর রায় চৌধুরী ও নবকিশোর রায় চৌধুরী ওসি তস্য মাতা যাদুমণি দেব্যা দেনদারের দেনা আদায় কারণ চতুর্দ্দশ বিভাগের শ্রীযুত রেবিনিউর কমিস্যনর বাহাদুরের চলিত সনের ৬ মে তারিখের চিঠী ও প্রশংসিত প্রধান সদর আমীনের ২৭ আপ্রিলের রুবকারী অনুযায়ী উক্ত দেনদারাণের নীচের লিখিত সম্পত্তি সন ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন ও সন ১৭৯৬ সালের ১২ আইনের মর্ম্মানুসারে সন ১৮৪৩ সালের ২০ জুন মোতাবক সন ১২৫০ সালের তারিখ ৭ আষাঢ় রোজ মঙ্গলবার নীলাম হওনের ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যদি দেনদার এই ইস্তেহারের লিখিত সমুদয় টাকা নীলামের তারিখে দ্বিতীয় প্রহর দিবসপর্য্যন্ত ডাক আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে দাখিল না করে তবে ঐ তারিখে দ্বিতীয় প্রহর দিবস বাজিবার সময় এই জেলার কালেক্টরীর কাছারী মোকাম বহরমপুরাতে নীলাম হইবেক যে কেহ খরিদের বাসনা রাখহ আপন২ ডাক সংখ্যার ফি শত ১৫৲ টাকা হিসাবে ফিস সমেত হাজীর হইয়া আইনমত খরিদ করহ এবিষয় সকলের জ্ঞাত কারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪৩ সাল ১৫ মে মোতাবক সন ১২৫০ সাল তারিখ ২ জ্যৈষ্ঠ।

নম্বর লাট	নম্বর রেজেষ্টরী	নাম মহাল	নাম তালুকদারাণ	সদর জমা সালিয়ানা	তায়দাদ রকম যাহা নীলাম হইবেক	তাইন ডিক্রীর টাকা	নীলামী মহালের রাজস্বের বাকী যাহা খরিদারকে দিতে হইবেক	কৈং
১	১৮৫১	কীং পরগনেকুতবপুর	প্রাণকিশোর ও গোলোকচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র ও কৃষ্ণমোহন চৌধুরী	২৩০১/১ মধ্যে রকম আট আনার জমা ১১৫০॥৬॥	জেলা বীরভূমের শ্রীযুত প্রধান সদর আমীনের সন ১৮৪৩ সালের ২৭ আপ্রিলের রুবকারী অনুযায়ি এই মহালের রকম আট আনা দেনদারানের হক নীলাম হইবেক	উক্ত রুবকারী অনুযায়ি ১৫৩৯৸/৯ আর আসল ১০৭২॥৬ টাকার সুদ ইং ২৮ আপ্রিল নাং ১৯ জুন সন ১৮৪৩ সাল মং ১। ২২ রোজের কাত ১৮॥/৩ ——— ১৫৫৮৷৶	১০॥৶৮	

সদর বোর্ডের সন ১৮৪১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২৫ নম্বরের সরকুলর চিঠীর আজ্ঞানুযায়ি বিজ্ঞাপন করা যায় যে উক্ত ভূমির সাবেক মালিকের উপর যে সকল দায় আছে তাহা খরিদারকে অর্শিবেক এবং মহালের পর সরকারের যে দাওয়া থাকে ঐ নীলামের দ্বারা কিছু লোপ হইবেক না ইতি।

Moorshedabad Collectorate, 15th May, 1843. W. J. H. Money, *Collector.*

রিসিবর আফিস।

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ফরিয়াদী
ও রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ফরিয়াদী

উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আসামী
ও জান ওয়ালিস আলেকজাণ্ডর
এশাইনিইত্যাদি আসামী।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান মে মাসের ৩১ তারিখ বুধবার বেলা দুই প্রহরের সময় উপরি উক্ত মোকদ্দমায় সুপ্রিম কোর্টের ২৫ আপ্রিল ১৮৪৩ সালের হুকুমানুসারে সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর শ্রীযুত রাবর্ট ওডোডা সাহেব তাঁহার আফিসে নিম্নে লিখিত খত বাণইত্যাদি যাহা তাঁহার হস্তে সাবেক মোকদ্দমার যাহাতে উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ফরিয়াদী রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় আসামী রিসিবরি এলাকায় আছে তাহা বিক্রয়ার্থে উপস্থিত করিবেন বিশেষতঃ।

নম্বর ১। এক বিল আর এক্সচেঞ্জ গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ড্রা করেন্ যোগে বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তারিখ ৩০ নবেম্বর ১৮৩০ সাল সিক্কা ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা।

নম্বর ২। গোকুলনাথ মল্লিকের এক বাণ উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যোগে তারিখ ১০ জুলাই ১৮২৯ সাল পিনেল সম সিক্কা ৫৭০০০৲ সাতান্ন হাজার টাকা ইহার মধ্যে কতক আদায় হইয়াছে।

[*Government Gazette, 23d May*, 1843.]

নম্বর ৩। এক প্রমিসরি নোট চারলস রিড ড্রা করেন্ যোগে বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তারিখ ৯ জুলাই ১৮৩০ সাল সিক্কা ৮০০৲ আট শত টাকা সুদ ১২৲ বারো টাকা হিসাবে।

নম্বর ৪। হেনেরি জেমস্ চিপীণ্ডল সাহেবের বাণ ওয়ারেন্ট যোগে উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তারিখ ১৮ মার্চ ১৮২৮ সাল সিক্কা ৫৩৪৪৯৲ তিপ্পান্ন হাজার চারি শত উনপঞ্চাশ টাকা কতক আদায় হইয়াছে।

আরং বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

রিসিবর আফিস কোর্ট হৌস — তারিখ ১৫ মে ১৮৪৩ সাল

INSOLVENT COURT. — যোত্রহীনেরদের আদালত।

IN THE COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of ALEXANDER DONALD MACLEOD, an Insolvent.

NOTICE is hereby given, that by an order of the said Court made in this matter on the fifth day of May instant, it was ordered that the Insolvent be at liberty to amend the Schedule filed in this matter. And it was further ordered, that the hearing of the matters of the Petition of Messieurs Hamilton and Company, the Petitioning creditors of the said Insolvent, should be postponed until Saturday the first day of July next.

BAILLIE, MOLLOY AND MACKINTOSH,
Attornies for the said Insolvent.

IN THE COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of ALEXANDER DONALD MACLEOD and CHRISTOPHER FAGAN (since deceased), late Merchants and Agents carrying on business in Calcutta under the style of Macleod, Fagan and Company.

NOTICE is hereby given, that by an order of the said Court made in this matter on the fifth day of May instant, it was ordered that the Insolvent ALEXANDER DONALD MACLEOD, be at liberty to amend the Joint Schedule of his said firm filed in this matter. And it was further ordered, that the hearing of the matters of the Petition of Messieurs Hamilton and Company, the Petitioning creditors of the said Insolvents said firm, should be postponed until Saturday the first day of July next.

BAILLIE, MOLLOY AND MACKINTOSH,
Attornies for the said Insolvent, firm of Messieurs Macleod, Fagan and Company.

কলিকাতার যোত্রহীন ঋণিদিগের উপকারার্থ আদালত।

আলেকজান্দর ডনাল্ড মাকলৌড যোত্রহীনের বিষয়ে।

সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত বিষয়ে বর্ত্তমান মে মাসের ৫ তারিখে উক্ত আদালত এই হুকুম করিলেন যে উক্ত যোত্রহীন এই বিষয়ে আপনার তফসীল সংশোধন করিবার অনুমতি পান্। এবং আরো হুকুম হইল যে উক্ত যোত্রহীনের দরখাস্তকারি মহাজন শ্রীযুত হামিল্টন কোম্পানির দরখাস্তের নানা বিষয় শুনন আগামি ১ জুলাই শনিবারপর্য্যন্ত মুলতবী থাকে।

বেলি মলয় ও মাকিন্টস।
উক্ত যোত্রহীনের উকীল।

কলিকাতার যোত্রহীন ঋণিদিগের উপকারার্থ আদালত।

ইহার পূর্ব্বে সওদাগর ও এজেন্ট যে আলেকজান্দর ডনাল্ড মাকলৌড ও তৎপরে মৃত কৃষ্টফর ফেগন সাহেব মাকলৌড ফেগন কোম্পানি নামে কলিকাতায় ব্যবসা করিত তাহারদের বিষয়ে।

সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্ত্তমান মে মাসের ৫ তারিখে এই বিষয়ে উক্ত আদালত হুকুম করিলেন যে উক্ত যোত্রহীন আলেকজান্দর ডনাল্ড মাকলৌড এই বিষয়ে ঐ কুঠীর সাধারণ তফসীল সংশোধন করিবার অনুমতি পায়। এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত কুঠীর উক্ত যোত্রহীনেরদের দরখাস্তকারি মহাজন শ্রীযুত হামিল্টন কোম্পানির দরখাস্তের নানা বিষয় শুনন আগামি ১ জুলাই তারিখ শনিবারপর্য্যন্ত মুলতবী থাকে।

বেলি মলয় ও মাকিন্টস।
উক্ত মাকলৌড ফেগন কোম্পানির কুঠীর উক্ত যোত্রহীনের উকীল।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৪৩। ২৩ মে।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জান কাশমন সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA TUESDAY, MAY 30, 1843.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৪৩ সাল ৩০ মে।

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER NIZAMUT ADAWLUT.

No. 8.

To the Several Criminal Authorities in the Lower Provinces.

The Court circulate, for the information of the several Criminal Authorities, the following Extract from a Despatch, from the Honourable the Court of Directors, to the Government of India, in the Legislative Department, under date the 14th December 1842.

"We trust that care is taken to prevent this Act,* from operating oppressively towards persons affected by it."

W. Kirkpatrick, *Deputy Register.*

Fort William, 5th May, 1843.

* Act XXI. of 1841, for the better prevention of local nuisances.

No. 9.

To the Several Criminal Authorities in the Lower Provinces.

The Court, having had under consideration, in reference to Act XXXI. of 1841, that a Magistrate's order in cases of trespass or the like, may include the infliction of a fine of Rupees 50, not appealable under Section 2, of that enactment, as well as an award of possession of the thing in dispute, which is appealable to the Superior Court, and desirous to correct the anomaly caused by one portion of an order being intangible, and another portion of the same proceeding being capable of reversal by the appellate Authority, direct that, in such cases, distinct and separate orders be passed; that in which the Magistrate's decision is final being kept apart from any order appealable to the Sessions Court.

W. Kirkpatrick, *Deputy Register.*

Fort William, 22d April, 1843.

[*Government Gazette, 30th May,* 1843.]

সদর নিজামৎ আদালতের সরকুলর অর্ডর।

৮ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের শ্রীযুত নানা ফৌজদারীর কার্য্যকারক বরাবরেষু।

শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা ১৮৪২ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের নিকটে লেজিসলেটিব ডিপার্টমেণ্টে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার পশ্চাৎ লিখিত চুম্বক নানা ফৌজদারী আদালতের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত সদর আদালত সর্ব্বত্র পাঠাইতেছেন।

আমারদের ভরসা আছে যে এই আইন* যে ব্যক্তিরদের সম্পর্কে জারী হইয়াছিল তদ্দ্বারা তাহারদের অত্যাচার নিবারণার্থে যথোচিত উদ্যোগ হইতেছে।

ডবলিউ কর্কপাত্রিক। ডেপুটী রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৩। ৫ মে।

* স্থান বিশেষের ক্ষতিজনক ব্যাপারের নিবারণার্থ ১৮৪১ সালের ২১ আইন।

৯ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের শ্রীযুত নানা ফৌজদারীর কার্য্যকারক বরাবরেষু।

সদর আদালত বিবেচনা করিয়াছেন যে ১৮৪১ সালের ৩১ আইনের দ্বারা অন্যায়রূপে দ্রব্য গ্রহণ করণ এবং সেইরূপ অন্য অপরাধে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই মত হুকুম করিতে পারেন্ যে অপরাধি ব্যক্তির ৫০৲ টাকা জরীমানা হইবেক এবং বিরোধি বিষয়ের দখল সেই ব্যক্তি ফিরিয়া দিবেক ঐ আইনের ২ ধারানুসারে জারীমানার ঐ হুকুমের উপর আপীল হইতে পারে না কিন্তু দ্রব্যের দখল দেওনের হুকুমের উপর উপরিস্থ আদালতে আপীল হইতে পারে। অতএব হুকুমের এক ভাগ চূড়ান্ত এবং অন্য ভাগ আপীল আদালতের দ্বারা অন্যথা হইতে পারে ইহা অসঙ্গত বোধ হওয়াতে তাহা শুধরিবার নিমিত্ত সদর আদালত হুকুম করিতেছেন্ যে এই মত গতিকে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র হুকুম দিতে হইবেক এবং যে২ বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত তাহা এক হুকুমনামাতে থাকিবেক এবং যে২ বিষয়ের উপর আপীল সেশন আদালতে হইতে পারে তাহা অন্য হুকুমনামাতে লিখিতে হইবেক।

ডবলিউ কর্কপাত্রিক। ডেপুটী রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম ১৮৪৩। ২২ আপ্রিল।

John C. Marshman, *Bengalee Translator.*

CONSTRUCTIONS.

No. 1365.

1817. Reg. XX. Sec. 12 and 13. 1811. Reg. VII. Sec. 3.

Held, that a Thanadar is empowered, by Sections 12 and 13, Regulation XX. of 1817, to enter upon an enquiry into a charge of Rape, preferred directly at the Thannah, no complaint having been preferred in the first instance at the Cutcheree of the Magistrate.

Western Court, 19th November; Calcutta Court, 9th December, 1842.

No. 1366.

1840. Act IV. Regarding disputes between a proprietor and a mortgagee.

In a dispute between a proprietor of an estate, and a mortgagee of an Orchard situated therein, the Magistrate of Bareilly, considering the possession of the latter to have been satisfactorily established, directed him to be maintained in possession. The proprietor appealed, and the Session Judge reversed the decision of the Magistrate, directed him to maintain the proprietor in possession, and referred the mortgagee to the Civil Court.

The Western Court considered that the course adopted by the Magistrate in the case in question, for the maintenance of the mortgagee in possession, till formally dispossessed by the usual process laid down in the Regulations, was right.

The Calcutta Court concurred.

Western Court, 2d December; Calcutta Court, 23d idem, 1842.

No. 1367.

1842. Act X.

From the Register of the Western Court, to the Register of the Presidency Court of Sudder Dewanny Adawlut, dated 22d December, 1842.

1. I am directed to request that you will lay the accompanying copy of a letter, No. 493, dated 1st instant, with its original enclosure from the Officiating Commissioner of Meerut, before the Calcutta Court, for the opinion of the Judges thereon.

2. On the several points, regarding which an interpretation of Act No. X. of 1842, is sought, this Court would answer as follows:

3. Differing from Mr. Begbie, the Court would restrict the meaning of the term "house-holder" used in the Act to *house proprietor*, tenants not being included in the definition, an interpretation that seems obvious with reference to the provision in Section 3, for the rate being raised by a percentage on the rent, or yearly value of the premises, within the settlement, which could not be intended to be assessed by mere tenants of the property.

4. On the second point of enquiry, the Court agree with Mr. Begbie as to the permanent character of the Committee when once constituted subject to the liability of dissolution contemplated in Section 8, and in respect to the rates being annually revisable at the discretion of the Committee. In the third subject of enquiry also the Court concur with the Commissioner.

5. With respect to the 4th question, the Court conceive, that under the terms of the Act the Committee in all its members would be jointly and severally responsible for any misappropriation of monies collected, to purposes foreign from those contemplated in the enactment; but they observe that the fact whether the Act complained of, was or was not a "misapplication," of the nature described in Section 3, would be determinable on trial of the "Civil action" provided by the same Section.

From the Officiating Commissioner 1st Division, to the Register of the Court of Sudder Dewanny Adawlut, Western Provinces, dated 1st December, 1842.

1. I have the honor to lay before the Court, the accompanying letter to my address from Major Angelo, Secretary to the Local Committee at Mussooree, proposing for resolution, certain points of doubt entertained by the Residents at that place, regarding the meaning and intent of Act X. of 1842.

2. The points discussed by Major Angelo, are four in number.

First. The meaning to be attached to the word "House-holder" used in the Act.

কনষ্ট্রুক্সন অর্থাৎ আইনের অর্থ।

১৩৬৫ নম্বর।

বিধান হইল যে বলাৎকারের কোন নালিশ প্রথমতঃ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারীতে যদি না করা গিয়া থাকে এবং সেই প্রকার নালিশ একেবারে থানাতে করা যায় তবে থানাদার ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১২। ১৩ ধারানুসারে ঐ নালিশের তজবীজ করিতে পারেন্।

১৮১৭ সাল ২০ আইন ১২ ও ১৩ ধারা। ১৮১১ সাল ৭ আইন ৩ ধারা।

পশ্চিম দেশের সদর আদালত। ১৮৪২। ১৯ নবেম্বর।

কলিকাতার সদর আদালত। ১৮৪২। ৯ ডিসেম্বর।

১৩৬৬ নম্বর।

এক জন ভূম্যধিকারী ও ফলের বাগানের বন্ধকলওনিয়া মহাজনেতে বিবাদ হইল। তাহাতে ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দখলে বাগান আছে ইহা হুদ্বোধরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে জ্ঞান করিয়া বরেলীর মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার ভোগদখলে তাহা থাকিতে হুকুম দিলেন। পরে ভূম্যধিকারী আপীল করিল এবং সেশন জজ সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিষ্পত্তির অন্যথা করিয়া বাগান ভূম্যধিকারির ভোগদখলে রাখিতে হুকুম দিলেন এবং বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে কহিলেন।

১৮৪০ সাল ৪ আইন। বন্ধকলওনিয়া এবং ভূম্যধিকারির মধ্যে বিরোধের বিষয়।

তাহাতে আলাহাবাদের সদর আদালত বিধান করিলেন যে এই মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে হুকুম করিয়াছিলেন অর্থাৎ বন্ধকলওনিয়া মহাজন যাবৎ আইনের নিরূপিত রীত্যনুসারে নিয়মমত বেদখল না হয় তাবৎ সেই বাগান তাহার দখলে থাকিবেক সেই হুকুম যথার্থ।

তাহাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত সম্মত হইলেন।

পশ্চিম দেশের সদর আদালত ১৮৪২। ২ ডিসেম্বর।

কলিকাতার সদর আদালত। ১৮৪২। ২৩ ডিসেম্বর।

১৩৬৭ নম্বর।

কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে ১৮৪২ সালের ২২ ডিসেম্বর তারিখের আলাহাবাদের সদর আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের পত্র।

১৮৪২ সাল ১০ আইন।

১। মীরটের একটিং কমিস্যনর সাহেব এই মাসের ১ তারিখে ৪৯৩ নম্বরী যে পত্র লিখিলেন তাহার পশ্চাৎ লিখিত নকল ও তাহার সঙ্গে যে সকল লিপি পাঠান গিয়াছিল তাহাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালতের জজ সাহেবেরদের মত পাইবার নিমিত্ত তাহা তাঁহারদিগকে জানাইতে তোমাকে আদেশ করিতেছি।

২। ১৮৪২ সালের ১০ আইনের যে নানা বিষয়ের অর্থ জিজ্ঞাসা হইয়াছে তাহাতে আলাহাবাদের সদর আদালত এই উত্তর করিয়াছেন।

৩। এই সদর আদালত বেগবি সাহেবের মতে সম্মত না হইয়া বোধ করেন্ যে ঐ আইনের মধ্যে "গৃহস্থ" এই কথার অর্থ ঘরের মালিক বুঝায় এবং ভাড়াটিয়া ব্যক্তি তাহার মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। ঐ আইনের ৩ ধারার বিধি বিবেচনা করিলে এই প্রকার অর্থ অতিস্পষ্ট হইবেক কেননা ঐ টাক্স বন্দোবস্তসম্পর্কীয় বাটীর খাজানার অর্থাৎ তাহার বার্ষিক মুল্যের উপর শতকরার হিসাবে নিরূপণ হইতেছে অতএব ঐ বাটীর ভাড়াটিয়া ব্যক্তি যে ঐ টাক্সের সংখ্যা নিরূপণ করে এমত বোধ হইতে পারে না।

৪। জিজ্ঞাসিত দ্বিতীয় বিষয়ে এই সদর আদালতের সাহেবেরা বেগবি সাহেবের মতে ঐক্য হইয়া বোধ করেন্ যে কমিটি একবার নিযুক্ত হইলে নিত্য থাকিবেন কেবল ঐ আইনের ৮ ধারার নিরূপিতমতে ঐ কমিটি নিবর্ত্ত হইতে পারেন এবং ঐ কমিটি আপন বিবেচনাক্রমে টাক্সের হার প্রতিবৎসরে সংশোধন করিতে পারেন্। জিজ্ঞাসিত তৃতীয় বিষয়েও এই সদর আদালত কমিস্যনর সাহেবের মতে সম্মত আছেন্।

৫। জিজ্ঞাসিত চতুর্থ বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন্ ঐ যে আইনমতে যে অভিপ্রায়ে টাকা আদায় হয় তাহাছাড়া অন্য কোন কার্য্যেতে সেই টাকা ব্যয় হইলে ঐ আইনের নিয়মানুসারে ঐ কমিটি এবং তাহার অন্তঃপাতি সকল ব্যক্তি একে২ ও সাধারণে সেই বিষয়ে দায়ী হইবেন। কিন্তু তাঁহারা আরো কহেন্ যে যে কার্য্যের বিষয়ে নালিশ হয় তাহা তৃতীয় ধারার নির্দ্দিষ্ট "প্রকার কর্ম্মভিন্ন অন্য কর্ম্মে" ব্যয় করণের অপরাধ কি না ইহা ঐ ধারার নিরূপিতমতে দেওয়ানী আদালতে বিচারের সময়ে নিশ্চয় হইবেক।

প্রথম এলাকার একটিং কমিস্যনর সাহেব ১৮৪২ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখে আলাহাবাদের সদর আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে যে পত্র লিখিলেন তাহা।

১। মসূরীর নগরীয় কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুত মেজর আনজিলো সাহেব আমার নিকটে যে পত্র লিখিলেন তাহা এক্ষণে সদর আদালতে দরপেশ করিতেছি। তাহার মধ্যে ১৮৪২ সালের ১০ আইনের অর্থ ও অভিপ্রায়ের কতক২ বিষয়ে ঐ স্থাননিবাসি ব্যক্তিরদের যে সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহা ভঞ্জনার্থ প্রার্থনা করেন্।

২। যে২ বিষয়ে মেজর আনজিলো সাহেব বাদানুবাদ করিতেছেন তাহা এই চারি।

প্রথম। ঐ আইনের মধ্যে "গৃহস্থ" যে কথা লেখা আছে তাহার অর্থ কি।

[*Government Gazette*, *30th May*, 1843.]

Second. Whether the application to be placed under the operation of the Act, is to be made annually, or only once, and the operation of the Act to be considered permanent when sanctioned by Government.

Third. The propriety of appointing the Political Agent at Dehra, and the Resident Magistrate, to be ex-officio members of the Committee; and

Fourth. The degree of responsibility which will attach to the Committee.

3. On the first point, it appears to me that the word "house-holder" must be understood *generally*, as comprehending both Tenants and house-proprietors. I see no difference between tenants in the hills and tenants in the plains, the rents of houses being fixed by the proprietors for the season, and being generally as high or higher, than the annual rents of houses in the plains. I apprehend no injury to the proprietors of houses likely to arise from the rates being voted by the tenants; as the former always have it in their power to raise their rents; and it appears to me that the latter have an equal, if not greater interest than the proprietors in maintaining the roads or other public works in good repair. The interests of the proprietors are moreover, protected by the limit of taxation fixed by Section 3, of the Act.

4. On the second point, I conceive that when the Act shall have been once rendered operative, on the application of the house-holders, it must continue so permanently; and that a revision of rates should be made annually by the Committee, with reference to the increase or decrease in the number of inhabited houses, and the rise and fall in rents.

5. Regarding the third point, I am of opinion that with reference to Section 2, of the Act, the Political Agent at Dehra, not "being an inhabitant of the place," could not be appointed a member of the Committee. I see no reason however why the Resident Magistrate should not be nominated a member of the Committee, if so desired by that body, during the time of his *actual* residence in the Hills.

6. With respect to the fourth and last point of doubt, it seems to me clear enough, that the intent of Section 3, of the Act is to hold the Committee responsible for any *fradulent* misapplication of the money collected by them; and not for any mere error of judgment "in respect of any contract entered into by them bonâ fide on behalf of the inhabitants."

Calcutta Court concurred on the 20th January, 1843.

No. 1368.

1841. Act XXIX.

Held, on a reference from the Judge of Cawnpore, in adoption of the rule of Circular Order of the Sudder Dewanny Adawlut, No. 25, dated 7th January 1831, that the interval of the established vacations, must not be allowed to be deducted, in the calculation of the period beyond which default is incurred under Act XXIX. of 1841.

Western Court, 2nd December, 1842; Calcutta Court, 23d idem.

No. 1369.

1825. Reg. IX. Sec. 3.

1822. Reg. VII. Sec. 11, 12, 14 and 16 to 35.

1833. Reg. IX.

Held, on a reference from the Judge of Ghazeepore, that the Government are, by Section 3, Regulation IX. 1825, competent to authorize the Revenue Authorities, though not employed in revising settlements, to perform all the Acts described in Sections 11, 12, 14, and 16 to 35, of Regulation VII. of 1822, in any specified tract within the provinces of Bengal, Behar, Orissa, and Benares, in the summary adjudication of suits between individuals; that the provisions of Regulation IX. 1833, are applicable to adjudications in such parts, made in conformity with those provisions; and that, therefore, the Collector is competent to adjudge claims connected with disputed boundaries in those tracts.

Western Court, 27th January; Calcutta Court, 10th February, 1843.

No. 1370.

1836. Act XXVI.

Held, on a reference from the Sessions Judge of Delhi, that an appeal from the decisions and orders of a Superintendant of Police in the Governor General's

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৪৩।১০ মে।]

দ্বিতীয়। ঐ আইন আমলে আসিবার দরখাস্ত প্রতিবৎসরে করিতে হইবেক কি একবারমাত্র এবং ঐ আইনের কার্য্য গবর্ণমেন্ট একবার মঞ্জুর করিলে তাহা নিত্য জ্ঞান হইবেক কি না।

তৃতীয়। ঐ কমিটির অন্তঃপাতির মধ্যে দেরাদূনের পোলিটিকাল এজেন্ট সাহেব-কে এবং সেই স্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আপন২ পদোপলক্ষে ভর্ত্তি করা কি না।

চতুর্থ। ঐ কমিটির উপর কিপর্য্যন্ত ঝুঁকী থাকিবেক।

৩। প্রথম বিষয়ে আমার বোধ হয় যে "গৃহস্থ" এই কথার অর্থের মধ্যে সামান্যতঃ ভাড়াটিয়া ব্যক্তি এবং ঘরের মালিক বোধ হইবেক। পর্ব্বতের মধ্যের ভাড়াটিয়া ব্যক্তি এবং মাঠস্থ ভাড়াটিয়া ব্যক্তির মধ্যে আমি কিছু ভেদ দেখি না। বাটীর খাজানা বাটীর মালিকেরা বৎসরে২ ধার্য্য করে এবং তাহা সামান্যতঃ মাঠস্থ ঘরের বার্ষিক খাজানার তুল্য এবং কখন২ তাহাহইতে অধিক। আমার বোধ হয় যে ভাড়াটিয়া ব্যক্তিরা যদি টাক্সের হার নিরূপণ করে তাহাতে বাটীর মালিকের কিছু ক্ষতি হইতে পারে না যেহেতুক মালিক ইচ্ছা করিলে ভাড়া বাড়াইতে পারে। এবং আমার বোধ হয় যে রাস্তা-ইত্যাদি উত্তমরূপে মেরামৎ করিয়া রাখাতে মালিকেরদের যে ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে ভাড়াটিয়া ব্যক্তিরদের তাহাহইতে অধিক ক্ষতিবৃদ্ধি আছে। এবং ঐ আইনের ৩ ধারানুসারে টাক্সের সীমা নির্দ্ধার্য্য হওয়াতে ঘরের মালিকেরদের স্বার্থ রক্ষা পাইবেক।

৪। দ্বিতীয় বিষয়ে আমার বিবেচনা হয় যে গৃহস্থেরদের দরখাস্তক্রমে ঐ আইন একবার আমলে আসিলে তাহা নিত্য থাকিবেক। এবং লোকালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি কি কম হওয়ার এবং ভাড়ার বৃদ্ধি কি কম হওয়ার অনুসারে কমিটি বৎসরে২ ঐ টাক্সের হার সংশোধন করিতে পারেন্।

৫। জিজ্ঞাসিত তৃতীয় বিষয়ে আমার বোধ হয় যে ঐ আইনের ২ ধারানুসারে দেরাদূনের পোলিটিকাল এজেন্ট সাহেব সেই স্থানের বাশেন্দা না হওয়াতে কমিটির অন্তঃপাতী হইতে পারেন্ না। কিন্তু কমিটির সাহেবেরা ইচ্ছা করিলে সেই স্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব যত কাল পর্ব্বতে নিতান্ত বাস করেন্ তত কাল তাঁহাকে ঐ কমিটির অন্তঃপাতি ব্যক্তির মধ্যে নিযুক্ত করিলে বোধ হয় কিছু আপত্তি হইতে পারে না।

৬। জিজ্ঞাসিত চতুর্থ ও শেষ বিষয়ে আমার অতিস্পষ্ট বোধ হয় যে কমিটির সাহেবেরা যে টাকা আদায় করেন্ তাহা যদি চাতুরীক্রমে অন্য কর্ম্মে খাটান্ তবে ঐ আই-নের ৩ ধারানুসারে কমিটির সাহেবেরা দায়ী হইবেন কিন্তু নগরবাসি ব্যক্তিরদের পক্ষে তাঁহারা যে সকল চুক্তি করেন্ তাহাতে যদি বিবেচনামাত্রের ত্রুটি হয় তবে সেই টাকার বিষয়ে তাঁহারা দায়ী হইবেন না।

তাহাতে ১৮৪৩ সালের ২০ জানুআরি তারিখে কলিকাতার সদর আদালত আলাহাবাদের সদর আদালতের মতে সম্মত হইলেন।

১৩৬৮ নম্বর।

কানপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ১৮৩১ সালের ৭ জানুআরি তারিখের সদর দেওয়ানী আদালতের ২৫ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের বিধির অনুসারে যে মিয়াদ অতীত হইলে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনক্রমে মোকদ্দমা ডিসমিস হয় সেই মিয়াদের হিসাবকরণেতে আদালতে নিরূপিত বন্দের সময় বাদ দেওয়া যাইবেক না। ১৮৪১ সাল ২৯ আইন।

পশ্চিম দেশের সদর আদালত। ১৮৪২। ২ ডিসেম্বর।
কলিকাতার সদর আদালত। ১৮৪২। ২৩ ডিসেম্বর।

১৩৬৯ নম্বর।

গাজীপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা যদ্যপি বন্দোবস্ত সংশোধনের কার্য্যে নিযুক্ত না থাকেন্ তথাপি বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণস প্রদেশের কোন বিশেষ ভূমিতে বিবাদিরদের মোকদ্দমা সরাসরীরূপে নিষ্পত্তি করণেতে ১৮২২ সালের ৭ আইনের ১১। ১২। ১৪ এবং ১৬ অবধি ৩৫ পর্য্যন্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সকল করিতে ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৩ ধারানুসারে গবর্ণমেন্ট তাঁহারদিগকে হুকুম দিতে পারেন্। এবং সেই২ ভূমিতে ঐ বিধির অনুসারে যে সকল নিষ্পত্তি হয় তাহাতে ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের হুকুম খাটিবেক অতএব সেই২ ভূমিতে সীমাসরহদ্দের বিবাদঘটিত যে দাওয়া হয় তাহা কালেক্টর সাহেব নিষ্পত্তি করিতে পারেন্। ১৮২৫ সাল ৯ আইন ৩ ধারা। ১৮২২ সাল ৭ আইন ১১। ১২। ১৪ ও ১৬ অবধি ৩৫ ধারা। ১৮৩৩ সাল ৯ আইন।

পশ্চিম দেশের সদর আদালত। ১৮৪৩। ২৭ জানুআরি।
কলিকাতার সদর আদালত। ১৮৪৩। ১০ ফেব্রুআরি।

১৩৭০ নম্বর।

দিল্লীর সেশন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা অন্য যে কর্ম্মকারক ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহার ১৮৩৬ সাল ২৬ আইন।